রস-গ্রন্থাবলী

১। কবিবর দাশরথি রায়ের পাঁচালী, ২। রামবাবু, ভোলাময়রা, এন্‌টনি সাহেব প্রভৃতি কবির গান, ৩। নিধুবাবুর টপ্পাবলী, [illegible] টপ্, কীর্ত্তন ইত্যাদি সংবলিত।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।

১১৫।২নং গ্রে ষ্ট্রীট, "নূতন কলিকাতা যন্ত্রে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩১২

মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র।

রসগ্রন্থাবলী।

দাশরথী রায়।

গঙ্গা ও ভগবতীর কোন্দল।

কেন শ্যামা গো তোর পদতলে স্বামী।
তুই সতী হয়ে, পতি-পায়ে করিলি বদনামী॥
কার সনে মা ঝগড়া কর,
আপনার ছেলে আপনি মার,
বুঝি ঝগড়া না হলে থাক্‌তে নার,
নারদ মুনির মামী॥
মান অপমান নাই ভবানি,
মাতুল বেটা বাতুল জানি,
আমি কখন জানিনে মা,
আছে তোর এত ক্ষেপামী॥
অর্পণ করিয়া পদ পতি-হৃদপদ্মে।
ভগবতী লজ্জাবতী দেবাদির মধ্যে॥
করি রণ সংবরণ রক্ষা করি ধরা।
অধোমুখে কৌশিকী কৈলাসে গেলেন ত্বরা॥
কৈলাসে বসিয়া গঙ্গা পতিতপাবনী।
অপবাদ সংবাদ শুনিলা সুরধুনী॥
কুপিলেন জাহ্নবী দেবী সপত্নী উপরে।
বলে এমন কুকর্ম্ম না কি কামিনীতে করে॥
যে কর্ম্ম করেছ দুর্গা ধিক্‌ তব চিত।
পুনর্ব্বার কৈলাসে আসিতে অনুচিত॥
দেবাদিদেব মহাদেব তাঁর হৃদ্‌পদ্মে।
পদ দিয়া পুনরায় আইলে কৈলাসপুরী মধ্যে॥

তখন, গঙ্গার শুনিয়া বাণী ভবানী কহিলা।
বলে, কেন লো দুঃশীলা গঙ্গা আমারে দুষিলা॥
পতি-বক্ষে দিয়া পদ আমি আছি পদে।
পদার্থ নাহিক তোর দেখি পদে পদে॥
ত্রিলোক-আরাধ্য পতি দেব ত্রিলোচন।
তারে ছেড়ে লয়েছিলি শান্তনু-শরণ॥
এক পথে কখন থাক না তুমি জানি।
তাইতে তোমার নাম ত্রিপথগামিনী॥
গঙ্গা বলে পতিতা হইলে সুরধুনী।
তবে কে বলিত গঙ্গা পতিতপাবনী?
(আর) পতিত হইয়া কেবা পতিতে
উদ্ধারে।
অন্ধ কি অন্ধেরে পথ দেখাইতে পারে?
আমা হৈতে কি গুণ ত্রিগুণা ধর তুমি।
নরকান্তকারিণী জাহ্নবী গঙ্গা আমি॥
দীন দৈন্য জ্ঞানশূন্য পতিত পামর।
পশু পক্ষ যক্ষ রক্ষ নরাদি কিন্নর॥
জগন্ময় যত রয় শ্রীমন্ত শ্রীহীন।
পঙ্গু পাতকী আত জরা গতিহীন॥
ছোট বড় সকলে সমান মোর কৃপা।
পাতকী চাতকীর আমি নবঘনরূপা॥
(আর) ধন ধান্য প্রচুর অদৈন্য যেই নরে।
স্থিররূপা কমলা অচলা তার ঘরে॥
ধনীরে সদয়া দুর্গা তুমি চিরদিন।
ভাল, কোন্ কালে দেহ তুমি
দীনের প্রতি দিন।

খট্ ভৈরবী- যৎ।

তুমি কি গুণ ধর ভবানি ?
দেখি ভাগ্যবান্, তোমার অধিষ্ঠান,
আমি যত দীন-হীন-জননী ॥
জীবন্মুক্ত জীব শিব তুল্য হয়,
জীবনান্তে মম জলে যেবা রয়,
যম ভয় নয়, কৈবল্য-আলয়,
সে নয় প্রলয়কারীর বাণী ॥
আমি ভয়হরা ভবসাগরে,
ত্রাণকর্ত্রী কুম্ভপাতক নরে,
আমি না তারিলে দাশরথিরে,
তার দেখি, তবে মহিমা জানি ॥

তখন গঙ্গার শুনিয়া বাণী ভগবতী কন।
পতিতোদ্ধারিণী নাম শিবের লিখন ॥
এ নাম এখনি আমি দিতে পারি খণ্ড।
নতুবা বৃথায় নাম ধরি আমি চণ্ডী ॥
খণ্ডিলে খণ্ডিয়া যায় পশুপতির বাণী।
এই জন্যে হয়ে মান্য রৈলি সুরধুনী ॥
কিন্তু, অহং-মান্যা বলে কি করিস্ অহঙ্কার।
স্বামী-সোহাগিনী-সুখ হবে না তোমার ॥
আমি, সুশীলা দুঃশীলা হই তবু পুত্রবতী।
বশীভূত সতত আমার পশুপতি।
তুমি, গর্ব্ব কর গর্ভেতে সন্তান আগে ধর।
এখন, বন্ধ্যানারী হয়ে কেন বন্ধ্যা কান্দণ কর ?
(তখন) সতীর শুনিয়া বাণী (অভিমানে)
গিয়ে ত্বরা।
শিবের নিকটে কন হয়ে সকাতরা ॥
ভগবতী ভাগ্যবতী পুত্রবতী দেখি।
ভগবতীর ভোগমাত্র তব ঘরে থাকি ॥
গৌরী সঙ্গে বৈরিভাব আমার নিয়ত।
তুমি তারি অনুগত থাক অনুগত ॥
দুঃখের সাগরে ভাসে গণেশ জননী।
দুঃখের তরঙ্গে পড়ি ভাসে তরঙ্গিনী ॥

তব ঘরে যে সুখ সংসারের লোক জানে।
দুঃখে সুখ ছিল মাত্র পতির সম্মানে ॥
তুমি, সে সুখে একণে যদি করিলে বঞ্চিত।
এই স্থান হইতে মম প্রস্থান উচিত ॥

টোড়ী—ঝাঁপতাল।

রব না তব ভবনে, শুন হে শিব শ্রবণে।
শৈলজার কথা আর সহিল না প্রাণে ॥
যে নারী করে নাথ হৃদিপদ্মে পদ ঘাত,
তুমি তারি বশীভূত, আমি তা সব কেমনে ॥
পতিবক্ষে পদ হানি, ও হলো না কলঙ্কিনী,
মন্দ হলো মন্দাকিনী, দ্বিজ দাশরথি ভণে ॥

তখন মনোদুঃখে ম্রিয়মাণ ক্রোধ করি গঙ্গা যান,
সঙ্কট ভাবেন শূলপাণি।
করে ধরি আশুতোষ, করিছেন পরিতোষ,
নানামত দিয়া প্রিয়বাণী ॥
যাতে মান থাকে তব, হে গঙ্গে আমি রাখিব,
গঙ্গা কন ওহে গঙ্গাধর।
যদি মান রাখ কান্ত, গৌরী হতে অধিকন্ত,
গৌরব যদ্যপি আমার কর ॥
যদি সপত্নীর হব মান, আমার বাড়াও মান,
তবে তব অনুরোধ রাখি।
ও যেমন মনসুখে, চড়িল তোমার বুকে,
মস্তকে চড়িয়া আমি থাকি ॥
কহিছেন শূলপাণি, স্বীকার করিলাম আমি,
জটামধ্যে থাকহ গোপনে।
সে কথা স্বীকার করি, শিরে চড়েন সুরেশ্বরী,
কিন্তু, কি করি ভাবেন গঙ্গা মনে ॥
আমি শিব-শিরোপরে, গণেশজননী মোরে,
না দেখিলে মিছে মোর মান।
এত ভাবি সুরধুনী, জটায় করেন ধ্বনি,
শুনে দুর্গা শিব পানে চান ॥
কহেন গণেশমাতা, বলিছ যথার্থ কথা,
বিশ্বময় বিস্ময় জন্মিল।

বুঝিতে না পারি চিতে তুমি বিঘ্নহরের পিতে,
শিরে তব কি বিঘ্ন হইল ॥

খট্ ভৈরবী—যৎ।

একি শুনি ত্রিশূলপাণি।
নাহি পায় কূল; ভেবে প্রাণাকুল,
শিরে কুলকুল কিসের ধ্বনি ॥
সে ভূষণ কোথা লুকাইল সব;
করিত অঙ্গেতে ভুজঙ্গ রব,
কল কলরব শুনি কারব,
ভয়েতে নীরব সে সব ফণী ॥
কর দিয়ে শিরে বল কে কারণ,
কারে শিরে তুমি করেছ ধারণ,
দাশরথি বলে শুন মা কারণ,
বারি ও পাপনিবারিণী ॥

তখন, ছল করি, ত্রিপুরারি কন ধীরে ধীরে।
দুর্গা,অকস্মাৎ,কি উৎপাত, হইল শিরঃপীড়ে ॥
শুনি ভাষ, করি হাস, কন তবে শিবে।
মৃত্যুঞ্জয় লাগে ভয় কি জানি কি হবে ॥
তোমার জ্বালা,কোন জ্বালা, জন্মে শুনি নাই।
আজি, শুনে শিরঃপীড়া বড় মনঃপীড়া পাই ॥
বহুকালে বড় পীড়া হবে বড় ভাবনা।
এই ভয়; পাছে হয়, বৈধব্য-যন্ত্রণা ॥
তোমার, ভাঙ্গ খেয়ে ভেঙ্গেছে কপাল,ভাঙ্গিল ভুয়ো আরী।
খেয়ে সিদ্ধি, রোগ-বৃদ্ধি, কল্লে ত্রিপুরারি ॥
যত খেয়েছ ধুতুরা ফল, তারি ফলিল ফল।
বসেছে জঠর হয়ে মস্তকেতে জল ॥
হলো দুঃখ, যত রূক্ষ, ভোজন আজন্ম।
ঊর্দ্ধগত জল ওঠা ঊর্দ্ধকের কর্ম্ম ॥
তখন, মর্ম্ম জানি, হররাণী, হরষিত-মনে।
নন্দীরে ডাকিয়ে কন কপট বচনে।

পরজ—আড়া।

বিধি কল্লে কি রে আজি মনে ভাবি তাই।
নন্দী রে মন্দিরে সুখ নাই।
বৈদ্যনাথের শিরঃপীড়া বৈদ্য কোথা পাই ॥
এ কি অপরূপ কথা, শিবের হলো শিরোব্যথা,
বিধিরে যে বিধি বাম হলো।
শুনে মরি আতঙ্কে, গরুড়ের অঙ্গে,
ভুজঙ্গ আসি দংশিল ॥
হলো প্রজাপতি ভগ্ন, ভগ্ন বিবাহের লগ্ন,
এ কি অপরূপ রঙ্গ।
আমি গণেশের জননী, কখন নাহিক শুনি,
গণেশের যাত্রা ভঙ্গ ॥
শুন, অপরূপ কথা শুন, শীতে ভীত হুতাশন,
বরুণের বড়ই পিপাসা।
কভু শুনি নাই, কর্ণ কৃপণ,কমলার দৈন্যদশা।
তখন,গৌরী কন শূলপাণি,আমি কি প্রবোধ মানি
ছল করি বল যত বাণী।
তব পীড়া হলো ভব, শুনি মাত্র অসম্ভব,
মনে ভাব ভুলেছে ভবানী ॥
তুমি নাম ধর মৃত্যুঞ্জয়, ত্রিজগতে তব জয়,
প্রলয়কারণ ত্রিপুরারি।
যে তোমায় সাধে শঙ্কর, সঙ্কটে কর উদ্ধার,
বিশ্বনাথ বিপদ সংহারি ॥
পীড়াগ্রস্ত হলে জীব, আরাধনা করে শিব,
আশুতোষ আশু দুঃখ হর।
তুমি অসাধ্য সুসাধ্য হও, কৃপায় কৃপণ নও,
কত পাপীজনে মুক্ত কর ॥
আরাধিয়ে তব পায়, গতিহীনে গতি পায়,
গলিত শরীর আদি যার।
তব অনুগ্রহগুণে, বিমুক্ত গ্রহ-বিগুণে,
পাপার্ণবে তুমি কর্ণধার ॥
আদ্যাশক্তি পত্নী আমি, বিধির বিধাতা তুমি,
নামে হরে বিবিধ যন্ত্রণা।

তব পীড়া বিশ্বময়, শুনিয়ে লাগে বিস্ময়,
নাহি সয় মিথ্যা প্রবঞ্চনা ॥
তখন কৌতুকে কন কৌশিকী,
তোমার শিরে কর দিয়ে দেখি,
শিরোরোগ হয়েছে কেমন।
ছলে কন গঙ্গাধর, পতির শিরে দিতে কর,
শাস্ত্রমত বিরুদ্ধ লিখন ॥
বলেন গণেশমাতা, মাথা আর দেখিব মাথা,
ঘুচাইলে কৈলাসের বাস।
আমাকে ভাসায়ে নীরে, শিরে রেখে সপত্নীরে,
কি কীর্ত্তি করিলে কৃত্তিবাস ॥
পুত্র হেতু করে ভার্য্যে, এই মত সর্ব্বরাজ্যে,
সর্ব্বলোকে সর্ব্বশাস্ত্রে বলে।
আমি পুত্রবতী নারী, কি জন্যে হে ত্রিপুরারি,
অসম্মান আমার কপালে ॥
আমি যে দুঃখে হে দিগ্‌বাস তব ঘরে করি বাস,
উপবাস বারমাস করি।
যে দুঃখেতে করি সেবা, হেন শক্ত ধরে কেবা,
স্বয়ং শক্তি তেঁই শক্তি ধরি ॥
অন্নচিন্তা বারোমাস, অন্য সুখের অভিলাষ,
কোন কালে নাহিক আমার।
জানি হে জানি শঙ্কর, শঙ্খ দিতে শঙ্কা কর,
দূরে থাকুক্ অন্য অলঙ্কার ॥
রাজকন্যা আমি দুর্গে, পড়ে তব কুসংসর্গে,
বন্ধুবর্গ না দেখি নিকটে।
আমি, সিদ্ধেশ্বরী নাম ধরি,
লোকের বাঞ্ছা সিদ্ধ করি,
তোমার ঘরে মরি সিদ্ধি বেঁটে ॥
আপনি মাখহ ছাই, আমারে বলহ তাই,
চিরস্থায়ী একাদশী জানি।
কে আছে হেন অজ্ঞানী, অন্নাভাবে অন্ন কালি,
বস্ত্রাভাবে হৈলাম উলঙ্গিনী ॥
দেখিয়া দরিদ্র ঘর, ঘুচাইলাম দশ কর,
চারি হস্ত এক্ষণেতে ধরি।
হয়ে কুলের কুলবালা, ঘুচাতে জঠর-জ্বালা,
দৈত্য কেটে রক্ত পান করি ॥
আমি, দুঃখেতে ভাবিনে দুঃখ, বলি পতি-
সুখ অতি সুখ,
সপত্নীর ছিল না সম্মান।
তুমি, সে সুখ নৈরাশ কর, এক্ষণে থাকা দুষ্কর,
প্রাণের অধিক জানি মান ॥

খাম্বাজ—যৎ।

ওহে মহাদেব এ পাপ সংসারে আর রবে কে।
তুমি বন্ধ্যানারীর বন্দী হয়ে রাখিলে মস্তকে ॥
পূর্ব্বেতে আমার লাগি, হয়েছিলে সর্ব্বত্যাগী,
এখন করিলে সুখের ভাগী, ভাগীরথীকে ॥
তখন, করি যোড়পাণি, সাধেন শূলপাণি,
গৌরী না শুনেন কথা।
হরগৌরী-দ্বন্দ্ব দেখিতে আনন্দ
নারদ এলেন তথা ॥
কহেন মাতুল, কেন কর ভুল,
কিসের অপ্রতুল শুনি।
কি জন্যে কলহ, আমারে বলহ
কোথা যান মাতুলানী ॥
কন দিগম্বর, ওহে মুনিবর,
কি কব তব নিকটে।
গৃহেতে রহিলে, দরিদ্র হইলে,
সর্ব্বদা কলহ ঘটে ॥
আমি ত ভিখারী, রাখি দুই নারী,
নাহি কিছু সম্ভাবনা।
আমি শূলপাণি, ত্রিজগতে মানি,
আমাকে কেহ মানে না ॥
দুঃখে দহে হিয়ে, অক্ষম দেখিয়ে,
ক্ষেমঙ্করী তুচ্ছ করে।
দুটী কথা হ'লে, ল'য়ে দুটী ছেলে,
সদা যান পিতৃ ঘরে ॥
বিনা উপার্জ্জন, বয়ে পরিজন,
কোন্ জন আছে সুখী।

রহে কারো পূজ্য, জগতের ত্যজ্য,
নির্ধনী পুরুষ দেখি ॥
বলে ত্রিজগতে হরের বনিতে,
অতি সাধ্বী দুই জনা।
দুজনার গুণে, জলে গুমে গুমে,
মরমে সহি যাতনা ॥
গণেশজননী, হরে উলঙ্গিনী,
হৃদে পদ দেন তিনি।
তাতে করি কোপ, করি ধর্ম্মলোপ,
শিরে রন সুরধুনী।
কহেন নারদ, যে জন্যে বিরোধ,
সবিশেষ আমি জানি।
দক্ষের ভবন, যেতে প্রতারণ,
করেছেন দাক্ষায়ণী॥
যজ্ঞ করে দক্ষ, দেখলাম প্রত্যক্ষ,
এলো যক্ষ রক্ষ আদি।
দেব পুরন্দর, সূর্য্য শশধর,
আগমন বিষ্ণু বিধি ॥
তোমারে উন্মাদ, দিয়ে অপবাদ,
নিমন্ত্রণ বাদ করে।
কপটে অভয়া, ছেড়ে তব মায়া,
যেতে চান তার ঘরে ॥
শুনিয়া বচন, লোহিত লোচন,
দুঃখে ত্রিলোচন বলে।
নারদের বাণী, শুন হে ভবানি,
আমারে ছলো না ছলে ॥
তুমি, নাম ধর সতী, হয়ে কি বিস্মৃতি,
পতির মান ঘুচাবে।
কি ভাবিয়ে চিতে, হ'য়ে আমারে কুপিতে,
কু-পিতার যজ্ঞে যাবে ॥
থাকে যদি দোষ, ক্ষমা কর দোষ,
গৌরব রাখ ভবানি।
তুমি এ সময়ে, গেলে দক্ষালয়ে,
আমি হই হতমানী ॥

সুরট—যৎ।

ওহে আমারে করিবে অভিমানী হে।
তুমি দক্ষধামে যেওনা দুর্গে মোক্ষধামদায়িনী ॥
তোমায় দেবাদিদেব বাখানে,
দেবাদির বিদ্যমানে,
দানবে মানবে মানে,
তব মানে মানী ;—
তুমি না মানিলে তারা,
সে মান হইবে হারা,
তুমি শক্তি মম শক্তি হে, শক্তিরূপিণি ॥
ওহে, বিধি আদি যজ্ঞেশ্বরে,যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করে,
মোরে নিমন্ত্রণ দক্ষ দিল না ভবানি!
যাইতে সে পাপযজ্ঞে, তব যোগ্য নয় হে দুর্গে,
অযজ্ঞ করেছে তোমার জনক জননী।
তখন, শঙ্করী কহেন ছলে,
না গেলে কি মোর চলে,
চঞ্চল হইল মোর প্রাণী।
দক্ষ হরে তব মান, মনে করি অনুমান,
এ সন্ধান জানে না জননী ॥
আমার, মা রয়েছে পথ চেয়ে,
এখন এলো না মেয়ে,
বলি মায়ের জীবন্মৃত কায়া।
তুমি, জান না হে পশুপতি,
সংসারে সন্তান প্রতি,
গর্ভধারিণীর কত মায়া ॥
এত বলি মহামায়া, করিয়ে মায়ের মায়া,
ছলে আঁখি ছল ছল করে।
দ্রুত যান এত বলি, যেও না যেও না বলি,
গঙ্গাধর ধরে দুটী করে ॥
তথাচ চঞ্চল মতি,কিন্তু,বিনা পতির অনুমতি,
শক্তির গমনশক্তি নয়।
অনুমতি লইতে শিবে, আতঙ্ক দেখান শিবে,
দশ- মহাবিদ্যা-রূপোদয় ॥

প্রথমে হন কৌশিকী, কালিকা করালমুখী,
শবাসনা বিবসনা অঙ্গ।
ক্রোধ করি হরোপরে বিহরে হর-উপরে,
হররাণী করে নানা রঙ্গ॥
নীলাম্বুজ নিন্দি প্রভা, এলোকেশী লোলজিহ্বা,
মহীর বিপদ্ পদভরে।
অসিতাঙ্গী ভালে শশী, অসিতে অসুর নাশি,
অট্টহাসি ধরে না অধরে॥
ভয়ঙ্করা রূপধরা, হুহুঙ্কারে কাঁপে ধরা,
দৈত্য-অহঙ্কার হরা কালী।
কঙ্কালীর কত খেলা, গলে নরশিরোমালা,
নরকর-বেষ্টিত-কঙ্কালী॥
দেখে ভয়ে পঞ্চমুখ, আতঙ্কে ফিরান মুখ,
সম্মুখ হইল দৈত্যনাশা।
মুখে দিয়ে বাঘাম্বর, যে দিকে যান দিগম্বর,
সেই দিকে যান দিগ্বাসা॥
পূর্ব্বে গেলে পূর্ব্বে যান, দক্ষিণে করিলে পয়াণ,
দক্ষিণে দক্ষিণাকালী যান।
তারার দেখিয়া ধারা, মুদিয়ে নয়ন-তারা,
ত্রিনয়ন তারার গুণ গান॥

টোরী—ঝঁাপতাল।

মহিমা কি আমি জানি মোহিনীরূপা ভবানী।
মহীভার-নিবারিণী মহিষাসুরনাশিনী॥
মোহিত রূপে ভব ভবানী ভবমোহিনী।
মরি দীনে কুরু দয়া দীনময়ী ত্রিনয়নী।
তারা রূপ সম্বর,
ভয়ে ভীত দিগম্বর,
হের মা দাশরথির,
কর্ম্মদুঃখনিবারিণী।
দিগম্বরী সম্বরী দক্ষিণাকালী-রূপ।
অত্র পরে হইলা তারা রূপ অপরূপ॥
ষোড়শী ভুবনেশ্বরী পরে হৈলা সতী।
ছিন্নমস্তা বিদ্যাদি বগলা ধূমাবতী॥

তদন্তে ভৈরবী-রূপ ধরেন ভবানী।
পরে মাতঙ্গিনী যেন মত্তমাতঙ্গিনী॥
মৃত্যুঞ্জয় পেয়ে ভয় পড়িয়ে ফুকরে।
অভয়ারে অভয় যাচেন যোড়করে॥
বলেন পিতৃভূমি তারা তুমি যাও অতি ত্বরা।
মোরে তুমি দুঃখ আর দিও না দুঃখহরা॥
থাকে দয়া হে নিদয়া এসো পুনরায়।
মোর শক্তি নাই শক্তি রাখিতে তোমায়॥
কোন্দল করিলে মাত্র বাড়িবে অযশ।
ভিক্ষাজীবী জনের রমণী কোথা বশ॥
বিশেষ তোমার কাছে আমি নই গণ্য।
রাজকন্যা তুমি মান্যা আমি দীন দৈন্য॥
দুটী কর আমার তোমার দশ কর।
আমি বৃষোপরে তুমি সিংহের উপর॥
তুমি হেমবর্ণা আমি রজতবরণ।
রজত কাঞ্চনে তুল্য নহে কদাচন॥
তবে কি গুণে ত্রিগুণে তুমি হবে বশীভূত।
জীবনে কি ফল মোর আছি জীবন্মৃত॥
জ্বালার উপর জ্বালা আবার দেখাও নানা ভয়।
এড়াই তোমার জ্বালা মৃত্যু যদি হয়॥

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়া।

কি করি শবাসনা, তুমি ত স্ববশে রবে না;
সতত করিবে যাতে নিজবাসনা।
তব জ্বালাতে শর্ব্বরি!
মৃত্যুবাঞ্ছা মনে করি,
মৃত্যুঞ্জয় নাম ধরি, তাতো হ'লো না॥
শুন হে সর্ব্বমঙ্গলে,
মরণ মঙ্গল বলে,
ফণিহার পরিলাম গলে, তারা দংশে না।
বিষম্ভর নাম ধরি,
বিষ খেয়ে জীর্ণ করি,
বিষে প্রাণ যায় না কি বিষম যন্ত্রণা॥

পশুপতি নাম শুনে,
শঙ্কা করে পশুগণে,
ব্যাঘ্র সিংহ তারা আসি প্রাণে বধে না।
জীবনে কি গুণ ব'লে, দিলাম আগুন কপালে,
কপাল-বিগুণে সে আগুনে দহে না॥
পতির অভিমানবাক্যে, বাজিল সতীর বক্ষে,
সজল-নয়নে কন তারা।
দক্ষ হরে ভব মান, ইথে কি মোর আছে মান,
অপমান করিব গে তার ত্বরা॥
দিব সমুচিত ফল, করিব যজ্ঞ বিফল,
ফলাফল হবে কর্ম্মদোষে।
এত বলি ক্রোধমতি, নন্দী সঙ্গে লয়ে সতী,
ধেয়ে যান দক্ষরাজবাসে॥
অপমানী হেরে শিবে, সুবর্ণ-বরণী শিবে,
বিবর্ণা হইল দুঃখে কায়া।
দৈন্যা দুঃখিনীর প্রায়, মায়া করি গিয়া মায়,
দরশন দেন মহামায়া॥
কন্যার বিবর্ণ কায়া, চক্ষে হেরি দক্ষজায়া
চক্ষে বারি বক্ষে কর হানি।
বলে সতি সত্য বল, তবে পাই অঙ্গে বল,
কালো কেন কাঞ্চনবরণী?

সিন্ধুভৈরবী—আড়া।

মা কি রূপ দেখালি তোর সোণার অঙ্গ কালী।
সুবর্ণবরণী কেন বিবর্ণা হইলি॥
সবে ধন তুমি মেয়ে, শ্মশানবাসীরে দিয়ে,
কখন গেল না আমার মনের কালী।
হর কি অনাদা তোরে, রাখে এত অনাদরে,
দুঃখের তরঙ্গে তারা ডুবে কি ছিলি?
কোথা, মা আমার দিবে জল মনের আগুনে।
তোমার দেখিতে সতী, নক্ষত্র সপ্তবিংশতি,
তপ্তা তব এলো যজ্ঞস্থলে।
এ রূপ দেখিলে তারা, মরবে মরিবে তারা,
ভাসিবেক নয়নতারা জলে॥

কত দুঃখ কব কায়, আরদের মন্ত্রণায়,
সারদে তোমার এ দুর্গতি।
আমি মা দেখিলাম ঘর, উদাসীন দিগম্বর,
সেই হলো রাজকন্যার পতি॥
আমায়, সেকালে সকলে বলে,
রাণী তোর পুণ্যফলে,
জামাই হলো ত্রিপুরারি।
আমায় সবাই কহিল শিবে,
মেয়ে তোর সুখে ভাসিবে,
সে শিবের কুবের ভাণ্ডারী॥
তখন কেহ না কহিল আসি, শঙ্কর শ্মশানবাসী,
তবে কি সঙ্কট হয় মোরে।
কপালের লিখন চণ্ডী, কার সাধ্য নহে খণ্ডি,
পতি দণ্ডী ঘটিবে তোমারে॥
কপালে যা ছিল হৈল, কেঁদে আর কি করি বল,
গত কর্ম্মে বৃথা চিন্তা করি।
যদি রক্ষা কর মোরে, অক্ষম শিবের ঘরে,
এক্ষণে আর যেও না শঙ্করি॥

বেহাগ—খং।

তুমি আর যেও না মা শিবের শিবিরে।
দক্ষধামে থাক দাক্ষায়ণি, কত পুণ্য করে
তোরে ধরেছি উদরে॥
যেও না গো তারা নয়নতারার আগোচরে,
পরাণ বিদরে, তোরে রেখে অতি দূরে,
এবার পরাণে রাখি রে:—
আমার দুঃখ যাক্ মা দূরে॥
শরীরে না সহে বেশ না হেরি শরীরে,
হেমাঙ্গ সাজাব তোমায় হেম অলঙ্কারে,
যতনে রাখিব তোমায় রতনমন্দিরে,
যেন বিমুখ হও না তারা দীন দাশরথিরে॥
জগত-জননী কন শুন গো জননি!
মৃত্যু হেতু আজ আমার প্রভাতা রজনী॥
পতি মোর পশুপতি সংসারের পতি।
তাঁরে করে অনাদর দক্ষ প্রজাপতি॥

অঙ্গ কালী হৈল মোর সেই দুঃখে দুঃখী।
নতুবা সংসারে কেবা মোর তুল্য সুখী ॥
আমার দুর্গতি তোকে কে বলে জননি।
আমি জানি আমি ত মা দুর্গতিনাশিনী ॥
কাশীকান্ত মোর কান্ত আমি কাশীশ্বরী।
অন্নপূর্ণারূপে লোকে অন্নদান করি।
শুনি বাণী দক্ষরাণী মোক্ষদারে বলে।
মা, তোমার অপমান শুনি মোর প্রাণ জ্বলে ॥
কুলের মধ্যে থাকি আমি কুলের কামিনী।
কুকর্ম্ম করেছে দক্ষ স্বপনে না জানি ॥
অশেষ দেবতা আছে এই ত্রিভুবনে।
বিশেষ সম্পর্ক মোর শঙ্করের সনে ॥
এত বলি ভাসে রাণী নয়নের জলে।
সঙ্গে করি শঙ্করীরে যান যজ্ঞস্থলে ॥
মহারাজে বলে যত বুদ্ধিমন্ত তুমি।
কন্যার দেখিয়া মূর্ত্তি বুঝিলাম আমি ॥
ভাঁটু ধরে গঙ্গাধরে দিলে কন্যাদান।
শিরোধার্য্য হবে কি জন্যে হর মান।
নিতান্ত তোমার বুকে ঘটেছে যন্ত্রণা।
কুমন্ত্রী নারদ বুঝি দিল কুমন্ত্রণা ॥
রাজা বলে নীতি শিক্ষা শুনিব কি তোর।
সাধে কি বিবাদ ঘটে তেন সাধ কি মোর ॥
তারে যত্ন করি রত্নপুরে চেয়েছিলাম রাখতে।
কপালে সুখ নাইক তার,পরে কেন থাক্তে ॥
পাগলে সন্তান করা কেমন প্রয়োজন।
সাগরে ফেলেছি কন্যা বলে বুঝাই মন ॥
হলো না জামাতা মোর মনের মতন।
তুমি কি না জান রাণী জামাতার গুণ ॥
ষাঁড় বলদে বসা, গলদেশে মালাগুলো সব অস্থি।
সিদ্ধিখোঁটার সদাই ঘটা বুদ্ধি সেটার নাস্তি ॥
কি অদ্ভুত রঙ্গে ভূত শ্মশানে ভ্রমিছে।
সেটা পূর্ণক্ষেপা তারে কৃপা করা মোর মিছে ॥
তার কথা বলব কি আর মাথামুণ্ড ছাই।
তৈল বিনে সর্ব্বদা সে গায়ে মাখে ছাই ॥

সেটা মহাপাপ, ধরি সাপ,
গলায় পরেছে পৈতে।
তারে মানিলে ডেকে, হাসবে লোকে,
তাই হবে সহিতে ॥
পতিনিন্দা শুনে সতী জীবনে নৈরাশ।
ঘন ঘন চক্ষে ধারা সঘনে নিশ্বাস ॥
অহং শক্তি ঘুচাইলাম তোমার অহঙ্কার।
ছাগমুণ্ড হবে মুণ্ড ঘুচায় শক্তি কার ॥
পিতারে কুপিতা হইয়া অঙ্গ অবসান।
ধরা শয্যা করি তারা ত্যজিলেন প্রাণ ॥
কান্দিছে সভাতে রাণী শোকেতে অধীরা।
দেখি কন্যা অচৈতন্য হৈয়া পড়ে ধরা।

মহামায়া মৃত্যুমায়া দর্শন করিয়া নন্দীর উক্তি।

পরজ—আড়া।

তোমার নন্দী এগো মা শঙ্করী।
ফিরে চাও মা বাঁচাও পরাণ।
ধূলাতে পতিত কেন পতিতপাবনী ॥
ওমা, ঈশানের ঈশানী, ত্রিতাপনাশিনী,
কি তাপ পেয়েছ মনে।
দুটী নয়নতারা, মুদিয়ে তারা,
শয়ন কেন ধরাসনে ॥
ওমা, নিন্দিত চপলা, চারু চাঁদমালা,
বিজয়রূপে ত্রৈলোক্য।
করে, শিব অপমান, বাহুর সন্ধান,
সে রূপে হাসিল দক্ষ ॥
ওগো জগতজননী, জনমে না শুনি,
জননীর হেন যাতনা।
থাকি জননীর গুণে, জয়ী ত্রিভুবনে,
যতন করে জগজ্জন ॥
যদি ত্যজিলে পরাণ, হরের ঘরণী,
হর-অপমান-শোকে।
তব, চরণের সঙ্গী, কর মা মাতঙ্গী,
মাতৃহীন এ বালকে ॥

নন্দী গিয়া সমাচার জানায় কৈলাসে।
ক্রোধে জন্মে জয়াসুর হরের নিশ্বাসে॥
জটায় বীরভদ্র জন্মিলেন মহাবীর।
যাহার দম্ভেতে কম্প হয় পৃথিবীর॥
সৈন্য সহ গঙ্গাধর হইয়ে কোপাংশ।
সতীশোকে দক্ষযজ্ঞ করেন গিয়া ধ্বংস॥
ছাগমুণ্ড কাটি দেন দক্ষরাজের স্কন্ধে।
সতীদেহ মস্তকে করিয়া নিরানন্দে॥
মনোদুঃখে বনে বনে করেন রোদন।
সতী-অঙ্গ কাটেন হরি দিয়া সুদর্শন।
হিমালয়ে তপস্যা করেন গিরিরাণী।
মেনকার গর্ভে পুনঃ জন্মেন ভবানী॥
নারদ উদযোগী হৈয়া পুনঃ দেন বিভা।
কৈলাসে হইল হরপার্ব্বতীর শোভা॥

বেহাগ—যৎ।

রূপ কি বিহরে রে কৈলাসশিখরে।
হর-বামে হরমনোমোহিনী,
বিচ্ছেদের বিচ্ছেদ হ'ল উভয় শরীরে;
হর-সোহাগিনী অতি হরিষ অন্তরে,
হেরি হৈমবতী-মুখ হর দুঃখ হরে,
সুখে সদানন্দ ভাসে প্রেমসিন্ধুনীরে॥

ভগবতী ও গঙ্গার কোন্দল এবং
দক্ষযজ্ঞ সমাপ্ত।

শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব।

আপন আপন ইষ্ট শ্রেষ্ঠ করি কয়।
এক শাক্ত বৈষ্ণবে দ্বন্দ্ব পৃথিমধ্যে হয়॥
ভ্রান্ত জীব অন্ত না বুঝিয়ে করে দ্বন্দ্ব।
কেহ বলে মোর কালী ব্রহ্ম কেহ বলে গোবিন্দ
নিরাকার নিরঞ্জন যিনি ব্রহ্মময়।
পঞ্চ উপাসকে তাঁরে অন্তে প্রাপ্ত হয়॥
ভ্রান্ত বিকার দিয়ে যত জীবে কুমন্ত্রণা।
যেমন পঙ্গুতে পঙ্গুতে যুদ্ধ উভয়ে যন্ত্রণা॥
কেহ ভাবে কৃষ্ণকে পর, কারো পর তারা।
যেমন আপন দল বেঁধে কুটুম্বিতে করা॥
বেদ-উক্তি ভেদজ্ঞানীর মুক্তি কভু নাস্তি।
ভেদজ্ঞানে ব্যাসদেবের কাশীতে হয় শাস্তি॥
শক্তি-উপাসক হয়ে কৃষ্ণে ভাবে অন্য।
শক্তির কি আছে শক্তি তার মুক্তির জন্য॥
কৃষ্ণপদ ভাবিয়ে দুর্গাকে ভাবে ভিন।
তাহারে নিদয় কৃষ্ণ হন চিরদিন॥
নাই গোড়ায় খুঁটী নাস্তিকের ভিন্ন কালী কাল।
গোড়াদের সব গোড়া কাটি আগায় জল ঢাল॥
তুলসী তুলিতে ভক্তি বিল্বপত্র বিষ।
কষ্ট বই তুষ্ট তায় হন না জগদীশ॥
ত্রৈলোক্যতারিণী যার কন্যা ঘরে সতী।
যে দক্ষের যজ্ঞে এলেন ব্রহ্মা আর শ্রীপতি॥
ভাবি শিবকে পর,সেই দক্ষের ছাগমুণ্ড তুণ্ডে।
ভূতে আসি প্রস্রাব করিল যজ্ঞকুণ্ডে॥
রুদ্র-কোপে ক্ষুদ্র হয় দক্ষ প্রজাপতি।
যত, ক্ষুদ্র জীব গোড়া এদের কি হইবে গতি॥
উভয়ের মন তোরে মন্ত্রণা আমি বলি।
অভেদ শিবরামায় যা রাধা সা কালী॥
শুনি বাক্য গুরুবাক্য করয়ে প্রামাণ্য।
একে পঞ্চ পঞ্চে এক না ভাবিও ভিন্ন॥

সুরট—যৎ।

মন ভাব রে গণপতি, ঐক্য কর দিবাপতি,
পশুপতি কমলাপতি পতিতপাবনী তারা।
একে পঞ্চ পঞ্চে এক ভ্রান্ত ভেবে হয় সারা॥
গোবিন্দ শিব শক্তি, অভেদ ভাবেতে ভক্তি,
করে যারা স্তব উক্তি, ভবে মুক্তি পায় তারা॥
ওরে ভ্রান্ত মন শোন তো বলি,বৃন্দাবনে বনমালী
কৈলাসে মহেশ রূপ রণে কালী ভয়ঙ্করা;—
এক ব্রহ্ম নহে ভিন্ন রামরূপে রাবণে ধন্য,
ত্রিলোক নিস্তার জন্য গঙ্গারূপে ত্রিধারা॥
এক বৈরাগীর বৃত্তান্ত বলি,ছিল বাগবাজারে।
যেখানেতে মদনমোহন গোকুলমিত্রের ঘরে॥

নাম তার নিমাইদাস গৌরপরায়ণ।
মদনমোহনের বাটীতে করে হরিসঙ্কীর্ত্তন॥
একদিন বৈকালে বেশ করে বেস বেওয়া
তায় বলি।
নাসায় পরে রমণীর কুলনাশা রসকলি॥
রঙ্গে পরে অঙ্গেতে ত্রিভঙ্গ নামাবলী।
মুখে বলে মনমনুয়া বল রে গৌর বুলী॥
ললাটেতে হরিমন্দিরের শোভে তিলকমাটী।
করে করে করমালা কপ্নী আঁটা কটি॥
সর্ব্বাঙ্গে নামের ছাবা গলায় তুলসী।
একদৃষ্টে দেখে রূপ প্রেমমণি দেবদাসী॥
বলে প্রভু কিবা রূপ তুমি প্রেমদাতা।
কৃপা কর রমণীরে চরণে দেই মাথা॥
তুমি শ্রীরূপ সনাতন তুমি মোর নিমাই।
তুমি মোর অদ্বৈতপ্রভু চৈতন্য গোসাই॥
তখন, সেবাদাসীকে কৃপা করি গাঁজায় দিয়ে
টান।
বাহিরে গিয়ে বাবাজী করে গৌরগুণ গান॥

খাম্বাজ—খেম্‌টা।

যদি ভজ্‌বি সোণার বরণ গৌরাঙ্গ।
ছাড় রঙ্গ পর কৌপীন কর কি মন করে কর
করঙ্গ॥
মন তোরে পন্থা বলি, কর সার কপ্নী ঝুলী,
কর হালিকে বেহাল ছাড়া হ'লি,
দেখে দুঃখের তরঙ্গ॥
সেই পথে এক শাক্ত যান, কালী নামে এক
তুলি তান.
কালীঘাট গমনে করি ঘটা।
রক্তবস্ত্র পরণে শোভা, দুই কাণে দুই রক্তজবা,
রক্তচন্দনের করে ফোঁটা॥
রক্তচক্ষু পেয়ে উতলা, গলায় রক্তজবার মালা,
গমন হতেছে অবিলম্বে।
মুখে ঘন ঘন বাণী, জয় কালী কালবারিণী,
তুমি গো মা জয় জগদম্বে॥
বৈরাগী করে গৌরগান, শাক্তের তাতে গেল কাণ
হাস্যমুখে কয় করি ঘটা।
ত্যজে শঙ্করী কালীকে, গান পাও নাই আর
মুলুকে,
হতভাগা নির্ব্বংশের বেটা॥
জ্ঞান নাই তোর পূর্ব্বোত্তর, সংসার মায়ের পুত্র,
ভণ্ড নেড়া পণ্ডশ্রম রাখ্‌ রে।
মা বিনে সন্তান-স্নেহ, অন্তেতে জানে না কেহ,
জয় নিবি তো জয়কালীকে ডাক্‌ রে॥
কালীধ্যান কর চিত্তে, চল কালীঘাট তীর্থে,
কালের অধিকারনাই কালবারিণীররাজ্যে।
হইবে কপালজোর, কপাল ফিরিবে তোর,
কপাল-কালিকা কালভার্য্যে॥
মরণ হবে আজি কালি, বল ভাই কালী কালী,
কালী চিন্তে মনের কালি যায় রে।
জন্ম বিফল যায় কেনে, দেহকে দেহ দক্ষিণে
দক্ষিণাকালিকা মায়ের পায় রে॥
তেজ শক্তি হবে মুক্তি, শক্তি মূল শিবের উক্তি,
দেহ আদ্যাশক্তির দোহাই রে।
শিবের সর্ব্বস্ব ধন, তারা ধন আরাধন,
মুক্তকেশা বিনা মুক্তি নাই রে॥
ভদ্রলোকের কথা শুন, কর ভদ্র আচরণ,
ভদ্রতা হইবে তব কর্ম্মে।
জন্ম সার্থক করেন তারা, জন্মমৃত্যুহরা তারা,
চরণে যাদের ভক্তি জন্মে॥

ভৈরবী—আড়খেম্‌টা।

কেন ভাব্‌লি নে ভাই শ্যামা মায়ের চরণদুটী।
ভাল ব্যাপার কল্লি এবার ভবের হাটে উঠি॥
ভবে জন্ম আর কি হতো, জলে জল মিশায়ে
যেতো,
মনে ভাবিলে তারা জগত তারা মা দিত তায়
ছুটি
মায়ের চরণ ভাব্‌লে পরে, ঘরের, ছেলে
যেতিস ঘরে,

ও তুই ঘর না বুঝে বোস্‌তে পেরে,
কাঁচালি পাকা ঘুঁটি॥
বৈরাগী কহিছে রাগি তুইত না হস্ গণ্য।
করেছেন চৈতন্য প্রভু তোরে অচৈতন্য॥
শ্রীগৌরাঙ্গ, তাঁরে ব্যঙ্গ হাঁরে জ্ঞানশূন্য।
বেদবিধির অগোচর নদীয়ায় অবতীর্ণ॥
অবতার অসংখ্যের সর্ব্বশাস্ত্রে ধরি।
কলিযুগে চৈতন্যরূপে জন্মেন শ্রীহরি॥
যত ভণ্ডজ্ঞানী গণ্ডমূর্খ কাণ্ডজ্ঞানহীন।
শচীর নন্দনে ভাবে ব্রহ্মভাবে ভিন॥
বিষ্ণুর অনন্ত মায়া কে বুঝিবে মর্ম্ম।
সিদ্ধিরস্তু পড়ি কোথা সিদ্ধি হবে কর্ম্ম॥
শাক্ত বলে,থাক্‌তো আর ত্যক্ত করিস্ কেনে।
তোদের, গৌর ভক্ত আছে উক্ত বেদ
পুরাণে॥
মায়ের পুত্র ভগবান্ আগমের উক্ত।
চৈতন্য তোদের সেই ভগবানের ভক্ত॥
তাতে, গৌর ত মায়ের পৌত্র হন
কে করে তার খোঁজ।
আমার, শ্যামা মায়ের কাছে আগে তোদের
কৃষ্ণকে লয়ে বোঝ॥
বৈরাগী কয় বেদের উক্তি শুন রে মূঢ় ব্যক্তি।
বিষ্ণুর অঙ্গ হতে সৃষ্টি-জন্য হন শক্তি॥
সর্ব্বদেবের প্রধান গোলোকে ভগবান্।
সমান সম্মান কোথা বিষ্ণু বিদ্যমান॥
বিষ্ণুকে ভাবিয়া পর ভাবিস্ তারা তারা।
শ্রীকৃষ্ণ গোকুলের চাঁদ,চাঁদের কাছে কি তারা
তুই ভাবিস, শক্তি ভিন্ন মুক্তি দেওয়া নয়
অন্যের কর্ম্ম।
মুক্তির কারণ অন্তে নাম নারায়ণ ব্রহ্ম॥
শাক্ত বলে ব্যক্ত করি বলি তোরে শুন।
যে নিমিত্তে ডাকে লোকে অন্তে নারায়ণ॥
মা আমার ব্রহ্মাণ্ডকর্ত্রী গিরিরাজ-মেয়ে।
নারায়ণকে রেখেছেন তিনি ভবসমুদ্রের নেয়ে॥

বুঝ্‌তে নারিস্ রাজা কখন ঘাটে বসি থাকে।
ভবের ঘাটে গিয়ে জীব কাণ্ডারীকে ডাকে
নারায়ণ-কাণ্ডারী দ্বারা জীবে পার পায়।
পার হয়ে সব মায়ের ছেলে মায়ের কাছে যায়॥
উচিত বল্লেম ইথে কৃষ্ণ হন হবেন বাম।
আমি সাঁতারে যাব ভবসমুদ্রে বলি দুর্গানাম॥
বৈষ্ণব কহিছে শুন রে মূর্খ বামাচারী।
তোদের, শ্যামা রাজা শ্যাম কি আমার সামান্য
কাণ্ডারী॥
ভবের ঘাটে কৃষ্ণকে যদি তোর ভবানী রাখিত।
তবে কৃষ্ণ থাকিতেন ধরি হালি কাষ্ঠতরী
থাকিত॥
নায়ে থাক্‌তো হালি, থাক্‌তো পালি,
থাক্‌তো দুজন দাঁড়ী।
কখন খেয়া বন্ধ হৈত হলে তুফান ঝড়ি॥
যদি দুর্গার আজ্ঞায় কৃষ্ণ ভবের কাণ্ডারী।
তবে তাঁর চরণ-আশ্রিত কেন ব্রহ্মা ত্রিপুরারি॥

খট্ ভৈরবী—পোস্তা।

হরি কাণ্ডারী যেমন আর কে আছে এমন নেয়ে।
ভবে পার করেন হরি রাঙ্গা চরণতরী দিয়ে॥
তরণীর এমনি গুণ, নাস্তি পাল নাস্তি গুণ,
পার করেন নিজ গুণে,নির্গুণেরে সদয় হয়ে॥
পুনর্ব্বার বৈষ্ণব কহিছে শাক্তের আগে।
তুই কূল পাবিনে অকূল ভাবে
গোকুলচন্দ্রের রাগে॥
বলি, সাঁতারে যাবে ভবসমুদ্র
কিনারা কোথা পাবি॥
অকূল তরঙ্গে পড়ে খাবি কেবল খাবি॥
শাক্ত বলে ভক্তি যদি থাকে আমার শক্তি-
পদোপান্তে।
কার শক্তি ডুবায় হেলায় মুক্তি পাব অন্তে॥
কৃষ্ণ যদি কৃপা করি না রাখেন সঙ্কটে।
তারিণীর পদতরণী আমার আছে ভবের
ঘাটে॥

ভবপারের ভাবনা কি যে ভবরাণীকে ভজে।
সুপ্রেমকোর্টে ডিক্রী হলে কি করিবে জেলার জজে॥
মা সদয়া থাকলে আমি লঙ্ঘে ভব তরিব।
না হয়, মাকে বলি ভবসমুদ্রের পুলবন্ধি করিব॥
বৈষ্ণব করিছে উক্তি, প্রধানা তুই বলি শক্তি,
ভক্তিহীন হতভাগ্য।
বিষ্ণুর আগমন ভিন্ন, কোন্ কর্ম্ম হয় সম্পন্ন,
দুর্গা-পূজা আদি যাগযজ্ঞ॥
বিষ্ণুরে করি স্মরণ, অগ্রে করে আচমন,
সাঙ্গ ক্রিয়া কৃষ্ণে সমাপন।
স্নান দান ধ্যান পুণ্য, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি জন্য,
সঙ্কল্প করয়ে জগজ্জন॥

(বিষ্ণু সর্ব্বদেবের প্রধান।)

নরের প্রধান যে জন ধনী, বাদ্যের প্রধান শঙ্খের ধ্বনি, নদীর প্রধান সুরধুনী, স্বরের প্রধান কোকিলের ধ্বনি, মুনির প্রধান নারদ মুনি, গ্রহের প্রধান দিনমণি, খলের প্রধান রাহু শনি, যোগের প্রধান মণিকাঞ্চনি, কামিনীর প্রধান পদ্মিনী. জ্ঞানীর প্রধান তত্ত্বজ্ঞানী, দেবতার প্রধান চক্রপাণি॥
বিষ্ণু সর্ব্বদেবময়, সর্ব্বদেবের পূজ্য হয়,
জল দিলে বিষ্ণুর মস্তকে।
যেমন ব্রাহ্মণবাটী দিলে সিধা, কোন জাতির হয় না দ্বিধা,
ছত্রিশ বর্ণ খায় অন্ন সুখে॥
জাতিমধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ.দেবের মধ্যে তেমনি কৃষ্ণ,
সর্ব্বশাস্ত্রে যেমন বেদধ্বনি।
যতন করিয়া তায়, যোগীন্দ্র না ধ্যানে পায়,
তুই কি চিন্‌বি কি ধন চিন্তামণি॥

খাম্বাজ—খং।

নন্দের নন্দন চিন্তামণি কি ধন চিন্‌তে পারলি নে.
যাঁরে চিন্তিলে যায় ভবচিন্তা তাঁরে চিন্তে করলি নে॥
ভবে জন্ম তোর অনিত্য,
ওরে তুলে তুই তুলসীপত্র,
জন্মে শ্রীগোবিন্দ-শ্রীচরণারবিন্দে দিলে নে;—
কি কুদিনে ভবে এলি, কুসঙ্গে দিন হারাইলি,
দীনবন্ধু নামটী একবার দিনান্তরে বল্‌লি নে॥

শাক্ত বলে জানি মূল, বিষ্ণুর মাথায় দিয়ে ফুল,
সকলে হয়ে অনুকূল করেন গ্রহণ।
যেমন ডাকমুন্সী পেলে চিঠি, পৌঁছে দেয় বাটী বাটী,
দেবের মধ্যে সেই কাজটী করেন নারায়ণ॥
চণ্ডী আর গজানন, প্রজাপতি পঞ্চানন,
সরস্বতী কি তপন, ষষ্ঠী কি মনসা।
বিষ্ণু এদের যন্ত্র হয়ে, নিজশিরে পুষ্প লয়ে,
স্থানে স্থানে দেয় বয়ে,
এই ত হরির দশা॥
যদি নিজে শিরে পুষ্প ধরি, অন্য দেবকে দেন হরি,
তবে তারে কেমনে ধাবি, বলি প্রধান প্রভু।
মা আমার ব্রহ্মাণ্ডের রাজা, ব্রহ্মা আদি মায়ের প্রজা,
সে কি বয় অন্যের বোঝা, মাথায় করি কভু॥
তিনি জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী, ত্রিভুবনজনকর্ত্রী,
সংসার আজ্ঞানুবর্ত্তী, জান্‌বি কি বৈরাগ্য।
নামটী তাঁর ভবতারা, ভবজননী ভবদারা,
পায় পুষ্প তাঁর দ্বারা, হেন কার ভাগ্য॥
আছে কার এমন সামগ্রী দিয়ে শান্ত করে আশা।
সপ্ত সাগর করে পান কার এত পিপাসা॥

সুমেরুকে ক্ষুদ্র করে কার বা এমন বুদ্ধি॥
ব্রহ্ম নিরূপণ করে কার বা এমন শুদ্ধি॥
কাণ কাটিলে করে না রাগ কার এমন বৈরাগ্য।
দুর্গা নামে যায় না দুঃখ কার এমন দুর্ভাগ্য॥
গর্ভের কথা পড়ে মনে কার বা এমন মন।
কার বা হেন শক্তি খণ্ডে কপালের লিখন॥
কার এমন সামগ্রী আছে দামোদরের ক্ষুধা হরে।
কার এমন ঔষধি আছে ব্রহ্মশাপে মুক্ত করে॥
শ্যামের বাঁশী নিন্দা করে কার এমন স্বরব।
দেহ ধারণে হয় না দুঃখ কার এত গৌরব॥
হেন ভাগ্য কে ধরে ভাই এ তিন ভুবনে।
আমার শ্যামা মা পুষ্প লয়ে দিবে অন্য জনে॥

জয়জয়ন্তী—ষৎ।

হেন ভাগ্য কে ধরে রে সে ফুল কি অন্যে পায়।
যে পুষ্প পড়েছে আমার শ্যামা মায়ের রাঙ্গা পায়॥
দিয়ে জবা শতদল, আশ্রিত সব দেবদল,
ব্রহ্মা দিয়ে বিল্বদল, ব্রহ্মময়ীপদে বিকায়॥
পুনর্ব্বার বৈষ্ণব কহিছে শাক্তের কাছে।
তোদের শক্তিতন্ত্রে আদ্যাশক্তির বহু নামত আছে।
কালী দুর্গা কৌমারী কল্যাণী কাত্যায়নী।
ভয়ঙ্করী ভদ্রকালী ভৈরবী ভবানী।
মনে বুঝ রে মনের কথা বলি তোর নিকটে।
আমাদের রাম নামটী কেমন কোমল নাম বটে॥
অতুল্য তুলনা রাম নাম, দেখি নে তার তুল্য।
শুনিলে রামের কোমল নাম হৃদয়কমল প্রফুল্ল॥
কোন বিপদ্‌গ্রস্ত ভয়মুক্ত হয় যদি কেহ।
মুখেতে বলিলে রাম আরাম হয় দেহ॥
সকল নাম অপেক্ষা রাম নাম অগ্রগণ্য।
রাম-রাম নাম বলিয়ে বাল্মীকি যাতে ধন্য॥
রামনামামৃত পান যে করে রসনায়।
সে কি আর খাদ্য বলে সুধায় সুধায়॥
শঙ্কর জপেন রাম নামটী অবিশ্রাম।
অতএব নাই রে আমার রামতুল্য নাম॥
রাম নাম দুই অক্ষরে কত গুণ ধরে।
বর্ণিতে না পারে গুণ ব্রহ্মা আর শঙ্করে॥
আমি, নির্গুণ হইয়ে গুণ বলি কিছু শুন
কাষ্ঠবিড়ালীর যেমন সাগর-বন্ধন॥

("রা"য়ের গুণ কি?)

রাগ যায় বিরাগ যায় অনুরাগ বাড়ে।
রাম নামে রাগ তুলিলে রাশি রাশি পাপ ছাড়ে॥
রাগ করি রাহু পলায় রহে না দেহেতে।
রাখাল হয়ে যম রাস্তা করেন মুক্তিপথে॥
যায় রাজভয় রাক্ষসভয় রাজী তায় দেবগণে।
রাম তারে রাখেন সদা রাতুল চরণে॥

("মা"য়ের গুণ কি?)

মজিয়ে মধুসাগরে মহানন্দ মনে।
মন্দের সম্বন্ধ নাই মঙ্গল মরণে॥
মনে করিলেই মণিমন্দিরে মোক্ষপদ লভে।
মক্ষিকার মত মত্তমাতঙ্গেরে ভাবে॥
মহেশের মস্তক হইতে এসেন মরণকালে।
মুক্তি দেন মন্দাকিনী মম পুত্র বোলে॥
অতএব রামের তুল্য নাম নাই।
পরমাণু তুল্য সূক্ষ্ম, হিংস্রক তুল্য মূর্খ, ভিক্ষা তুল্য দুঃখ, সাধন তুল্য কর্ম্ম, দয়া তুল্য ধর্ম্ম, মানব তুল্য জন্ম, মাহেন্দ্র তুল্য যোগ, স্বর্গ তুল্য ভোগ, কুষ্ঠ তুল্য রোগ, পূর্ণিমা তুল্য রাত্রি, ব্রাহ্মণ তুল্য জাতি, মৃদঙ্গ তুল্য বাদ্য, ঘৃত তুল্য খাদ্য, বাসুকি তুল্য ফণী, কোকিল তুল্য ধ্বনি, দৈব তুল্য বল, আম তুল্য ফল, গঙ্গা তুল্য জল, দূর্ব্বা তুল্য ঘাস, অগ্রহায়ণ তুল্য মাস, সর্ব্বস্ব তুল্য পণ, বিদ্যা তুল্য ধন, দাতা তুল্য যশ, গান তুল্য রস, উদ্ধার তুল্য জয়, মরণ তুল্য

ভয়, বট তুল্য ছায়া, সন্তান তুল্য মায়া, কার্ত্তিক তুল্য কায়া, গোলোক তুল্য ধাম, রামের তুল্য নাম॥

ঝিঁঝিট—খং।

মরি রে রাম কোমল নামটী যে জন লয়।
রাম তারকব্রহ্ম নামে ধর্ম্মে ভবে জন্ম তার কি হয়
চরণের গুণ তুলনা, পাষাণ মানব কাষ্ঠ সোণা,
হায় রে, ভাসে নামের গুণে শিলে,
বনের পশু বন্দী রয়॥
শুনি রাম নামের ব্যাখ্যা শাক্ত হেসে কয়।
দূর হ রে দুর্ভাগ্য দুষ্টবুদ্ধি দুরাশয়॥
তুই রাম নাম দুই অক্ষরের গুণ বর্ত্তে দিলি।
আমি, দু অক্ষরের গুণে বল্‌তে পারিনে
যৎকিঞ্চিৎ বলি॥
যে জন যতনে দুর্গা দুঃশরণ করে।
দুর্গতি দুর্ম্মতি দুরদৃষ্ট যায় দূরে॥
দুর্গতি পাইলে হয় দুর্গতি দূরস্থ।
দুই ভুজ মানবের বাড়ে দুই হস্ত॥
দূরে পলায় দুরন্ত কৃতান্ত-দূতগণে।
দুর্গতিদলনী দুর্গার দু অক্ষরের গুণে॥
তুই ত রাম নাম কোমল নাম বলি মনের সুখে
কোমল নাম হৈলে কেন বেরোয় না শিশুর মুখে
পঞ্চ বৎসর পর্য্যন্ত করে আম আম।
কোমল কিসে রাম তুল্য নাই রে কঠিন নাম॥
কেহ, চিরকাল পর্য্যন্ত আম আম করে দেখ্‌তে
পাই।
রস নাইক রাম নামে খুব যশ আছে রে ভাই॥
বিবেচনা করিলে ত্রিজগতে তুল্য নাই।
আমার যেমন শ্যামা মায়েরকোমল নামটী ভাই॥

থাম্বাজ—খং।

শ্যামা মার কি নামটী কোমল বলি ডাকে রে।
অতি দুগ্ধপোষ্যবালক আগে মা বলিয়েডাকেরে
কমলে কি তার উপমা, নীলকমলবরণী শ্যামা,
শঙ্কর যার চরণকমল হৃৎকমলে রাখে রে,—
বসতি কমলাসনে, কালীদহে কমলবনে,
কমলে কামিনী মাকে শ্রীমন্ত যায় দেখে রে॥
উভয়েতে দ্বন্দ্ব করি উভয়ে পরাভব।
উভয় পক্ষে উন্মা হলো উভয়ে নীরব॥
দুঃখে দোঁহার চক্ষে ধারা মন অভিমানে।
উভয়ে চলিল উভয় ইষ্ট বিদ্যমানে॥
উভয়ে চৈতন্য দেন উভয়ের ইষ্ট।
কৃষ্ণ হয়েছেন কালীরূপ কালী হয়েছেন কৃষ্ণ॥
কালী কালী বলি শাক্ত কালীঘাটেতে আসি।
দেখেন, শ্যামরূপ হয়েছেন শ্যামা শঙ্করমহিষী॥
অর্দ্ধশশী ছিল ভালে সে শশী পড়েছে খসি।
চরণের বিল্বদল হয়েছে তুলসী॥
ত্যজে শবাসনা শ্যামা পঙ্কজনিবাসী।
মুণ্ডমালা বনমালা অসি হয়েছে বাঁশী॥
ভাবে গদগদ শাক্ত নিকটেতে আসি॥
জিজ্ঞাসেন যুগ্মকরে চক্ষুজলে ভাসি॥

ঝিঁঝিট—খং।

মা তোর এ কি ভাব গো ভবদারা
ছিল যে রূপ অপরূপ দিগম্বরী,
কি ভাবে আজ পীতবসন কেন পরি,
হলে বংশীধারী ব্রজনারীর মনচোরা॥
কোথা লুকাইলে বল গো মা,
সে রূপ তোর গো শঙ্কররাণী শ্যামা,
অসিতবরণী মুক্তকেশী অসিধরা॥
বৈষ্ণব আসিয়ে বিষ্ণুমন্দিরের মাঝে।
দেখে শ্যামারূপে শবোপরে কেশব বিরাজে।
তুলসী হয়েছে বিল্বদল পদাম্বুজে।
বাঁশী ত্যজি অসি মুণ্ড ধরেছেন ভুজে॥
কায়া হৈতে পীতাম্বর পীতাম্বর ত্যজে।
হয়েছেন দিগম্বরী বেদায় দিয়ে লাজে॥
অলকা তিলকা ভালে অর্দ্ধচন্দ্র সাজে।
ধটী গিয়ে কটিতে কিঙ্কিণী ঘন বাজে॥
চূড়া শিরে যেরূপ হেরে ব্রজগোপী মজে।
কালো শশী এলোকেশী হয়েছেন অব্যাজে॥

কিছু চিহ্ন নাই মূর্ত্তি বৈষ্ণব যা ভজে।
অপরূপ দেখিয়া জিজ্ঞাসিছে ব্রজরাজে ॥

খট্‌ভৈরবী—একতালা।

ওহে হরি কি রূপ ধরিলে।
ত্যজে পদ্মাসন মদনমোহন মদনান্তক-হৃদে দাঁড়ালে।
কেন হরি পীতবাস পরিহরি,
কি ভাব সে ভাব পাসরি,
গোলোকের ঈশ্বরী, কোথা সে কিশোরী,
মোহন বাঁশরী কোথায় লুকালে ॥
কালী কৃষ্ণ অভেদ-আত্মা হৈল জ্ঞানোদয়।
উভয়ে হইল অতি আনন্দ-হৃদয় ॥
বন্ধু সনে বিবাদ কি জন্যে হায় হায়।
সেই পথে উভয়ে আইল পুনরায় ॥
উভয়ে উভয়ে হেরি মগ্ন প্রেমভরে।
কৃষ্ণ কালী তুল্য বলি কোলাকুলি করে ॥
(গীত মিলন আদ্যগীতের অন্তরা)
তাদের উভয়ে হইল ঐক্য, দুজনে করি সখ্য,
বলিছে প্রেমবাক্য, নয়নে বহিছে ধারা।
গেল ধন্ধ গেল দ্বন্দ্ব, দূরে গেল মন-সন্ধ,
জানিল যে শ্রীগোবিন্দ, সে ভবানী ভবদারা ॥
শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব সমাপ্ত।

নলিনী ও ভ্রমরের বিরহ বর্ণন।

—*—

দিন দুই তিন কমলিনী না হেরিয়া ভৃঙ্গেরে।
কুমুদীরে কন ভাসি নয়ন-তরঙ্গে ॥
এই আসি প্রেয়সী বলে করে চাতুরী রঙ্গে।
বুঝি মজেছে পাতকী বেটী কেতকীর সঙ্গে ॥
হায় বিধি আমারে কেন মিলালে কুসঙ্গে।
এ মিলন হয়েছে যেন পতঙ্গে মাতঙ্গে ॥
ধরিতে না পেয়ে পতি ধরেছি পতঙ্গে।
গঙ্গাতীরের মেয়ে হয়ে পড়েছি অগঙ্গে॥
সর্ব্বদা আমারে ব্যঙ্গ করে অঙ্গে অঙ্গে।
অপমান অলঙ্কার পরিব কত অঙ্গে ॥
অপাঙ্গের বারি সদা নিবারি অপাঙ্গে।
সোণার অঙ্গ দিলাম আমি এমন পাপাঙ্গে ॥
দহিছে মন সদা যেন দংশিছে ভুজঙ্গে।
প্রকাশিলে ব্যঙ্গ করি হাসে লো বৈরঙ্গে ॥
এমন পাপিষ্ঠ বেটা সত্য বদ্ধি লঙ্ঘে।
এ জ্বালা জুড়াই দিদি যদি লন-গঙ্গে ॥
অরসিক কি বশে থাকে রসের প্রসঙ্গে।
রসনায় নাই রসবোধ হয় কি রসরঙ্গে ॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

মন দিয়ে অরসিকে মরি।
মরি মরি মনাগুনে গুমরি,
যায় বুঝি প্রাণ যায় গো, ভেবে ভেবে তায়,
ভেবে বিরলে কান্দি গুণ গুণ রবে সহচরি।
অবলারে কোরে ধাপ্পা সই,
মজালে মজিব বলে সে মজিল কৈ,
সে আমায় যে কান্দায়, প্রেমদায় এ কি দায়,
তথাপি তাহারে কেন মন চায় কি করি ॥
কিছুদিন বৈ সরোজীব, নিকটে হলো হাজির,
ভ্রমর ভ্রমিয়া নানা বনে।
নলিনী রাগে গর গর, গর্জ্জে যেন অজগর,
কহিছে চাহিয়া কোপনয়নে ॥
ওরে ব্যাটা ভ্রমরা, কোরে বেড়ে চোমরা,
মান বাড়ালাম তার ফল দিলি।
কোরে শক্র হাসাহাসি, বাসা করে মাসামাসি,
বেটা তোর কোন্ মাসীর কাছে ছিলি ॥
যদি,শুনতে পাই স্থল পদ্ম,তোরে কি আরস্থলপদ্ম
পাদপদ্মে পড়ে যদি থাকিস্।
যদি অশোকের সঙ্গে শুনি আশোক,আমি কি
তোর করিব রে শোক,
প্রাণের নাশক হব বেটা দেখিস্।

যদি শুনি মজেছ বকে,যেন ক্ষুদ্রমীন খায় বকে,
তেমনি হানিয়া প্রাণে মার্‌বো।
যদি শুনি বেলফুলের কথা, বেল ভাঙ্গার ন্যায়
ভাঙ্‌ব মাথা,
বেলমোক্তা মজা মারা সার্‌বো॥
যদি শুনি নাম অতসীর, এখনি হত শির,
সে মাসীর আর করো না ভরসা।
যদি শুনি টগরের নাগর,নগরের মাঝে
বাজায়েডগর
গোর দিয়া গৌরব করিব ফরসা॥
শুন্‌তে পাই যদি জাতী,তার রবে কি বজ্জাতি,
যূথীর কথা শুনলে গুণে একুশ জুতি মারিব।
যদি জবার কথা কেহ কয়,যবার আমার ইচ্ছে হয়,
তবার মুখেতে লাথি মারিব॥
যদি গিয়ে থাক কাঞ্চনে,বাকি রবে কি লাঞ্ছনে
গোলাপের সঙ্গে আলাপ শুন্‌লে, প্রলাপ
দেখাব ভারি।
যদি নাগেশ্বরের নাগর শুনি, যেমন মুখে যায়
ভেকের প্রাণ,
লাগিলে বেটা গিলে খেতে পারি॥
যদি কদম্ব সঙ্গে শুনি লেটা, বেদম করে রাখিব
বেটা,
আদা চিরের আদর বৃচালি যেমন।
যদি খেয়ে থাকিবে অসার, ফুলের মধু দুরাচার,
সত্বরে দেখাব তোরে শমন॥
না বুঝিয়া কায়দা কারণ,মধু খাওগে অন্যকানন,
কোথা রবে কল্লে কানুন জারি।
কোর্ত্তে পারি পয়মাল, দিতে পারি দায়মাল,
যে মাল করেছ তুমি চুরি।
ছিঃছি, রাধা যায় কি দুঃখের কথা, রাখাল
হলো রাজমাতা,
চন্দন দিয়েছে মেখে চণ্ডালের অঙ্গে।
পরাণে কি সহ্য পায়,কুড়ুনীর বেটার উড়নীগায়,
ভাড়ানীর বেটার আড়ানী যায় সঙ্গে॥

এখন দুঃখে জ্বলে গাত্র, পাত্র বুঝে মধুর পাত্র,
দিলে পর কি এমন খায়া ডুবিয়ে।
হলো খুব ক্ষেতি খেলা, খেলে, গোলমাল
করিয়া মেলা,
বদরঙ্গের গোলাম বিবিরে॥
(তো হতে আমার অপমান কেমন)
যেমন রাখাল বৈসে বাদশার পাটে, যজ্ঞের ঘৃত
কুক্কুরে চাটে, দক্ষের মুণ্ড ভূতে কাটে, লঙ্কা
পোড়ায় মরকটে, পাকা আম কাকের পেটে,
মুক্তার মালা বানরে কাটে, রতির আমদানি
মতির হাটে, ফরাসের উপর ছাগলে হাঁটে।
নলিনীর কথায় ক্রোধে জ্বলে, কোমর বেন্ধে
ভ্রমর বলে,
হেঁলো বেটি এত কি অবিজ্ঞে।
যদি হারায় হাজার টাকার তোড়া,তবু সয় না
মান তোড়া,
করিব একথান না থাকে আজি ভাগ্যে।
যদি পীরিতে লোকে বলে জুটে,স্বভাব ছিল না
রেগে উঠে,
বেজায় হলো যায় বঝি প্রেম কেঁচে।
ক্রমে ক্রমে তোর দেখে কুরীত, পীরিতে আর
নাইলো পীরিত,
ভয় হলে ভঙ্গ যায় বেঁচে॥
আমি এতই অক্ষম অলি,অলীক করে বলাবলি
আপনারি সর্ব্বদা জোর জারি।
জানে সবে আমার বাহাদুরি,
বৃহৎকাষ্ঠ বাহাদুরী,
তাতে আমি বিদ্ধ কর্ত্তে পারি॥
অবলার বলা ব'লে তাতিনে, উড়িয়ে দিষ্ট
পার পাতিনে,
মান রেখে আপনি যাই ছোটে।
নৈলে, আমি ক্ষমা করি সে রীত, কত বেটার
সঙ্গে পিরীত,
আদর পূর্ব্বক কে যায় পটে॥

(আয় আয় ফুলের কাছে আমার কেমন
আদর ত জানিস্ ?)
আয় আয় ফুলের কাছে আমার এম্নি আদর
আছে।
যেমন একজ্জেতে প্রুতের আদর যজমানের
কাছে ॥
রোগী যেমন যতন করি বৈদ্যের আদর রাখে।
চাকুরে ডাক্তারের আদর যেমন মেগের
কাছে থাকে ॥
ষষ্ঠীর আদর যেমন পোয়াতীর নিকটে।
সাক্ষীর আদর যেমন ফরিয়াদীর কাছে ঘটে ॥
লোচ্চার কাছেতে যেমন কুট্‌নী আদর পায়।
গোসায়ের আদর যেমন বৈরাগীর আখড়ায়
মাতালের নিকটে যেমন শুঁড়ীর আদর ঘটে।
ভগবানের আদর যেমন ভক্তের নিকটে ॥
গুণবোদ্ধার কাছে যেমন গুণীর সমাদর।
চাষার নিকটে যেমন বলদের আদর ॥
হাড়িঝির আদর যেমন নারী-প্রসবের সময়।
পাঠা বিক্রীর আদর যেমন আশ্বিন মাসে হয় ॥
নলিনী বলে তোর আদর কেননা করিবে ফুলে।
মান্যমান কুলবান্ তুমি যে কুলীনের ছেলে ॥
যার মুখটী কালো কালামুখো জগতে কয় তারে
তোর সর্ব্বাঙ্গ কালো লজ্জা থাকিবে কি প্রকারে
চারিপেয়ে হ'লে পর তার যেমন মান্য।
তুমি ছপেয়ে নাগর আমার তাদের দেড়া মান্য ॥
ছদলে থাকিলে পর ঠেকো বলে লোকে।
সে দফার চূড়ান্ত তুমি শতদলে থেকে ॥
কমলিনী কয় ভ্রমরে, কেন মিথ্যা ভ্রম রে
ঘুচিল মনোভ্রম রে, দূর হও রে দুরাচার।
আমার কাজ নাই এমন নাগরে, গিয়ে অন্য
ফুলে লাগ রে,
ঘরে রেখে নাগর ভয় অনিবার ॥
হ'বে না তোর হিংসক, যে ফুলে তোর হয় আসক
যারে ব্যাটা কিসের শোক,
গেলে পাজির ছিয়ে।

মোর কাছে আর এসো না, কোনরূপে করিব না,
তোর উদ্দেশ যেত খবর শুন্‌লে ॥
তখন ভ্রমর বিনয় করি, বলে আমায় কৃপা করি,
স্থান দেহ তব পদে ধরি।
তুমি মোর শিব কালী, তুমি মোর বনমালী,
স্থান দেহ মান পরিহরি ॥
মান হইল অন্তর, সুখী হয় মধুকর,
মিলন হইল দুই জনে।
দেখা নাই বিচ্ছেদের, মনে সুখ দুজনের,
না জানি আনন্দ কত মনে ॥

পরজ — একতালা।

কি সুখোদয় বল সজনি।
বিচ্ছেদের পর পিরীতখানি।
অনাবৃষ্টির পরে যেমন মেঘ দেখে হয় চাতকিনী ॥

গোপীদিগের বস্ত্রহরণ।

শ্রীরাধা সহিত হরি, দোঁহে গোলোক পরিহরি,
ভূলোক গোলোক বৃন্দাবনে।
গোপ-গৃহে জন্ম লন, যেরূপে সম্মিলন,
আদ্য কথা শুনহ শ্রবণে ॥
সঙ্গে সখী বৃন্দে চিত্রে, হইয়ে আনন্দ চিত্তে,
বাল্যখেলা খেলেন কমলিনী।
একদিন প্রহর বেলা, সঙ্গিনী সহিতে খেলা,
ভঙ্গী করি কহেন রঙ্গিণী ॥
ওগো সখী চল চল, হয়ে চিত্ত চঞ্চল,
হেমবরণী লয়ে হেমঘটে।
দেখিতে প্রাণমোহনে, অবলা সহ অবগাহনে,
উপনীত যমুনার তটে ॥
(হেথায়) তরুণ রাখাল সঙ্গে করি, কল্পতরু
তরুণ হরি,
তরুণী তরুণ দেখিব বলে ॥
পদ দুটী তরুণ ভানু, তরুণী মোহন তনু,
দাঁড়ায়ে আছেন তরুবরতলে ॥
নিরখি ত্রিভঙ্গ অঙ্গ, অনঙ্গহীন হয়ে ভঙ্গ,
অঙ্গ দেখে রয় কেমনে অঙ্গনে অঙ্গনা।

বর্ণনা করিতে বর্ণ, বিবর্ণ পঞ্চাশ বর্ণ
বর্ণে না হয় বর্ণের বর্ণনা॥
দূরে থেকে দেখে নয়নে,রাখালবেশ বাঁকা
নয়নে,
সখীরে সুধান চন্দ্রাননী।
কি ধন দিয়ে করে সাধন, প্রাপ্ত হয় ঐ ধন,
কোন ধনীর ঐ ধন গো ধনী॥
ওরে, বিধি কি নির্ম্মাণ করে, কিম্বা হলো
রত্নাকরে,
ও রতন কেউ যত্ন করে পায় গো।
সখী, ও কেন রাখাল সাজে, ওরে কি রাখাল
সাজে,
কোন্ রাখালে রাখাল সাজায় গো॥
ঐতো ভুবনের চূড়া, চূড়ার মাথায় দিয়ে চূড়া,
অবিচার কি চূড়ান্ত করেছে।
ভুবনের কণ্ঠহার, হার দিল যে গলে ইহার,
সে বুঝি সেই চক্ষু হারায়েছে॥
ঐ তো তিলকের তিলক,
আবার ওর কপালে দিল তিলক,
ত্রিলোকে আছে হেন মূর্খজন।
যে দিল অঞ্জন ওর নয়নে,
তারা নাই গো তার নয়নে,
ঐতো সখী নয়নের অঞ্জন॥
অবোধ কোন্ বংশে বাঁশী,
নির্ম্মাণ করে বংশে বাঁশী,
ওর করে দিয়েছে সহচরী।
যার বা বুদ্ধি তা করিল,আমি এখন কি করি লো,
ও রূপ-সাগরে ডুবে মরি।

ললিত—কাওয়ালী।

সই গো ডুবিলাম ঐ রূপ-সাগরে।
এই গোকুল নগরে,
আছে কে হেন সুহৃদ আসি তরঙ্গে রাখারে ধরে।
একি রূপমাধুরী, নীলোৎপল নিল হরি,
দিল লাজ নীলগিরিবরে।
কালোতে কত দেখি সখী লো,এ কিলো কালো।
অখিল ভুবন আলো করে,—
ভবে এ নীলরতন ধন কে আনিল,
বিনামূলে তরুমূলে,
ও নীলবরণ কিনিল মোরে॥
আমি একা কোথা রাখি,কিছু ধর গো২ সখা,
রূপ আমার আঁখিতে না ধরে॥
কোটি আঁখি দিলে বিধি,কিছুকাল ঐ কালনিধি
হেরিলে আঁখির দুঃখ হরে,—
ঐ যে কালোরূপ, বিশ্বরূপারূপ,
দাশরথি কয় শ্রীমতী দেখ নয়ন মুদে অন্তরে॥
সখীগণ বলে রাই, আমাদের ঐ ধারাই,
হেরিয়ে ওরে হারাই মন প্রাণ।
বাঞ্ছা মনে একান্ত, আমাদিগের ঐ কান্ত,
দয়া করি বিধি যদি ঘটান॥
এই রূপেতে গোপাঙ্গনা, কৃষ্ণপ্রেমে হ'য়ে
মগনা,
চক্ষে জল কক্ষে জল লয়ে।
হারায়ে প্রাণ হেরে কেশবে,শবদেহ লয়ে সবে,
মৃদু গমনে চলিল আলয়ে॥
পথে যেতে এক স্থলে, দাঁড়ায়ে সখীমণ্ডলে,
ঘন ঘন কান্দেন কমলিনী।
হেনকালে গিয়ে বড়াই,
বলে এ কি গো এ কি গো রাই,
কান্দিছ কেন কাঞ্চনবরণী॥
কেন্দে যে কান্দালি আমায়,
বল কিছু বলেছে মায়,
কিম্বা পিতা করেছে তাপিতে
কিম্বা ননদী শাশুড়ী,কান্দালে তোরে কিশোরী,
নারি তোর দুঃখ আঁখিতে দেখিতে॥
দশম বয়েস বয়েস অথবা নয়,
কান্দিবার তোর বয়েস নয়,
নাই প্রণয় নাই বিরহজ্বালা।
লাজ পাবে সব পরিবার,
কাজ নাই কান্দিয়ে আর,
রাজপথে দাঁড়িয়ে রাজবালা॥

শ্রুতমাত্র এই বচন, সুলোচনার দ্বিলোচন,
দ্বিগুণ ভাসিয়ে যায় জলে।
বড়াই বলে হ'লো স্মরণ,রোদন কর যার কারণ,
সেটা আমি গিয়েছিলাম ভুলে॥
কান্না দেখে যে কান্না পায়,
আর কেঁদো না ক'রে এমন ধারা।
স্মরণ করে নয়ন তারা, তোর তারায় ধরে না ধারা॥
তারো তারায় এমনি ধারা ধারা॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

রাই যেমন কান্দিলে বলে হরি হরি হরি।
তেমি তোর বিরহে হরি কান্দিবে গো অষ্ট প্রহরী॥
যে দুঃখে আমরা বিহরি,বলিতে কাঁপে থরহরি,
তোর লেগে গোলোকের হরি,
ব্রজে নর হরি হরি॥

আগে লোক পরিহরি, ভুলে বিচ্ছেদলহরা.
তুমি এলে কিশোরী, তবে শ্রীহরি শ্রীহরি॥
কান্দিছেন কমলিনী, বনমালিনী রত্নমালিনী,
সুখশালিনী সুরপালিনী রাই।
বসনে আঁখর বারি পুছিয়ে,
পুনঃপুনঃ পায়ে ধরিয়ে,
কেঁদো না বলে বুঝাচ্ছেন বড়াই॥
বড়াইকে গোপীর দলে, অনুযোগ করিয়ে বলে,
বোন, বালিকে ও রাজনন্দিনী।
এ কথা কি শোভা পায়,বুড়ো কাগা ওর ধরলি পায়,
অকল্যাণ কল্লে কেন ধনী॥
বয়সে প্রায় তোর নব্বই, এমন নয় যে নব্বই
বুড়া হ'লে জ্ঞান থাকে না সবাকার।
রাধার কাছে যখন আসিস্,
মাথায় হাত দিয়ে করিস্ আশীষ,
নাতিনীর বয়সে তোর প্যারী॥
বড়াই বলে পদে ধত্তে পারি. নবীনা নহেন প্যারী,
জ্ঞানের মাথা খেয়ে ব'সেছিস্ তোরা।
ও যে কমলাকান্তরমণী,ওরি গর্ভে কমলযোনি,
ও যে কমলে কামিনী পরাৎপরা॥
জ্ঞানহীন সব গোপবালিকে,
রাধাকে জ্ঞান করে বালিকে,
যা রাধা সা কালিকে, সুরপালিকে সদা।
যে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী, ব্রহ্মা বিষ্ণু ত্রিপুরারি,
ত্রিদেব-আরাধ্যা আদ্যা রাধা॥
বড়াই বলে তোরা সবাই নবীনে,
প্রাচীনকাল প্রাপ্ত বিনে,
পরমার্থের অধিকার হয় না।
নব নব যত রমণী, এরা সামান্য মণির অভিমানী,
চিন্তামণির শরণ কেউ লয় না॥
ওদের হরিকথা নাই কাণে শুনা,
গলায় সোণা কাণে সোণা,
ঐ সোণারি সর্ব্বদা বাসনা,
গুরু দিলেন যে কাণে সোণা,
সে সোণার নাই উপাসনা,
সে ঘোষণা করে কবে রসনা॥
হৃদয়ে যখন যৌবন, মনে তখন গহনবন,
সে বনে কি ইষ্ট দৃষ্ট ঘটে।
তরুণী মেয়ে মলে পরে, তরণী পায় না ভবসাগরে,
কাঁদিতে হয় বসে ভবের তটে॥
প্রথা নাই লো প্রথমকালে,
কেউ ভয় রাখে না কালে,
হরিকথাটী হয় না বলাবলি।
দেখ নব নব পুরুষের দলে
হাত দেয় না তুলসীর দলে,
বিল্বদলের সঙ্গে দলাদলি॥
সন্ধ্যা আহ্নিক গায়ত্রী জপা,
পুড়িয়ে খেয়ে সে সব দফা,
নিধুর টপ্পা গেয়ে বেড়ায় পথে।
মানে না যে পুরাণ তন্ত্র,মনে গণে না মুনিমন্ত্র,
বলে না কিছু চলে না কারু মতে॥
বেঁচে যদি থাকিস্ বৃন্দে,
শ্রীরাধার পদারবিন্দে,
গুণ আছে যৌবন গেলে জানবি।
লোলিত মাংস হবে যখন,
চিন্তামণির রমণীকে চিনিবি॥

মাথায় পাকিলে কেশ, চিত্তমাঝে হৃষীকেশ,
রমণীকে দেখিবি দিব্যজ্ঞানে।
বিশাখা খসিলে দন্ত, তদন্তে পাবি তদন্ত,
কত গুণ আছে রাই-চরণে॥
এখন হৃদে ধরেছ পয়োধরে, এ বয়সে
বংশীধরে,
ভজিব বলে তরুণে মনে করে না।
যখন অঙ্গে থাকেন অঙ্গহীন,
হয় ভজনের অঙ্গ হীন,
ওলো ধনি তাইতে রাই চেনো না।
উনি কি ধর্ত্তে দেন পদে,বিঘ্ন ঘটায় পদে পদে,
কোটি কোটি জন্ম চলি যায়।
কত বিপদ করে স্বীকার, বাঞ্ছা চরণে রাধিকার
অধিকার করেছি আমি তায়॥

বারোঁয়া—একতালা।

নৈলে কে পায় ধর্ত্তে রাধার পায়।
অনুকম্পা যে জনে আছে, সু-উপায় তারে দেছে,
ধরে পায়, ভবের উপায়, সে করেছে,
জন্ম জন্ম রাধার পায় ধ'রেছে,
সে কি পায় ধরিতে ক্ষান্ত পায়॥
ব্রহ্মজ্ঞানী আমায় ক'রেছেন কিশোরী,
আর কি এখন আমি ব্রহ্মার পদে ধরি,
ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করি,
রাই ব্রহ্মময়ীর কৃপায়॥
গোপিকা চৈতন্য পায়, ধরে বড়ায়ের পায়,
কৃষ্ণ পতির উপায় জিজ্ঞাসে।
বড়াই বলে বলি শুন, কৃষ্ণপদে রাখ মন
ত্যজ মায়া সাজ সবে সন্ন্যাসে॥
যে রত্ন হরের হার, রমণী বাদ হবে তাহার,
হরমনোমোহিনী ভজ দ্রুত।
পূরাবেন সাধ শঙ্করী, মাসেক সংকল্প করি,
কর তোমরা কাত্যায়নী-ব্রত।
শুন শুন গো রাজকুমারী,ভজ গিরিরাজকুমারী,
গিরিশের ধন সেই ধ'রে লও সত্য।
মজ তাঁর পদারবিন্দে অভিলাষ কর বৃন্দে,
যদি বৃন্দাবনপতিকে পতি॥
দেবীর ভজ অঙ্গদেবী,দিবেন শ্যাম অঙ্গ সেবী,
সুচিত্রে সুচিত্রে ভজ কালী।
ললিতে তোর স্ববাসনা, পূরাইবেন শবাসনা,
পাবে ধন বনমালী॥
ব্রজরমণী হরি-প্রয়াসে, হেমন্তের প্রথম মাসে,
কাত্যায়নী কত্তে আরাধন।
আনে সব গোপীর দল, শত শত শতদল,
বিল্বদল করি সচন্দন॥
পাদ্য দিতে মনসাধে, বিশ্বজননীর পদে,
ভীষ্মজননীর জল আনিল।
নীলকমল-বরণ আশায়,নীলকমলবরণী-পায়,
কমলিনী নীলকমল দিল॥
গিরিবরনন্দিনী, নীলগিরি-বরণী,
বরদা প্রবৃত্তা বরদানে।
চরণ কল্পতরুবর, তলে গোপিকা মাগে বর,
পীতাম্বর বর হেতু যতনে॥

ললিত—একতালা।

হে কুলদায়িনী সতী।
ব্যাকুল সব কুলবতী,অকূল মাঝে কুলাও যদি,
কূল তবে দাও মা গোকুলপতি॥
যার তরে চিত্ত কাতর, নেত্রে নীর নিরন্তর,
বিতর সত্বর বর হে হৈমবতি॥
সংসারে আর নাই মা মতি,
দেখিলাম যে হতে সংসারের পতি,
রূপে নয়ন মত্ত, শ্যামের তত্ত্ব, শুনে মত্ত শ্রুতি॥
গোপিকা কয় করে ভক্তি,
শুনেছি মা শিবের উক্তি,
বিধি বিষ্ণু তুমি রবি ভৈরবী।
তব পদ যে করি সাধন, বাঞ্ছা করি কৃষ্ণধন,
তুমি কি কৃষ্ণ নও মা তাই ভাবি॥
তুমি কখন পুরুষ কখন নারী,
উভয় মূর্ত্তি আপনারি,
রাবণারি হয়ে ধর মা ধনু।

কখন হয়ে বংশীধর, শ্যামা তুমি বংশী ধর,
হলধর সহিতে চরাও ধেনু ॥
কৃষ্ণ প্রতি গোপীর চিত, কালী কৃষ্ণেতে
মিলিত,
ইদানী বিপদ উপস্থিত, নাহি মানে বেদ।
হেদে ভেড়াকান্ত নেড়াগুল
ভেড়েদিকে লেগেছে ভুল.
কালী কৃষ্ণ সদাই করে ভেদ ॥
কালীতে দ্বেষ চিরকালি,
কিন্তু ত্যাগ করা কৈ হয়েছে কালী,
অন্তরেতে কেবল কালী,
কথায় কথায় মুখে কালি লোকে দেয় সদাই।
কালীময় দেখি সকলি, গালি খেয়ে বরণ
কালি,
কুলে কালি গালে কালি,
কেবল দক্ষিণে কালী নাই ॥
ভেকধারী ভেড়ারা যত,
কালীতে না হয় না হউক রত,
কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি বা কোন আছে।
নদের মাঝে পেতে ফাঁদ,
ওদের মাথা খেয়েছে অদ্বৈতচাঁদ,
বুদ্ধি খেয়েছে অদ্বৈতচাঁদ গোরার জাতি
খেয়েছে ॥
কায়স্থ বসু কোটালপুত্র, কণ্ঠী মেরে এক
গোত্র,
ঘৃণা নাই কিছু যেন জগন্নাথক্ষেত্র,
সকল অন্নেই রুচি।
গৌরাঙ্গের কিবে দোহাই,
তাহার মতে বিধবা নাই,
এক মেয়ে কত জামাই বাপ মলে অশৌচ
নাই.
খোল বাজাইলে শুচি ॥
মুখে বলে গোরাং গৌরাং, উপরে রূপা ভিতরে
রাং,
জুটিয়ে আখড়ায় গাজা ভাং মাজয়েছে ভুবন।
পুরাণের মতে চলে না, কোরাণের কথা
তোলে না,
নূতন জাতি গৌর খ্রীষ্টান, না হিন্দু না যবন ॥
আবার পথটা বড় আঁটা,
পাকামো করে খান না পাটা,
হেঁসেলে উঁহাদের হয় না, রান্না জাতিমাংস বলে।

যদি বল ওদের জাতি কিসে,
আকার প্রকার পাঁটাতে মিশে,
সকলি আছে নেড়াদের দলে ॥
পাঁটার ভক্ষণ কুলের পাতা,
ওদের ভক্ষণ কুলের মাথা,
পাঁটাও পশু, ওরাও পশু, ভাবিলে সমুদাই।
পাঁটার যেমন লম্বা দাড়ী, উহাদের সেই
প্রকারি,
পাঁটাকে কালীর কাটিতে হুকুম উহাদিগেরও
তাই ॥
পাঁটাকে যেমন বোকা বলি,
নেড়ারাও তাই সকলি,
ভিন্ন ভাবে পাষণ্ড বৈরাগী।
জাতি কুল সব করে ধ্বংস,যেন কত পরমহংস,
লোকদেখান হয়েছে সর্ব্বত্যাগী ॥
তদন্তে শুন শ্রবণে, হেথায় কাত্যায়নী-সদনে,
গোপিকা বর মাগে কৃষ্ণধনে।
বলে দুর্গে দুঃখহরা, ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা,
চাও মা তারা কৃপাবলোকনে ॥
যদি বল মা তোমায় ভজে কৃষ্ণ কেন
মাগি।
পুরাণে শুনেছি তত্ত্ব, তব চরণ করি আসক্ত,
আগুলে আছেন মহাযোগী ॥
কে জানে মা তব কাণ্ড, ত্রিজগৎ ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড,
উমা তুমি উদরে ধরেছ।
সুর-নরের দুঃখ-হরণ, ছিল দুটী অভয় চরণ,
তাতো তুমি বিক্রয় করেছ ॥
দুর্ব্বলে কিনিতে যদি, তবে হতেম প্রতিবাদী,
একা কি তাকে দিতাম ভোগ কত্তে।
যে জন কিনিছে শ্যামা,
তার কাছে কে যাবে গো মা,
কার বাঞ্ছা অকালেতে মত্তে ॥
ললিত- - একতালা।
প্রেমে মত্তচিত্ত যে ধন ত্রিলোচন বুকে রেখে।
তা কি পায় সামান্য লোকে,
(ওমা) কালী কালবরণী কালের শঙ্কা
কেউ না রাখে ॥

মা তোর ধরতে চরণ কার এত বুক,
হাত দিবে তোর কালের বুকে,—
অভয়া তোর অভয় চরণ-অভিলাষী আর হবে কে,
করেছ স্বহস্তে সই শিবকে চরণ দিয়েছ সনন্দ লিখে॥

বরদা দিলেন বর, পাবে পতি পীতাম্বর,
ধৈর্য্য নহে কলেবর, যত গোপিকার।
অমনি ঘট লয়ে কক্ষে, জল আনিবার উপলক্ষে,
কমলার ধন কমলাক্ষে, দেখিবারে ধায়॥
গিয়ে যমুনার ধারে, ধারে রাখি জলাধারে,
লজ্জার না ধার ধারে, হয়ে দিগবসনী।
জলে কমল ভাসে যেন, শোভা করে কমলবন,
কমলিনী তার মধ্যে যেন কমলে কামিনী॥
আছে ঘাটে বস্ত্র ঘটোপরে, আমোদ শুনহ পরে,
গোপিকা আমোদভরে, না দেখে তা চক্ষে।
হেনকালে আসিয়ে হরি, সেই সব বসন হরি,
উঠিলেন রাসবিহারী, কদম্বের বৃক্ষে॥
জলে খেলা সমাপন, সাঙ্গ রঙ্গের আলাপন,
সবে তখন আপন বস্ত্র লতে যায়।
দেখে বস্ত্র নাই ঘাটে,
সবে বলে কি বিপদ ঘটে,
অগ্নি সবে পাছু হাঁটে, তটে উঠা দায়॥
॥ ব্যস্ত সব গোপিকায়, কে কোথা সুধাবে কায়,
মৃত্যু সম শঙ্কায় বলে মা কি হলো।
ঘাটে রয়েছে ঘটা ঘোর, করে চক্ষের অগোচর,
কোথা হতে এসে চোর বস্ত্র লয়ে গেলো॥
কেন্দে বলে এক নারী, দুঃখ লো সহিতে নারি,
কালী কিনেছি লালকিনারী ষোল টাকা দামে।
কেউ বলে মোর নীলবসন,
ভূষণকে করে ভূষণ,
শত টাকায় গত সন, কিনেছি ব্রজধামে॥
কেউ বলে মোর মলমল,
সুতো অতি সুকোমল,
পরিলে পরে ঝলমল, অঙ্গখানি হয় লো।
কেহ বলে মোর বুটোতোলা,
সুতো তার টাকা তোলা,
রেখেছিলাম করে তোলা আটপহরে নয় লো॥

কেউ বলে মোর জামদানী,
এ দেশে নাই ইদানী,
আর তেমন আমদানী এখানেতে নাই লো।
কেউ বলে মোর গোটাদার,
হায় হায় তার কি বাহার,
দেখতে অতি চমৎকার, আঁচলা সমুদায় লো॥
কেউ বলে মোর টেরচা ঢাকাই,
তেমন চিকণ আর দেখি নাই,
ঘুটোয় কিম্বা কৌটায় পোরা যায় লো।
কেউ বলে মোর গুলদার,
তার কথা কি বলিব আর,
শোকে কান্না পায় আমার,
সিপাইপেড়ে বড় কল্কা তায় লো॥
কেউ বলে মোর বালুচরে,
কিনেছিলাম কত করে,
কেউ বলে মোর বারাণসী চেলি।
কেউ বলে ভাল তসর, দেখতে অতি সুন্দর,
এইরূপেতে পরস্পর করে বলাবলি॥
কেউ বলে আর বলিব বৃথা,
তেমন কাপড় আর পাব কোথা,
মনে কল্লে দুঃখেতে বুক ফাটে।
কেউ বলে দুঃখ কত বাখানি,
যেমন গেছে আমার খানি,
দিতে পারে না কোন দোকানী এই মথুরার হাটে॥

করে বিবিধ সন্ধান, করে চোরের সন্ধান,
বৃক্ষে হাসেন কৃপানিধান গোলোকের প্রধান।
সন্ধান দিবার তরে, বাঞ্ছা হরির অন্তরে,
নৈলে কে সন্ধান করে, যাঁর বেদে নাই সন্ধান॥
নদীতটে কদম্বতরু, তাতে লম্পটের গুরু,
বসে বাঞ্ছা কল্পতরু, বসনগুলি বামে।
এক রমণী যমুনায়, অধোবদনী ভাবনায়,
দৈবযোগে দেখতে পায় প্রতিমূর্ত্তি শ্যামে॥
অনুমান করিয়ে ধরে, জলমধ্যে জলধরে,
দেখে ধড়া চূড়া ধরে, অধরেতে মোহন মুরলী॥

ঊর্দ্ধমুখী হয়ে অমনি, আরবার দেখে রমণী,
বৃক্ষে বসে চিন্তামণি, লয়ে বসনগুলি ॥
দৃষ্টি করি কেশবে, ধনী মনের উৎসবে,
অভয় দিয়ে বলে সবে, আর কেন্দো না থাক।
বসনের উপায় করেছি,
কাছে থাকৃতে কেন্দে মরেছি,
ওলো দিদি চোর ধরেছি ঐ দেখ ॥

সুরট—কাওয়ালী।

হায় হায় লজ্জায় প্রাণ যায়,
গিরিজায় পূজে পতি পাব অবিলম্বে।
সেই নবীন চোর, নবীন কিশোর,
ঐ যে গোবিন্দ লইয়ে বসন উঠেছে কদম্বে ॥
আছে কি ভাবে মত্ত হয়ে, রাধার বস্ত্র লয়ে,
আছে রাধার নাম অবলম্বে ॥
রমণী দুঃখে ভাসে, ও গিয়ে বৃক্ষে হাসে
সুখ আশে পড়েছি বিড়ম্বে ॥
হরি করি সাধ, হরিষে বিষাদ,
আছে আর কি কপালে মোদের এইতো আড়ম্বে
দাঁড়ায়ে গোপী নদীতটে, বস্ত্র নাই কটিতটে,
ধটী সম করিয়ে বাম করে।
পয়োধরে ঢাকিয়ে কেশে,
ডাকিয়ে কয় হৃষীকেশে,
অম্বর বিতর পীতাম্বরে ॥
কেহ বলে ওহে বিজ্ঞ, কর কি হয়ে ধর্ম্মজ্ঞ,
কেহ বলে বঁধু হে ফিরে চাও।
আমরা ভাবি প্রাণাধিক,ধিক্ তোমারেধিক্ দিব,
আর কেন অধিক লজ্জা দাও ॥
কেহ বলে ওহে কানাই,এ দেশে কি রাজা নাই,
মনে করেছ অরাজকের পুরী।
,বাল যদি কংসরাজায়,এখনি তোমায় লয়ে যায়,
হাতে আর পায়ে দিয়ে ডুরী ॥
পরনারীর পরণে বাস, পথে হর হে পীতবাস,
দিই যদি হে সম্ভ্রমের দাবী।

বাঁশী যাবে হাসি যাবে,চূড়া যাবে চূড়ান্ত হবে,
বিকিয়ে যাবে ঘরকন্না ডাকিয়ে লবে গাভী ॥
চরণে নূপুর ব্যবহার, হবে চরণে কতে প্রহার,
দোঁহায় লোহার হুড়ি দিবে।
ঘুচিবে সকল সুখবিহার,
তখন কি আর মাখন আহার,
আহারকালে আহা বলে কান্দিবে ॥
বাঁকা নয়ন দেখিয়া যেমন,
ভুলিয়েছিলে আমাদের মন,
কংস রাজা ভুলিবে না হে তায়।
সে যখন তোমাকে ধরিবে,
বাঁকা তোমাকে সোজা করিবে,
তাইতে বলি ধরি দুটী পায় ॥
এখন হরি দাও হে বস্ত্র, দিয়ে ৫হে লজ্জা-বস্ত্র,
নাসা কেটেছ গলা কেটো না আর।
শুনে,তরুপরে মুখ ফিরান,তরুণীপানে নাহি চান,
ভবনদীর তরণী পদ যার ॥
কে যেন কাহাকে ডাকে,কালা যেমন শত ঢাকে,
শব্দ হ'লে শুনিতে নাহি পান।
পুলকে প্রসন্ন শরীর, অন্যমনে কিশোরীর,
গুণ গুণ করিয়ে গুণ গান ॥

বিভাষ—ঝাঁপতাল।

রাখ রে কথা ডাক রে মম বাঁশরী সদা কিশোরীকে
ভবে মুক্তি দেন সদা অপরাধীকে রাধিকে ॥
বৃষভানুর নন্দিনী, ভানু শশীর বন্দিনী,
পদ তরুণ ভানু জিনি,
ভানুজভয়হারিকে ॥
তোরে দিয়াছি আমি রাধামন্ত্র,
দেখ যেন হও না ভ্রান্ত, রেখ কান্ত বলবন্ত,
ছলনা প্রতিবাদীকে ॥
কত গুণ ধরে শ্রীমতী,গুণাতীত সেই গুণবতী,
গতিহীন কুমতি দাশরথিরে গতিদায়িকে ॥

চেতন নাই বাঁশীযোগে, হরি যেন বসেছেন যোগে
কে করে কপটযোগভঙ্গ।
গোপী কাঁপিছে থরহরি, বলে ওহে নরহরি,
হায় হায় হাসালে বৈরঙ্গ॥
মন দৃষ্টি আগে পাছে, কেউ বনে দেখিবে পাছে,
উরু কাঁপিছে গুরুজনশঙ্কায়।
মাটী হ'য়ে ছিল মাটীতে, নিরাশা হ'য়ে ঝটিতে,
পুনঃ সবে জলে গিয়ে দাঁড়ায়।
অর্দ্ধকায় রাখি জলে, উর্দ্ধকরে গোপী বলে,
কি কল্লে হে জলদ-বরণ।
আর কেন মরি গুমরি, বললো জলে ডুবে মরি,
মলে বাঁচি বাঁচিলে মরণ॥
এইরূপে রোদন করি করিছে কেশবে সবে।
কুটিলে জটিলে বধূ প্রাণ কি তার রবে রবে॥
তুমি কান্ত হলে অন্তে পাব শাস্ত্রগতি গতি।
তাইতে দেবী পূজে আমরা চেয়েছি
গোকুলপতি পতি॥
কাত্যায়নী দিলেন ভাল গুণের সরোবর বর।
পরণের বসনখানি দিয়ে বিপদ হর হর॥
আমাদের হাসায়ে শশী মুখখানি যে হাসি হাসি
বধে রাধাকে রাধা বলে বাজাচ্ছ
গোকুলবাসী বাঁশী॥
লজ্জায় রাধার দেহে প্রাণ বুঝি কানাই নাই।
আমরা তো হারাব প্রাণ আগে বুঝি হারাই রাই
তটেতে উঠিতে নারি প্রাণতো লজ্জায় যায়।
জলে বা কতক্ষণ বাঁচি সন্নিপাত যোগায় গায়
নগ্নবেশে বাসে গেলে হাসিবে শত্রু পায় পায়।
কর চিন্তামণি যাতে অধীনী উপায় পায় পায়॥

সরফর্দা—কাওয়ালী।

তোমার এ কেমন বাসনা হরি।
কুলবধূর নিলে বাস হরি,
কিরে কতক্ষণ জলে বাস করি আর,
যাব আমরা বাস, ওহে পীতবাস,
বাস দিয়ে বাজাও বাঁশরী॥

শীতে হৃদি শীর্ণ জলে কাঁপে কায়,
কর কি হে জলদকায়,
রমণী বিবশে দহে, এ রসে পৌরুষ কি হে,
এই যে শুনিলাম তুমি রাসবিহারী।
কত সাধের সাধনা ফেলিয়া সাধিলায়,
সাধ না পুরালে হে প্রাণ,
অধীনীদের হবে কান্ত,
তাতো হলো না হে একান্ত,
অধিকন্ত এ কি হে লাজে মরি।
গোপিকার কত প্রকার শুনিয়ে বিলাপ।
গুণমণি কন অমনি করি আলাপ॥
মোর জন্যে গোপকন্যা কল্লে তোমরা ব্রত।
তাইতে আমি হইতে স্বামী হয়েছি বিব্রত॥
এই যমুনায়, কত লোকে নায়,
তোমরাও এসে নিত্য।
বসন ফেলে, সকলে মিলে,
জলেতে কর নৃত্য॥
তা করে দরশন, লতে বসন,
আমি এসেছি সই।
প্রাণ না দিলে, না সাধিলে, আমি কি কথা কই
লজ্জা দিলে, বলে সকলে, বলিছ নানা কথা।
স্বামীর কাছে, লজ্জা আছে, রমণীর আবার কোথা
স্বামীতে যদি, হয়ে আমোদী, নারীর বস্ত্র হরে।
সেই দোষে কি, হাঁহে সখী, রমণী নালিশ করে॥
কংসে কয়ে, আমাকে লয়ে, বাঁধবে কারাগারে।
সে কখন, হয়ে বামন, চাঁদ ধরিতে পারে॥
বেঁধেছে বলী, ভক্ত বলি, বাঁধা থাকি তার বাসে।
রাম অবতারে, রাবণ আমারে,
বেঁধেছিল নাগপাশে॥
বেদে ব্যক্ত, সে যে ভক্ত, বৈকুণ্ঠের দ্বারী।
যে পারে চিনতে, সে পারে বাঁধতে, আমারে
ব্রজনারী॥
বাহুবল কর, বাঁধা দুষ্কর, এত বল কে ধরে।
তোমরা দেখ সদা, মোরে যশোদা,
অনায়াসে বন্ধন করে॥

খসিয়ে পুত্র,পাকিয়ে সূত্র,দেখ দেখ সে মিছে।
সে তো সূত্র নয় আর অন্য সূত্র পূর্ব্বে আছে॥

খাম্বাজ—তেতালা।

তোমরা দেখ সখা আমারে যশোদা বাঁধে সখী।
সে কি তার কর্ম্ম,আমি যে ব্রহ্ম, তা জানে কি।
যাকে রক্ষা করে, পুণ্য ডোবে,
আমি আপনি বাঁধা থাকি॥
কে বাঁধে সই আমায় কবে,
জীবের জীবন গেলে পরে,যখন শমন বন্ধন করে,
আমায় ডাকিলে পরে,বন্ধনে ত্রাণ পায় পাতকী
যুগে যুগে সঁপিয়ে মন,যোগসূত্রে পাকায় যে জন
সেই বান্ধে হে সুধাংশু-মুখি!
যোগেতে না সঁপিলে মতি,বান্ধিবিরে দাশরথি,
ভক্তি রজ্জুর নাইকো সঙ্গতি,
আমি তাইতে তোরে অপার ভববন্ধনে রাখি॥
বরং তোমরা বান্ধ, ভক্তি-ফান্দ,
পেতেছ করি ব্রত।
তোমরা বান্ধিবে মনে, আমি তা জেনে,
হাতে বেঁধেছি সুত॥
ইহার সাত পাক আছে. এক পাকেই যে,
পার না পিরীত রাখ্‌তে।
যাকে চলিতে বাজে, সে যেন সাজে,
জগন্নাথ দেখ্‌তে।
আর মিছে কি কান্দ, আটকে বান্ধ.
আটকে রাখিলে থাকি।
যদি বাঁধনী করে, বাধ আমারে,
তবে দিয়ে যাই ফাঁকি॥
যদি পাকা করি, পাকিয়ে ডুরী.
বান্ধ আমারে শক্ত।
তবেই আমোদের, দিন তোমাদের,
সকল বিপদ মুক্ত।
কেন সকলে, দাঁড়ায়ে জলে,
কর্ক্কশ বৃদ্ধি কর।
গা তুলে উঠে, এসো নিকটে,
বসন দিচ্ছি পর॥
জলে ঢেকে কায়, লুকাইকে কায়,
লাজ দেখে রবি লাজে।
মোর কাছে কি, ও বিধুমুখী,
লুকালুকি কাজ সাজে॥
ইন্দ্র যেমন, লুকিয়ে গমন,
করে অহল্যার ঘরে।
অহল্যা সতী, দিত কি রতি,
স্বামী না জান্‌লে পরে॥
গোপন করি, মন্দোদরী-
পুরে যায় বানর।
জানিলে ফাঁকি, সতী দিত কি,
পতির মৃত্যুশর॥
আবার সেই বানরে, চাতুরী করে,
মায়া-বিভীষণ হরে।
মহীরাবণ, পাতাল ভুবন,
রামকে যায় লয়ে॥
ও সুন্দরী, করে চাতুরী,
লোকে লুকাতে পারে।
ত্রিসংসারে,কেহ না পারে,লুকাতে আমারে॥
অখিল পুরী, সব আমারি শরীর সমস্ত
আমি জীবের জীবন, চক্ষু কর্ণ পদ হস্ত॥
জলে অঙ্গ, ঢেকে রঙ্গ, কর কি ব্রজাঙ্গনা।
ভেবেছ বানাই,ছলে বুঝি নাই,তা মনে কর না।

ললিত—একতালা।

জলে স্থলে রই, আমার অন্ত কই,
অন্তরীক্ষে আমি আছি হে সখী।
কে পায় অন্ত মম, অনন্ত মোর নাম,
অন্তরীক্ষে জীবের অন্তরে থাকি।
আমি ভিন্ন স্থান লুকাবে কি রূপ,
অপরূপ, আমার নামটী বিশ্বরূপ,
নৃসিংহরূপে, দনুজ ভূপে,
নাশিতে হে আমি স্তম্ভমধ্যে গিয়ে প্রহ্লাদে
রাখি॥

গোপী বলে হে অন্তর্যামী অনন্তভুবনের স্বামী,
অনন্ত রূপ বেদে কয় সবাই।
শুনেছি আছ সর্ব্বঘটে চক্ষে দেখিলে লজ্জা বটে,
জলে আছ তায় চক্ষু-লজ্জা নাই॥
দিগম্বরী হয়ে তটে, কামিনী কেমনে উঠে,
যামিনী হইলে শোভা পায়।
দিও না বৈবস্ত্র ডেকে, দেও হে অঙ্গ বসনে ঢেকে,
অঙ্গনা সব অঙ্গনেতে যায়॥
শুনেছি যজে স্তব পায়, সখাভাবে মোক্ষ পায়,
লক্ষণেতে তা লাগে না হে ভাল।
প্রণয়বাসনা প্রাণপণে, লোকে না শুনে
সংগোপনে,
করি আমরা কৃষ্ণপ্রেমের ব্রত।
কেবল আমরাই করিব দৃষ্ট, পুরাইবে মনোভীষ্ট,
আর কারু হবে না দৃষ্ট, লুকাইয়ে রাখিব কৃষ্ণ,
ইন্দ্রমন্ত্রের মত॥
ইষ্টসিদ্ধি না করিয়ে, অন্তরের অন্তরে দিয়ে,
কল্লে যখন বৃক্ষোপরে বাসা।
বুঝিলাম জলদরুচি, প্রেমে হলো না রুচি,
অরুচির ভোজন কর্ত্তে আশা॥
আবার, কপট রসিকতা কত,
বল্লেন হাতে বেন্ধে এসেছি সুত,
আবার, বলিছেন সাতপাক আছে বাকী।
এক পাকে যে ঘোর বিপাক,
নারি আমরা এই পাক,
পরিপাক কত্তে কমল-আঁখি॥
সাতপাক আর বলে কাকে, ঘুরাচ্চ পাকেপাকে
কই হে বধু পাক সমাপন করিছ।
ভাল পাকাপাকে ফেলে, এই বসন দিচ্ছ বলে,
এখন তুমি চোদ্দ পাক দিচ্ছ॥
আবার বল্লে শুন নধি, জগন্নাথ দেখতে যদি,
চলিতে বাজে সাজে কেন তায়।
আছে অন্তকালে কালের ফাঁদ,
কার ভয়ে হে কালাচাঁদ,
চাঁদমুখ দেখতে কষ্টে যায়॥

সেই জগন্নাথ দেখিব বলে,
কত কষ্টে এসে চলে,
আঠার নালাতে বুঝি মরি।
পড়ে রৈলাম যে ভোগেতে,
ভোগনিবারণ জগন্নাথে,
এ ভোগ থাকতে ভোগ দিয়ে কি করি॥
আমরা তোমায় ধন মন দিয়েছি হে
মনোমোহন,
জীবন যৌবন কুল শীল।
তোমাকে ভজিতে দয়াময়, ঘরকন্না সমুদয়,
দয়েতে দিয়েছি দয়াশীল॥
হরি কন হাসা করে, সব ধন দিয়েছ মোরে,
যদি তোমরা আমার লাগিয়ে।
সকল ত্যাগ করেছ ধনী,
তবে কেন ত্যাগ করিছ প্রাণী,
ত্যাগ করা বসনগুলি দিয়ে॥
মন প্রাণ যার আমার উপরে,
সে কখন কি বস্ত্র পরে,
সে কি ধনী ঘরেতে করে ঘর।
কুবের যার ভাণ্ডারী, পরনে নাই বস্ত্র তারি,
সে কি বস্ত্রাভাবে দিগম্বর॥

বিভাষ—খয়রা।

ধনি মম ভক্ত কৃত্তিবাস।
করে বাসনা পীতবাস,
বাস নাহি পরে,
ঘরে বাস নাহি করে,
শ্মশানবাসেতে বাস॥
শুন নাই কি তোমরা সুন্দরী সকলে,
শুকদেব জন্ম লয়ে ধরাতলে,
না করে বস্ত্রধারণ,
কেবল আমার কারণ,
ধারণ করিলেন সন্ন্যাস॥
মাতৃগর্ভে যদিন থাকে বস্ত্রশূন্য,
সে কদিনতো জীবের থাকে হে চৈতন্য,
হইলে ভূমিষ্ঠ, সে চৈতন্য নষ্ট,
নানা সুখের অভিলাষ॥

বাসে বাসত্যাগী নয়, রতনেতে রত,
বসনের বশ নহে জ্ঞানী যত,
ত্যজিয়ে অম্বর, স্মরিলে পীতাম্বর,
গোলোকবাসেতে বাস ॥
একমাসকাল কাত্যায়নী-পূজা করে গোপিনী ।
সে কথা ছিল না কিছু গোকুলে জানাজানি ॥
বস্ত্র যে দিন হরিলেন হরি যমুনার ঘাটে ।
মন্দকথার গন্ধ পেলে অতি শীঘ্র ছোটে ॥
অতি শীঘ্র যেমন ধারা নূতন চোরকে ধরে ।
অতি শীঘ্র যেমন ধারা ভেদের রোগী মরে ॥
বেলেমাটীতে বৃষ্টি যেমন অতি শীঘ্র শোষে ।
কচি খেতে নিদ্রা যেমন অতি শীঘ্র এসে ॥
ক্ষুদ্র গাছে ফল যেমন অতি শীঘ্র ফলে ।
অতি শীঘ্র পরমায়ু যায় দিনাজপুরের জলে ॥
বঙ্গদেশী লোক যেমন অতি শীঘ্র রাগে ।
নিদ্রাকালে কুক্কুর যেমন অতি শীঘ্র জাগে ॥
অতি শীঘ্র যেমন মুনিমন্ত্রের গুণ ।
অতি শীঘ্র ধরে যেমন বারুদে আগুন ॥
সুজনে সুজনে যেমন অতি শীঘ্র ঐক ।
ঘর-বিবাদে যান যেমন অতি শীঘ্র লক্ষ্মী ॥
অতি শীঘ্র যেমন ধারা ধনুকে বাণ ছোটে ।
পশুপতির দয়া যেমন অতি শীঘ্র ঘটে ॥
ক্ষণে ক্ষণে পিরীত যেমন অতি শীঘ্র চটে ।
তেমনি ধারা মন্দকথা অতি শীঘ্র রটে ॥
বাদ বল হরি হরিলেন গোপিকার বাস ।
এ কথা শুনিলে লোকের গোলোকেতে বাস ॥
এ তো দুষ্টকথা নয় রাষ্ট্র কেন তবে ।
বলি তার সবিশেষ শুন বিজ্ঞ সবে ॥
ভূলোকে গোলোকের হরি সবে জানে কি মর্ম্ম
কেহ জানে নন্দের পুত্র কেহ জানে ব্রহ্ম ॥
এক বস্তুর উভয় গুণ পাত্রভেদে পায় ।
যোগী যেমন মধুররসে নিম্বপত্র খায় ॥
তিক্ত বলে ত্যক্ত তাতে হয় লোক যত ।
দেবের দুর্লভ ঘৃতে মাক্ষিকা বিরত ॥
জানে কি সামান্য জনে শ্যামের সমাচার ।
ভেকে যেমন ত্যজ্য করে ফেলে মুক্তাহার ॥
ভাবুক বিনে এ ভাব কে বুঝিবে আর ।
তোমরা ভেবে অত্যাচার করিতেছ প্রচার ॥
এক রমণী চিন্তামণির প্রেমে বঞ্চিত আছে ।
দ্রুতগামিনী হয়ে কামিনী কহে কুটিলের কাছে
দেখেছি কালিকে, ভজিতে কালীকে,
ব্রজ-রমণীগণে ।
দেখে বড় ভক্তি হয়েছিল মনে ॥
ধনী নব-বয়সী, ভব-মহিষী,
পূজা করে সে ভাল ।
আজিকার কীর্ত্তি দেখে আমার চিত্ত চটে গেল
উপরে সরল, ভিতরে গরল,
ব্রত করা সব বৃথা ।
কপট আয়োজন, শ্যামকে ভজন,
শ্যামকে লয়ে কথা ॥
ও কুটিলে কথা রটিলে মুখ দেখান ভার ।
বধূ হে পাড়ায়, কোথা বেড়ায়,
তত্ত্ব রাখ না তার ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী ।

তোদের কুলবধূর গুণ কি শুনি গোকুলে ।
এত দিন পূজে কালীকে,
আজি কালাকে ডাকে,
কুলে কালী মাখে কালিন্দীর কূলে ॥
আছে কত শঠ তাতে,
বেড়ায় তাদের সাথে সাথে,
করে বাদ ভুজঙ্গ আর নকুলে ॥
তিল পেয়ে করে তাল,
নাচে দিয়ে করতাল,
হলে তাল ধরিবে তাল কি বলে,—
আছে কলঙ্কদায়, জীবন ধরা ধরায়
মিছে ধরাতলে ॥
এই কথা শুনিবামাত্র, কুটিলের দুটী নেত্র,
কপালে কোপানলে,—

দণ্ডিতে শ্রীরাধায়, সেই দণ্ডে অমনি যায়,
যমুনার ধারে গিয়ে বলে ॥
ওলো কলঙ্কিনী সব, হয়ে মত্ত সঙ্গে কেশব,
ঘটা করে ঘাঁটালি ঘাটে আসি।
গোকুলে কুল কুল ধ্বনি, তিন কুল ব্যাকুল শুনি,
প্রতিকূল তাহাতে প্রতিবাসী ॥
কুল ডুবালি অকূলে, শীলের গলায় বেন্ধে শিলে,
কুলে শীলে একত্রে দিলি ফেলে।
গৌরব একটা বসেছিলি, রসাতলে সে রস পাঠালি,
জাতি খোয়ালি নয়ে যশোদার ছেলে ॥
মানের কাছে কি মাণিক্যের তোড়া,
এখন মানের উপরে গোড়া,
টান দিয়ে ফেলি'ল যোজন শত।
মান গেলে গা জ্বলে যত
মানের পাতে বায়না তত
মানটা গেলে প্রাণটা যেন ঘণ্টানাড়ার মত ॥
এখন ঐ জলেতে ডুবে মর,
তবে তোদের রয় গুমর,
আমরা হই দৃষ্টিপোড়ায় মুক্তি।
আর পারি নে ঘরে যেতে,
আর কি গ্রহণ করিবে জেতে,
শমনপুরে যেতে এখন যুক্তি
আবার কয় শুন বলি, ওলো বৃন্দে চন্দ্রাবলী,
ছি ছি যদি কুলত্যাগী হলি।
যা ভজে পণ্ডিত নরে, পড়ে এক রাখালের করে
কেন এমন ধারা অপথাতে মলি ॥
পরকাল মজিয়ে রসে, যারা মজে পর-পুরুষে,
কিছু কাল ত পরম সুখে থাকে।
নানা আভরণ দিয়ে গায়,
মন দিয়ে তার মন যোগায়,
মন্দের ভাল বলা যায় না তাকে ॥
কোন পথে না চাল্লি কই, ঐহিকের সুখ কল্লি কই,
নন্দসুতের করে আরাধনা।
বুচালি ঐহিক পরমার্থ,
দিন কতক সুখ হতে পারিত,
পাত্র বুঝে কল্লে বিবেচনা ॥
ও জ্ঞানবান্ কি গুণবান্, ধনবান্ কি বলবান্,
বল দেখি কোন্ বান্ কানাই।
কিম্বা সুপুরুষ অতি, যাহাতে মজে যুবতী,
তার কোন চিহ্ন দেখি নাই ॥
পিরীতের পদ্ধতি, প্রায় ষোড়শ পাত পুঁথি,
যে পড়ে তার সঙ্গে পিরীত সাজে।
ও পড়েছে কোন্ টোলে, ওরে দেখে মন টলে,
গেল তোদের কি বিদ্যা বুঝে ॥

বাহার—খং

আহা আই লাজে মরে যাই।
প্রেম কল্লি কার সনে।
সে যে অবোধ নন্দের গোপাল,
বনে চরায় গোপাল, সে কি পিরীতি জানে ॥
ছি ছি বৃন্দে তোদের এ কি নিন্দে হলো,
অকূল মাঝে তোদের অঙ্গদেবীলো ডুবিলো,
পাড়ার বিপক্ষে জাগাবি,
কালার মন যোগাবি,
সে চরায় গাভী,
তার গুণ পাবি কেমনে ॥
এ কি চিত্ত তোদের হলো চিত্ররেখা,
এ ছার জীবন আর রাখা,
কাজ কি লো বিশাখা,
ত্বরায় অগ্নিকুণ্ড জ্বাল,
যা লো যা লো বৃষভানু-সুতা ভানুসুত-ভবনে ॥
কুটিলে নানা ছলে বলে, রাধার অঙ্গ জলে জ্বলে,
জলদাঙ্গ প্রতি ব্যঙ্গ শুনে।
কহে রাধাচন্দ্র বিনি, রাধা দায় কি দুঃখে প্রাণী,
রাখাল বল ননদিনী কোন্ জনে ॥
ননদী গো ও রাখাল, শুধু নয় গো রাখাল,
জগতের রাখাল ব্রজে শুনি।

সব পশু গুরু গোচরে, না চরালে কেবা চরে,
চরাচরে চরান চিন্তামণি ॥
ও রাখাল নয় জগতের রাজা
জেনে চরণ করেছি পূজা,
যে চরণে জন্ম ভাগীরথী।
দেখ যে চরণ লাগি, সদাশিব সদা যোগী,
ব্রহ্মা আদি পূজেন সুরপতি ॥
সে চরণ পূজেছি আমি, কি করে জানিবে
তুমি,
অন্ধে কি মাণিক চিনিতে পারে।
বানরে স'পিলে মতি, মতিতে তার হয় না
মতি,
দুর্মতি দুর্গতি নানা করে ॥
যদি বল কই পূজার দ্রব্য, কুসুমাদি করি সর্ব্ব,
পূজিতে হয় নানাবিধ ধনে।
আমাদের চিত্ত সকল নির্ম্মল গঙ্গার জল,
জেনে পাদ্য দিয়াছি চরণে ॥
কুলের সৌরভ ছিল, সুগন্ধি চন্দন হলো,
যদি বল পুষ্প কোথায় পেলাম।
ছিল যে দ্বাদশদল হৃদিপদ্মে, পুষ্প করি সেই পদ্মে,
পদ্ম-আঁখির পাদপদ্মে দিলাম।
লোকে এক দীপ দেয় পূজার বেলা
আমরা পূজিতে কালা, সপ্তদ্বীপে করেছি আলা,
মনে যদি ভাব।
যে ভজনে হরি বাধ্য, ভক্তি করে নৈবেদ্য,
শুনেছি ভক্তিপ্রিয় মাধব ॥
নয়নদুটী বক্র করি, এলো একটা চক্র করি,
যেমন চক্র ধরে এসে ফণী।
আমি আর কি মানি তোর চক্র,
ভেদ করেছি ষটচক্র,
হৃদয়ে ধরেছি চক্রপাণি।
সামান্য পূজা যে জন করে,
শ্যাম কি সদয় তার উপরে,
ষোড়শ উপাচারে শ্যামকে দিয়েছি সমভাগে।
বস্ত্র কি হরিলেন হরি আমারই বস্ত্র প্রদান
করি ॥
ষোড়শউপচারে বস্ত্র লাগে ॥

যদি বল এই কথা, বস্ত্র দিয়ে পূজে দেবতা,
আপনার বস্ত্র ত্যাগ করে কোন্ জন।
জগন্নাথকে যা দেয় নরে,
তাই কি ফিরে ব্যাভার করে,
সেটা ত্যাজ্য জনমের মতন ॥
আবার বলে ভগবান্, নয় গুণবান্, জ্ঞানবান্,
নয় রসবান্ ও নয় যশোবান।
ও নয় যদি কোন বান্, তবে ত পেলেম
নির্ব্বাণ,
আমাদের কপাল বলবান্ ॥
কথা জটিলে বুঝিতে পারে, কুটিলে বুঝিতে নারে,
তুমি তত্ত্ব বুঝিবে কেমনে।
সার কথা ধর সবে, ছল কল কি কারণে,
মন দেও হরির চরণে ॥
আবার বল্লে ডুবে মর, ডোবা অতি দুষ্কর,
না ডুবিলে কি জানা যায় হরি কি গুণযুক্ত।
শ্রীকৃষ্ণের প্রেমার্ণবে, যে না ডোবে সেই ত ডোবে,
যে ডোবে সে ডুবে হয় মুক্ত ॥
যদি পাতালে মাণিক থাকে,
না ডুবিলে কি পায় তাকে,
ও ননদী পাতাল কত দূরে।
আমি একবার ডুবে দেখিব,
কারো কথা না গায়ে মাখিব,
যাও যাও কলঙ্কিনী নাম রটাও গে ব্রজপুরে ॥

ভৈরবী—একতালা।

ননদিনী বলো নগরে।
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী, কৃষ্ণকলঙ্ক-সাগরে।
কাজ কি গোকুল, কাজ কি গো কুল,
ব্রজকুল সব হউক প্রতিকূল,
আমি ত স'পেছি গো কুল, অকূলকাণ্ডারী-করে,
কাজ কি বাস কাজ কি বাসে,
কাজ কেবল সেই পীতবাসে,
সে থাকে যার হৃদয়বাসে,
সে কি বাসে বাস করে ॥

নবীনচাঁদ ও সোণামণির দ্বন্দ্ব

শ্রবণে বড় আনন্দ, নারী পুরুষের দ্বন্দ্ব,
পেতে নানা রসের কথার ফাঁদ।
বালীর উত্তরপাড়ায় বাড়ী, জেতে কায়স্থ উত্তরাঢ়ি,
নামটী তাঁর নবীনচাঁদ ॥
বড় রসিকা তাঁর রমণী, নামটী তাঁর সোণামণি,
বর্ণ ভাল কাঁচা সোণা চেয়ে।
নাই যৌবন হৃদয়পরে, তবু স্বামী তায় আদর করে,
ভাল শান্তিপুরের মেয়ে ॥
এক দিন দুইজনে, নিশিযোগে নিজনে,
শয়ন-মন্দিরে পালঙ্কপোষে।
কন্দর্পের ঘুচায়ে দর্প শেষে হয় রসের গল্প
দুজনে আনন্দে খাটে বসে ॥
কহিতেছে সোণামণি, বল দেখি গুণমণি,
দেখি তোমার কেমন বিচার।
নারী পুরুষ দুইজন, বিধি করেছে সৃজন;
দুয়ের তুমি ব্যাখ্যা কর কার ॥
নবীনচাঁদ কহে প্রিয়ে, মোকদ্দমা সমর্পিয়ে,
দিলাম তোমাকে তুমি বিচার কর।
রমণী কয় ভয়ে জানাই, পুরুষের গুণ কিছু নাই,
আমার বিচারে নারীর ব্যাখ্যা বড় ॥
নারী অতি প্রশংসার, নারীর নামে এ সংসার,
নারী নইলে সকল অন্ধকার।
যদি ইন্দ্র তুল্য পুরুষ হয়, দ্বারে রথ হস্তী হয়,
শোভা না হয় নারী নাইকো যার ॥
নারী নাই ঘরে যার, দ্বারে কপাট বন্ধ তার,
দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হয় কেবল।
ভিক্ষা পায় না বৈরাগী, নয় হন নরকভোগী,
নারী নাই যার নাড়ীছাড়া ভাল ॥
নবীনচাঁদ কব ভয় ভয় যে লাগে,
উচিত বলিলে অমনি রাগে,
আগুন হয়ে আগুন লাগাবে চালে।
দোষ জেনে বলিতে পারি কই,
থাকতে নারি নারী বই,
কামরূপে পড়েছি বন্দীশালে।
হয়েছি নারী-পরায়ণ, নারীকে ভাবি নারায়ণ,
নারী হইলে ভুক্তি পাই কই।
নারী আপনার মান বাড়ায়ে,
পুরুষগুলোকে ঘুম পাড়ায়ে,
কলিযুগে হয়ে বসেছে জয়ী ॥
নারীর এখন তারি সুখ, টাকায় হলো নারীর মুখ,
পুরুষে হয়েছে বিধি বাম।
নারীর বুক ভারি তাজা, মুলুকে হলো নারী রাজা,
বিলাতে রাণী ভিক্টোরিয়া নাম ॥
বিশেষ বলিতে নারী প্রধান, পুরুষের ঘুচায়ে মান,
তুমি গেলে নারীর ব্যাখ্যা করে।
নারীর সঙ্গে সম্ভোগ পুরুষের নরক ভোগ,
দেখেছি আমি শম্ভুশতক পড়ে ॥
নারী কিসে প্রশংসার, সংসারে নারী অসার,
বিধাতা পুরুষ ভাল বাজীকর।
নারী ভেলকী দেখিয়ে ধাতা,
খেয়েছেন পুরুষের মাথা,
নারী কেবল নরকের ঘর ॥
ভক্তিতে দেয় না কালা কালা,
পরকালে পরম জ্বালা,
নারী রেখেছে মায়াফাঁদ পেতে।
নৈলে কত পুরুষ যেতো স্বর্গ, নারী পথের উপসর্গ,
নারিলাম পার হতে নারী হতে ॥

ইমন—একতালা।

নারীর জন্যে নারকী আমরা সমুদাই।
ত্যজিয়ে বালাই, দেখ নারদ সুখী সদাই,
সুখের সীমা নাই প্রাণের মুখে ছাই ॥
কুপথে কুমতে রত, কুচধারিণীরে যত,
কুচরিত হিতে করে বিপরীত,
সুসঙ্গ ভাঙ্গিতে রত, এমন আর নাই।
পর হয় রমণীর লেগে প্রাণের ভাই ॥

নবীনচাঁদের কটু ভাষায়,ধনী করে উপায় সায়,
সকলের মূল নারী হয়েছে ভবে।
নারীর গর্ভে প্রবেশিয়ে, শুকদেব ভবে আসিয়ে,
ভবপারের পথ পেয়েছেন ভবে॥
ভজনে যার ভক্তি থাকে,
নারী কি ভজন আটকে রাখে,
নারী কি রাখে লুকায়ে ভজনমালা।
নারীকে রেখে তপোবনে,
মুনিরে বসিতেন যোগাসনে,
কোন মুনির রমণী হলো জ্বালা।
পাণ্ডবদের ছিল নারী,হরি যে তার আজ্ঞাকারী,
সহায় হয়ে করেন শত্রুপাত।
বৃন্দাবলীর গুণের কারণ,
বলিরাজার মাথায় চরণ,
দিয়েছিলেন বৈকুণ্ঠের নাথ॥
নারীরে পতির গতি করে,
পতির সঙ্গে পুড়ে মরে,
নারী অশেষ গুণে গুণবতী।
নারীর দোষ কিছু নয়, কলির পুরুষ দুরাশয়,
ইহাদের ভজনে নাইকো মতি॥
সবারি গমন নারী পানে, কেউ মজেছে
সুরাপানে,
পরকাল মজাতে এখন নানারূপ কারখানা।
নারী কি বলেছে ভজো না কৃষ্ণ,
ডেপুটী কালেক্ট যীশুখৃষ্ট,
খেয়ে বসিলেন ইংরেজের খানা॥
ধর্ম্মকর্ম্ম ডুবিয়ে দয়,
অতিশয় নিদ্দয়,
পুরুষের কি শরীরে দয়া আছে।
কেহ দস্যু সিঁদেল চোর,
কেহ জুয়াচোর, কেহ গোচোর,
সব গোচর আছে যমের কাছে॥
পুরুষ তুল্য নয় কর্ম্ম, নারীর শরীরে আছে ধর্ম্ম,
নারীরা চরণ দেন না পাপের ফাঁদে।
নারী অতি সরলকায়া,শরীরে আছে দয়া মায়া,
পুরুষের দুঃখ দেখিলে নারী কাঁদে॥

নবীনচাঁদ কহে ওহে ধনি, ঐ কথা কি আমি
শুনি,
নারীর যদি দয়া মায়া থাকিত প্রাণে।
পুরাণে শুনেছি উক্তি, তবে কেন রাধাশক্তি,
শ্মশানে দেন সজীব সন্তানে॥
অদ্যাবধি সেই কু-রবে,
মা রাধা কেউ বলে না ভবে,
নারীর দয়া আছে কোন্ কালে।
দেখে, পূতনা মাগী ছলনা করে,
স্তনের মধ্যে বিষ পুরে,
মারিতে যায় যশোদার গোপালে॥
ভাগ্যে ছেলে ভগবান্, নৈলে ত হারাত প্রাণ,
এই নারীর শরীরে দয়া মায়া।
আর এক কথা বল দেখি,কেকয়ী মাগী কল্লে
কি,
শুনিলে পরে কেঁদে উঠে কায়া॥

আলেয়া—খং।

কোন্ পরাণে রামকে দিল বন।
যেমন পাষাণী কেকয়ী রাণী, পুরুষে কই
হে তেমন॥
জটা বাকল পরাইয়ে, পাষাণ হয়ে পাসরিয়ে,
রাণী রামকে বনে দিয়ে,বধিল পতির জীবন।
অর্দ্ধ-অঙ্গভাগী নারী, লোকে বলে সৈতে নারি,
তা হলে পর হতো নারীর পতির মরণে মরণ।
সোণামণি বলে ভাই, পুরুষের দয়া নাই,
নল-রাজা গেলেন যখন বনে।
সই দুঃখে দুখিনী হয়ে, স্বামীর শরণ লয়ে,
দময়ন্তী গেল তাঁর সনে॥
নল আপন ললনাকে, নিবিড় কাননে রেখে,
নিদয় হয়ে লুকাইল।
পুরুষ কি কঠিন রাম বাম, ছেলে হয়ে
ভৃগুরাম,
জননীর মুণ্ড কেটেছিল॥
পঞ্চমাস গর্ভবতী, সীতা সতী গুণবতী,
সদা মতিগতি রামচরণে।
এমনি রাম নিরদয়, হয়ে পাষাণ-হৃদয়,
পাঠান পাপিনী বলে বনে॥

শেষে সীতা-শোকে হয়ে মত্ত, তপোবন
করেন তত্ত্ব,
এনে সীতা করিলেন রাজ্য।
আবার কন শুন সীতে,আগুনে হবে প্রবেশিতে,
পরীক্ষা করিলে করি গ্রাহ্য ॥
শুনে দুঃখে মাটী বিদরে,নিদয় রামের অনাদরে,
পাতালে গেলেন সতী সাধ্যে।
বড় দুঃখ দিয়াছেন রাম, সেই অবধি সীতা নাম,
রাখে না কেহ সংসারমধ্যে ॥
কেকয়ী দেয় রামকে বনে,ও কথা শুনি শ্রবণে,
রামের যে দিন হবে রাজ্যভার।
শুনে সংবাদ দাসীর মুখে,কেকয়ীরাণী মনেরসুখে
দাসীর গলায় দিয়েছিল আপনার হার ॥
রাবণ বধিতে যাবেন রাম,মায়ের কলঙ্কিনীনাম
মায়া করে দিয়েছিলেন তিনি।
বনে দিয়ে রঘুপতি, সে ধনী বধে নাই পতি,
কেকয়ী অতি পতিব্রতা ধনী ॥
নারীর সম গুণ নাই হে প্রাণ,
পতির শোকেতে প্রাণ,
ত্যাগ করেছে কত পতিব্রতা।
বল দেখি আমাদের প্রতি,পুরুষ পাষাণ অতি
নারীর শোকে পুরুষ মরেছে কোথা ॥

সুরট—কাওয়ালী।

কত গুণের রমণী, শুন শুন হে গুণমণি।
পতিনিন্দা শুনে শ্রবণে,
ত্যজিলেন প্রাণ গিয়ে দক্ষালয়ে দক্ষায়ণী ॥
সত্যযুগে সত্যবান্, তার রমণীর গুণ শুন,
পরিপূর্ণ গুণেতে ধরণী;
একাকী গহন কাননে, কত বাদ করে
শমনের সনে,
মরি কি সাবিত্রী সতী,মৃত পতির দেয় পরাণী ॥
তখন, নবীনচাঁদ কয় তাদের তুলনা,
সে সব এখানে তাদের তুল না,
এখন সতী থাকিলে বুঝিতে পারি।
ছিল যখন সত্য ত্রেতা, তখন ছিল সতীত্বতা,
আর নাই সে পতিব্রতা নারী ॥
এখন আল্‌গা সোহাগ আর কি চলে কৌশিলে
গবর্ণমেণ্টের চূড়ান্ত বিচার হয়েছে শাস্ত্র খুঁজে।
প্রকাশ হয়েছে অত্যাচার,
আগুনে পুড়ে মর্ত্তে আর,
দেয় না কেবল অপমৃত্যু বুঝে ॥
এখন যে নারী স্বামীর বশ, সেটা নয় ভক্তিরস,
অন্য রসে পতির সেবা করে।
দ্বিজ কুলীন কি বৈষ্ণবে,সতী প্রভৃতি এই যেসবে
সকলের গুণ বলি এক এক করে ॥

(দ্বিজ কাকে বলি ?)

তাকেই বলি ব্রাহ্মণ, নাই শূদ্রের দানগ্রহণ,
সন্ধ্যা গায়ত্রী জপ তপ সদাই।
এখন রজতখণ্ড পেলে পরে,
বজক বলে কেবা ধরে,
কলুতে দিলে কলুষ তাতে নাই ॥
যদি মুদ্রা করে বিতরণ, মুক্তপাশ তিনি হন,
নিজধর্ম্ম নিজ গুণ ত্যজিয়ে তেজ হানি।
নৈলে দৈব ঘটিবে কেনে,
দয় মজায়ে দোয়াব কাননে,
মুখের আহার কেড়ে নয় কোম্পানী ॥

(কুলীন কাকে বলি ?)

কুলীন ছিলেন রাজা রঘু, ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ ভৃগু,
বিষ্ণু ঠাকুর বিষ্ণু তুল্য গণ্য।
ইহাঁরা দানে ছিলেন কল্পতরু,
সকল ব্রাহ্মণের গুরু,
আচার বিচারেতে নৈপুণ্য।
সে ধর্ম্মের নাইকো গুঁড়ো,
ফাঁকি দিয়ে গাছের মুড়ো,
ভুলাইয়ে যেখানে বকেয়া জাবী ভুলে।
পরিচয় দেন আমি কুলে,কিন্তু হাত দেননা কুলে
কুলে তো আর কিছু দেখিনে কেবল লেজটা
আছে কুলে ॥

———

(বৈষ্ণব কাকে বলি ?)

সদাশিব গুণমণি, বৈষ্ণবের শিরোমণি,
বৈষ্ণবী ভাগিনী বরে যাঁর।
শুনে কত জন্মে সুখ, বৈষ্ণব নারদ শুক,
আর কলিতে গৌরাঙ্গ অবতার ॥
উদ্ধারিতে পরিণাম, জীবকে দিয়ে হরিনাম,
তিনি বল্লেন হতে সর্ব্বত্যাগী।
তার প্রেমেতে হয়ে মত্ত, ত্যজে সংসারসম্পত্ত,
রূপ সনাতন হয়েছেন বৈরাগী ॥
এখনকার বৈষ্ণবের ধারা,যত বেটারা ধুমড়ীধরা'
ভজন নাই ভোজন ছত্রিশ জেতে।
ব্রাহ্মণের সঙ্গে করেন গোল
রামের সঙ্গে, রামছাগল,
নেড়া বেটারা চায় তুল্য দিতে
আরো দেখে লাগে দেক,হাড়ি বেটা লয়েভেক
প্রণাম করে না দ্বিজবরে।
গৌর বলে কোটালবেটা,কপ্নীপরে অগ্নি মোটা,
বেতে চুরি দিনে ভিক্ষা করে ॥
যিনি মাসুল-চোর জন্মদাগী,
ভেক লয়ে হন ভণ্ডযোগী,
আজি বৈরাগী আগে ছিল ডোম।
জেতের বাড়ী খান না ভাত,পাটাবল্লে কর্ণে হাত
জন্য জানি শূকর খাবার যম ॥

(সতী কাকে বলি ?)

পতি যার অতি দীন, অন্নহীন মানাহীন,
ছিন্ন-ভিন্ন পরণে জীর্ণধুতি।
দুঃখেরশেষ হেনব্যক্তি,তার নারীরযে পতিভক্তি
তাকেই বলি পতিব্রতা সতী ॥
নইলে, ভাতার যার সদর আলা,
বাড়ীতে দালান তেমহলা,
হাতিশালা ঘোড়াশালা,
শালায় গায়ে শাল-দোশালা থাকে।
মেগের গায়ে সোণা ঢালা, কণ্ঠমালা কাণবালা,
নানাজাতি গহনা দেয় তাকে ॥
আহ্লাদ হয়ে অতিশয়, দৈবে পতিভক্তি হয়,
কিন্তু এদের সতী বলিলে পরে।
বেশ্যা কেন সতী না হন, তারাও তো পেয়েধন,
উপপতির চরণসেবা করে ॥
অতএব সতী লোপাপত্য, এখন সব সম্পত্ত,
রসে বশ হয় হে রসময়ই।
পতি ধ্যান পতি জ্ঞান,পতিরে সামান্য জ্ঞান;
ছিল না যাদের সে সতী আর কই ॥

ললিত—তিমেতেতালা।

আর সে সতী নাই প্রাণ রে
সম্পদের ভাগী সব নারী।
সতী ছিল যখন, ভাবিতো তখন,
পতি ভবের কাণ্ডারী।
পূর্ব্বে সতী ছিল যেবা,
তারা করিত পতির চরণসেবা,
এখন পদে পদে প্রায় পদাঘাত,
পদে পদে দেকদারী ॥
সোণামণি বলে ভাই, তেমন সতী যদিও নাই
কিন্তু নারীর দোষ নাই, পুরুষের মত।
পুরুষের মুখে ছাই, দৌরাত্ম্যের সীমা নাই,
সর্ব্বদাই দুষ্টমতি রত ॥
পুরুষ পাষণ্ড ভারা, থাকে ঘরে বিদ্যাধরী,
মৃগনয়না নবীনে যৌবনী।
লইয়ে পরের পত্নী, যত বুড়টে গেছো পেত্নী,
পড়ে থাকে দিবস রজনী
মরুক্ কপালে ছাই,জেতের বিচারকিছু নাই,
দেখেছি কত ন্যায়-বাগীশের ছেলে।
বিক্রয় করে ঘরবাড়ী,তোদের বাড়ী গড়াগড়ি,
যমের বাড়ী যান না কেন চ.ল ॥
তাবে না আছে ভবনদী,পোড়াকপালেপুরুষবাদ
পরের নারী পথে দেখতে পায়।

মত্ত হয়ে তন্ত্র করে,জ্ঞান থাকে না ভূতে ধরে,
পাগল হয়ে বগল পানে চায় ॥
পরনারীর পয়োধর, ফাঁকে ফাঁকেদেখিলেপর,
পুরাণে বলে পরকালে হয় কাণা।
পরের নারীকে করিলে মন,
নরকে তারে ফেলে শমন,
অভাগারা সে কথা মানে না ॥
পরে চন্দ্রকোণা ধুতি, চন্দ্রহার পরে যুবতী,
পাড়ায় বেড়ায় যদি কেউ।
অভাগারা দেখে তাকিয়ে,
পাকে পাকে লাগে গিয়ে,
কাকে লাগে ফিঙ্গা যেমন,বাঘে লাগে ফেউ।
কিছু জ্ঞান থাকে না ঘটে,
নাইতে গিয়ে নদীর ঘাটে,
দেখেছি পোড়া পুরুষের কারখানা।
নারী পানে দৃষ্ট বই, ইষ্ট-পূজায় ইষ্ট কই,
পুরুষ আবার শিষ্ট কোন জনা ॥
কোথা বা বাপের তর্পণ, হরিপদে মন অর্পণ,
পোড়ারমুখোদের থাকে বা কোন্ খানে।
ধ্যান করে এক শিব গড়িয়ে,
মিছে মরেন ধ্যান পড়িয়ে,
প্রাণ পড়িয়ে থাকে নারীর পানে ॥
আড় চক্ষে চক্ষে চান,কোন্ যুবতী করে স্নান,
চিকণ ধুতি ভিজে উঠিতে পারে।
কারু দেখে গোলমল, প্রাণটা করে টলমল,
ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে ॥
স্নান করে উঠিলে পরে, চাঁদবদনী চুল ঝাড়ে,
ভিজে কাপড়ে রমণী ভাল সাজে।
হতভাগারা যত চায়, বুক দেখে বুক ফেটে যায়'
মনে মনে বসে বুকের মাঝে ॥
দৃষ্ট করে পরস্ত্রীকে,দৃষ্টিপোড়ার পোড়ায় মনকে
দুঃখে জ্বলে প্রাণ ফলে কিছু ফলে না।
এমন সুখের মুখে ছাই, ওহে কান্ত তুমিও তাই,
তাই তাই দিয়ে দোষ ঢেকো না ॥

ইমন —পোস্তা।

ফলে তো ফলে না বঁধু মন কলা খাও মনে২
চক্ষের কষ্ট,আঁখের নষ্ট,করে দৃষ্ট পরেরপানে॥
পুরাণে বলেছেন শম্ভু, মিছে আশা জলবিম্ব,
সাতালের ঘৃতকুম্ভ, ভেঙ্গে বিপদ ঘটাও কেনে॥
হেসে বলে নবীনচাঁদ,ও কর্ম্মেতে তোমরাফাঁদ'
সকলি জানি সতীত্বতা ছাড়।
চক্ষের কাছে দিয়ে ঢাল,স্বামী থাকেসর্ব্বকাল,
নৈলে কাল হয়ে বসিতে পার ॥
পরম সুন্দর পতি ঘরে, যদি পরম আদরকরে;
তবু দৃষ্টি পরপুরুষের প্রতি।
গাছে চড়িতে আছে মন,পাছে পাছেঅন্বেষণ,
আছে তেঁই বাঁচে পুরুষের জাতি ॥
পরের তরে মন উচাটন,যোগাযোগেরঅনাটন,
ঘটাতে চেষ্টা পাও।
দৈবে কলঙ্কিনী হও না,স্থানপাওনা ক্ষণপাওনা
ফিকির পেলে ফকির করে দাও ॥
বাল্য হতে বন্দিশালে,মেয়েমানুষকেপাঠশালে,
লিখিতে দেয় না কেন জান না কান্ত।
যদি লেখা পড়া শিখিত,
তবে গোপনে পত্র লিখিত,
খাটিতো ভাল পিরীতের পন্থা ॥
নারী কেবল পরের ঘরে,লজ্জায়পড়ে লজ্জাকরে,
উপরে ক্ষীর ভিতরে বিষময়।
পাঁচ রমণী গিয়ে বিরলে,বিদেশী পুরুষ পেলে,
ঘোমটা খুলে কবির লড়াই হয়।
অবলা কিছু জানেনে বলে,
সাদরে ডুবেন এক হাত জলে,
লুকিয়ে গিয়ে নদীতে দেন সাঁতার।
আগোচরে ভারি চোর,ঘরে এসে করেন জোর,
চাতুরীতে ভেকিয়ে যান ভাতার ॥
নারীর লম্পটশীলে,যেমন ফল্গুনদী অন্তঃসলিলে,
বিয়ে যদি হয় প্রতিবাসীর বাড়ী।

ঘোমটা খুলে বাসরঘরে,
তৈয়ারী জামাই পেলে পরে,
নারীদের যেন নারিকেল কাড়াকাড়ি॥
যিনি মুখ দেখান কুলের বধু,
তিনি সে রাত্রে পান নিধু,
রসের ছড়ায় খৈ ফুটে যায় মুখে।
যদি ভীমের মতন হন পাত্র, তথাপি দুর্ব্বল গাত্র,
বিয়ে-রেতে বাসরঘরে ঢুকে॥
শুনে হয় ঘৃণা বড়, বারোবছুরী আইবড়,
হচ্ছে কেবল বিয়ের উপলক্ষী।
বীরসিংহ রাজার সুতা,
বিদ্যার কি শুন নাই কথা,
লোকে বলিত মেয়েটী বড় লক্ষ্মী॥
বাপে কল্লে স্বয়ম্বর, দিত বিয়ে এলে বর,
বরদাস্ত হলো না দুই এক মাস।
কি কর্ম্ম সে করে লুকিয়ে,
সিন্দেল চোর ঘরে ঢুকিয়ে,
অদ্যাপি লোকে করে উপহাস॥
শেষ উঠিল উদর কেঁপে,রাজা রাণী মরে কেঁপে,
রাজার মুখটো হাসালে রাজবালা।
আর এক কথা শুন প্রিয়ে,
পুরুষ দেখে উঠে খেপিয়ে,
হিড়িম্বা রাক্ষসী গিয়ে, ভীমকে দেয় মালা॥
উর্ব্বশী অর্জ্জুনের কাছে, ধর বলে যৌবন যাচে
দিল না অর্জ্জুন শাপ দিল উর্ব্বশী।
বেহায়া রমণী যেমন, পরপুরুষের প্রতি মন,
পুরুষের এমন নয় লো প্রেয়সি॥

সিন্ধু—একতালা।

নারীর গুণ জগতে জানে।
চেয়ে পরপুরুষের পানে, সূর্পনখা হত মানে,
গেল নাক কাটা লক্ষ্মণের বাণে।
পুরাণে শুনেছি আমি, দ্রৌপদী দ্রুপদনন্দিনী,
ছিল ইন্দ্রতুল্য পঞ্চস্বামী, ছি ছি কি বদনামী,
আবার মন ছিল তার কর্ণ পানে॥

নবীনচাঁদ বলে ওহে শুন সোণামণি।
আর একটা মিছে গৌরব করে যত রমণী॥
দেখ বিদ্যার গৌরব হলেপরে খেপে উঠে বিদ্বান্
নিদ্রার গৌরব হলে পরে লক্ষ্মী ছেড়ে যান॥
ভোজনের গৌরব হলে ব্যাধির উৎপত্তি।
পাপের গৌরবে হয় নরকে বসতি॥
ধনের গৌরবে হলো রাবণনিধন।
দানের গৌরবে বলির পাতালে গমন॥
মানের গৌরবে প্যারী হারাইলেন কৃষ্ণ।
যেখানে গৌরব দেখ সেইখানেতেই কষ্ট॥
অবোধ নারী করে সব, যৌবনের গৌরব,
বুঝিতে নারি কিসের কারণে।
চিরকালের বস্তু নয়, থাকে বৎসর আট নয়,
তাও নয় ভেবে দেখ মনে॥
হলে তেরো বৎসর উমর গত,
গুমর নাই গুমর কত,
যুগল দাড়িম্ব উঠিল পেকে।
আপনার সোহাগে আপনি গলে,
চলে যেতে পড়ে টলে,
আড়ে আড়ে চান আধখান মুখ ঢেকে॥
বুকের ধনে করেন জোর,
যৌবনকালে কত গুমর,
মনে মনে করে যুবতীগণ।
রাবণ রাজার কত বা ধন,কোন বা ধনী দুর্য্যোধন
আমাদের মতন কার আছে বা ধন॥
যুবতীদের মনে হয়, আমাদের এই হৃদয়,
শ্রীমন্দির তুল্য দেখ্‌তে পাই।
এই যে দুটী পয়োধর, জগন্নাথ আর হলধর,
দেখলে জীবের পুনর্জ্জন্ম নাই॥
নেড়ার মেয়ে যত যুবতী,মনে করে সব রসবতী,
নদে তুল্য আমাদের হৃদয়।
এই যে পয়োধরযোড়া,
বামে নিতাই ডাইনে গোরা,
দেখলে জীবের গোলোকপ্রাপ্তি হয়॥

ভাই,সাহেবদের রমণী যত,মনে মনে গুমর কত
তাবে আমাদের বুক হয়েছে পোড়া।
এই যে দুটী দুঃখমোচন,
ইহাদের নাম ইমাম হোসেন,
দুটী ভাই দুনিয়ার চূড়ো।
যত ক্ষুদ্র জেতের নারী,
তাদের একটু বাড়ে জারী,
বুকে যৌবন দেখ্‌তে যদি পায়।
সুতো বেচ্‌তে যাচ্ছে হাটে,
তবু গরব করে হাঁটে,
আড়নয়নে আপনার পানে চায়॥
বৈষ্ণবী যান গৃহস্থের ঘরে,
বুকে যৌবন থাক্‌লে পরে,
আকাঁড়া চাল দিলে ভিক্ষা লন না।
ঘোষের ঝির যৌবন থাকে,
ঘোল ঘোল করে ডাকে,
তিনি ঘোল আক্রা বই দেন না॥
নারীর যৌবন মিছা ধন,
বাজীকরের ভেলকী যেমন,
কিছুকাল সীসেকে দেখায় সোণা।
জান যৌবন তাই মাত্র, কদিন জুড়াবে গাত্র,
তালপত্র-ছায়ার তুলনা॥

কানেড়া—আড়খেমটা।

যৌবন জোয়ারের জল, সে ধনের গৌরব,
•কিসে লো ধনী।
তেরতে হয় যৌবন নিধি,
হলে আঠার উনিশ অবধি,
হলে পর হয় লো ধনী বিষহারা সাপিনী॥
প্রাণ রে, জোয়ারের বারি যৌবন ত।
ইথে কি সুখে গৌরব কর,
ধিক্ ধিক্ ধিক্ ধিক্ বল কত দিন ত॥
থাকে বলবন্ত, কদিন কান্ত পান সুকান্ত,
*যৌবন চৌদ্দতে প্রবেশ, স্থিতি আঠার উনিশ
বিষহীন বিষধর বিশ, পরে বয়েস হলে পর,
পয়োধরে ধরে সে নাথ ভ্রান্ত॥
দরিদ্রের রমণী যিনি, হয় ধনী সুখে রাজরাণী,
নারীর যৌবন সে তো রূপ বাল অন্ত॥
নবীনচাঁদের রুক্ষবাক্য শুনে সোণামণি।
গর্জ্জিয়ে উঠিল যেন কালভুজঙ্গিনী॥
বলে,নারী এত কিসে মন্দ,নারীর গন্ধে ধর ছন্দ,
উচিত বল্লে এখনি দ্বন্দ্ব, করিবে করিবে উদয়।
পুরুষ কে বলে ভদ্র, সতের পোদে শতছিদ্র,
পুরুষের ব্যভার বড় দুষ্য॥
মনে বুঝে দেখ কান্ত, পুরুষেতে যত ভ্রান্ত,
এত ভ্রান্ত নারীর তো নয়।
বলিব কি আর অন্যের কথা,
সৃষ্টিকর্ত্তা যিনি ধাতা, কন্যার সঙ্গে উন্মত্তা,
সে কথা বলিতে লজ্জা হয়॥
যিনি সুরশ্রেষ্ঠ দেবরাজ, শুনেছ তো তাঁর কাজ
গুরুর স্ত্রী অহল্যাকে হরে।
আর দেখ লঙ্কার রাবণ, ভাইপো-বধূ করে হরণ
আর আছে কত এমন, বর্ণন কে করে॥
দেবতাদের এই দেখ ভাই,
তোমাদের তো কথাই নাই,
আলো নিভালে সম্বন্ধ থাকে না।
পুরুষের কপালে ঝাঁটা,
পথে চলে যায় দুলিয়ে গাটা,
পাট কি বলদ ল্যাজ তুলে দেখে না॥
এখন টেরিকাটা কাটা পোষাক,
চুরুটেতে চলে তামাক,
আবকারী আর উইলসনের খানা ভিন্ন খায় না
বিশেষ যারা তত্ত্বজ্ঞানী
আমি তাদের বিশেষ জানি,
তাদের আবার সমুদ্রের জলে ধোওয়া যায় না
তর্কবাগীশ সিদ্ধান্ত, বড় বড় বিদ্যাবন্ত,
করেন ফাঁকির সিদ্ধান্ত,
আপন সিদ্ধান্ত পুতে পাকে।

যদি পরমহংস পুরুষ হয়, তবু মনটী শুদ্ধ নয়,
একটী বৃত্তি কিন্তু তায় থাকে ॥
বুঝে দেখ কাজে কাজে, নারীদের গৌরব সাজে,
পুরুষ হতে নারীর বুদ্ধি সূক্ষ্ম।
পুরুষকে নারী শিখায় নীত, না পড়ে হয় পণ্ডিত
পড়ে শুনে পুরুষে হয় মূর্খ ॥
"আমার ঐটে বড় দুঃখ"।
তন্ত্রেতে লিখেছেন ভব, স্ত্রী-চরিত্র অসম্ভব,
যাহাতে নিস্তার ভব-সংসারের লোক।
রমণী হয় শুভদায়ক, হয় স্বর্গ যার নরক,
ভূলোকের লোক যার গোলোক,
নারী যে অতি পরমকারক।
নারীর ভজনে বাধে না বাধা,
রাধার ভাবে নন্দের বাধা,
বহিলেন হরি হলেন উদাসীন।
দুর্জ্জয় মান ভাঙ্গিতে হরি, দুই করে চরণ ধরি,
নারীর দর্প দর্পহারী রাখেন চিরদিন ॥
নারীতে সকল দুঃখ হবে,
নারীর পুণ্যে বিপদ তরে,
দৃষ্টান্ত শুন হে বলি তার।
দ্রৌপদীর ভোজনান্তরে, দুর্ব্বাসা শিষ্য সমিভ্যারে
অতিথি হন যুধিষ্ঠিরে, কৃষ্ণা ডাকি শ্রীকৃষ্ণেরে,
সে বিপদে করিয়া উদ্ধার ॥
আর দেখ বংশ ধরে, কত কষ্টে ভাগ্য ধরে,
বলিতে নারি নারী যে কত শত।
পুরুষ যদিও না থাকতো, নারীরে সব সৃষ্টি রাখতে
তার সাক্ষী দেখ ভাগীরথী ॥
প্রাণে সকাল সয়, তার সাক্ষী মহাশয়,
পুরুষেতে কত বিয়ে করে।
তবু পতিকে ভালবাসে, সদা থাকে পতি-পাশে,
পতির দোষ কিছু নাহি ধরে ॥
যদি বিধি করিতেন বিধি,
তোমাদের মতন আমাদের যদি,
কতকগুলি বিয়ে করিতে থাকতো।

তবে ঘুচিতো জারী ঘুচিতো জাঁক,
পেটটা ফুলে হতো ঢাক,
উড়িত চিল পড়িত কাক,
প্রাণ কি কেউ রাখ্‌তো ॥
কেউ বা দিতো গলায় দড়ী,
কেউ বা দিতো গলায় ছুরী,
কেউ বা পড়ে জন্মাবধি কাঁদ্‌তো।
কিম্বা কেউ পাগল হতো,
ঘরে থেকে বেরিয়ে যেতো,
গোদা পায়ের লাথি খেতো,
কত যে মজা জান্‌তো ॥
যেমন সমান সম্বন্ধ, সমান হলে যেতো সন্দ,
কেবা ভাল কেবা মন্দ, জানা যেতো তবে।
বিশেষ করে আর বলিব কত,
বিশেষ কাজে বিশেষতঃ,
দেশে ধর্ম্মে দেখ্‌তে পেতো সবে ॥

ইমন—পোস্তা।

বিধিকে বিধি দিতে লোক ছিল না স্বর্গপুরে।
তা নইলে আমরা কেন মনাগুনে মরিব পুড়ে।
নারীর বিয়ে দ্বিতীয়ার্দ্ধ, প্রাচীন স্মৃতির তত্ত্ব,
স্মার্ত্ত কেবল আপন মত, চালিয়ে গেছে পালিয়ে দূরে।
অধিক বিয়ে কল্লে নারী, পুরুষ হতো আজ্ঞাকারী
বসাতেম কাণে ধরি, আপন কর্ম্মে দিতাম যুড়ে ॥
নিত্য নূতন শ্বশুর পেতাম, আদরেতে খেতাম দেতাম,
রাগ করে ফিরে শুতাম, পায়ে ধল্লে ফেলিতাম ছুড়ে
নবীনচাঁদ কয় আরে মলো,
শুনে যে গাটা জ্বলে গেলো,
গায়ে কেউ ছড়িয়ে দিচ্ছে বিষ।
তখন লাগিল কথার আঁটাআঁটি,
প্রায় লক্ষণ চটাচটি,
দুই জনে বাণ কাটাকাটি, কেউ উনিশ কেউ বিশ
নবীনচাঁদ বলে রাগ যদি না কর।
তোমরা ঢাকা খুলে, ঢাক বাজায়ে,
ঢাকায় যেতে পার ॥

তোমরা গাছের পাড়, তলার কুড়াও,
কাদা উড়িয়ে দাও।
বিনা ফান্দে ফন্দি করে ডেঙ্গায় ডিঙ্গা বাও ॥
এমন বুদ্ধি কার বা আছে,
পোকা পাড় জীয়ন্ত মাছে;
তিলটী হলে তালটী কর তাকে।
বেণা গাছে জড়িয়ে চুল,
বিনা দোষে কর কোন্দল,
লাগিয়ে পাক বেড়াও পাকে পাকে।
তোমাদের যে কত ছলা, এর কথাটী ওকে বলা
বিশেষ আবার আঠার কলা,নষ্ট নারী যারা।
তাদের কি কেউ অন্ত পায়,
দেখে শুনে সব ক্ষান্ত পায়,
দিবসেতে তারা দেখায় তারা
নারী অতি অবিশ্বাসী,
তলায় থেকে গলায় ফাঁসী,
লাগিয়ে দেয় ভাবে না আছে ধর্ম্ম।
সদরে গিয়ে লিখিয়ে নাম,দয়ে মজায়ে পরিণাম,
করেন কি না ব্যভিচারিণী কর্ম্ম ॥
কেউ বুক্ কেউ সদর,ইস্তক সন্ধ্যা নাগাদ ভোর;
পতি করে তবু খেদ মেটে না।
এতেও বিয়ে কত্তে সাধ,আরে মলো কি প্রমাদ,
এ যে বিধির অসম্ভব ঘটনা
ধিক্ ধিক্ নারীরে ধিক,বলিব আর কি অধিক
যে সব কর্ম্ম নারীরা করেছে।
কেবল ডুবিলাম আমরা নারীর দোষে,
পুরুষের কোন পুরুষে,
পুলিসে গিয়ে নাম লিখিয়েছে ॥
সোণামণি বলে ভাই,পুরুষ ছাড়া খানকী নাই,
আমরা জানি তোমরা এর গোড়া।
আগুন লাগাতে আগুন জ্বালো,
তাতে আবার আহুতি ঢালো,
নাম লেখানো বরং ভালো,
তোমাদের যে নাম লেখানোর বাড়া ॥
বেশ্যার অধীন তোমরা বটো,
বেশ্যা লয়ে বেগার খাট,
পাড়তে পায় না আমানী চাটো,
খান কেবল খানকী খেতে বল্লে।
অবিহিত কর্ম্ম যত, সকলের মুল তোমারাইত,
ছি ছি আর বলিব কত, সকল নষ্ট কল্লে ॥
বেশ্যাদের আলয়ে যাও,বঁধু হে নিধুর টপ্পা গাও
কোন খানে বা পানটী খাও কোনখানে পর্দ্দানী
কোনখানে তার উপরাস্ত,
গালাগালের হয় চূড়ান্ত,
যাও যাও ওহে কান্ত, ঘরে এসে মর্দ্দানী ॥
অন্যায় বল্লে গায়ে বাজে,
তোমরা কিসে মলে লাজে,
এক হাতে তালি বাজে,
উভয়ের দোষ গুণ ভিন্ন কিছু হয় না।
ষাঁড় লোচ্চা এই যে দুটী
এ দুয়ের কেউ নাইকো খাঁটি,
তোমার ও মুণ্ডমালার দাঁত খামুটি,
আমাকে আর সয় না ॥
বেহাগ—আড়া।
যাও যাও কইও না কথা
পুরুষের গুণ জানা আছে।
থাক চুপটী করে মুখটী বুজে,
ঝাঁক করো না আমার কাছে ॥
পুরুষেতে কামে মত্ত, কুকর্ম্মে সদা প্রবর্ত্ত,
তার সাক্ষী বিশ্বামিত্র,হস্তমৈথুন করে গেছে ॥

বিধবার বিবাহ।

বিধবার বিবাহ কথা,
কলির প্রধান স্থান কালকাতা,
নগরে উঠেছে অতি রব।
কাটাকাটি হয়ে বাদ, ক্রমে দেখ্ছি বলবান,
হবার কথা হয়ে উঠিছে সব ॥
ক্ষীরপাই নগরে ধাম, ধন্য গণ্য গুণধাম,
ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামক।
তিনি কর্ত্তা বাঙ্গালীর,তাতে আবার কোম্পানীর
হিন্দু কালেজের অধ্যাপক ॥

কোম্পানীর চাতুরী, কিছু বুঝিতে নারি,
আগে কেউ টের পায় নাই সেটা।
তারা কল্লে অর্ডার, যেতে কারে অর্ডার,
চটীকে বুদ্ধি আটিকে রাখিবে কেটা॥
হাকিমের এই বুদ্ধি, ধর্ম্ম-বুদ্ধি প্রজা বৃদ্ধি,
এ বিবাহ সিদ্ধি হলে পরে।
বিধবা করে গর্ব্ভপাত, অমঙ্গল উৎপাত,
তাতো রাজার রাজ্যে হতে পারে॥
হিন্দু ধর্ম্মে যারা যত, প্রমাণ দিয়ে নানা মত,
হবে না বলে করিতেছেন উক্ত।
ইহাদের যে উত্তর, টিকিবে নাকো উত্তর,
উত্তীর্ণ হওয়া অতি শাক্তো॥
(ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে দোষ দেওয়া মিথ্যা।)

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়া।

তোমরা ঈশ্বরের দোষ ঘটাবে কিরূপে।
রাখিতে ঈশ্বরের মত, হইয়ে ঈশ্বরের দুত,
এসেছেন ঈশ্বর বিদ্যাসাগররূপে॥
রাজ-আজ্ঞায় দুতে আসি, কাটে মুণ্ড দিয়ে অসি,
বন্দী বেন্ধে ফেলে অন্ধকুপে।
তা বলে দুতে কখন দুষী হয় না সেই পাপে॥
কি আর ভাব সকলেতে,
হবে যেতে জেতে হতে,
জেতের অভিমান সাগরে দাও সঁপে।
এক ধর্ম্ম প্রায় আগত,
ভারত আদি পুরাণ মত,
ভারতে চলিবে না কোনরূপে।
যখন করেছে এ ভারত অধিকার ইংরাজ ভূপে॥
উঠেছে কথা রটেছে দেশ, কারু ইহাতে বড় দ্বেষ,
কারু ইহাতে সন্দেহ বিশেষ।
কেউ বলিছেন নিষেধ হোক,
কেউ বলিছেন হয়তো হোক্,
কেউ বলিছেন হোক্ হোক্ বেশ॥
বাল্যকালে মরেছে পতি, বিধবা নারী যত যুবতী,
তাদের প্রাটা শিউরে উঠিছে শুনে।
শুধাচ্ছে কথা ফিরে ফিরে, সিন্নি মেনে সত্যপীরে
সত্য হবে এ কথা যে দিনে॥
এ কথাতে যার মতি যে করিবে অনুমতি,
সবংশে সে জন সুখে থাকুক।
প্রতিবাদী যে এ কথায়, বজ্র পড়ুক তার মাথায়
সে কুবংশ নির্ব্বংশ হউক॥
ফিরে বিবাহ দিবার, বিপদ-শান্তি বিধবার,
শান্তিপুরে যে দিন রটিল।
যত বিধবা যুবতীরে, স্নান করে গঙ্গাতীরে,
এক যুবতী কহিতে লাগিল॥
দিদি গো শুন শুন বাণী, বড় দুঃখ দিল ভবানী,
দশ বৎসরে হয়েছিল বিয়ে।
দ্বাদশে মরেছে পতি, একাদশীতে হয়েছি ব্রতী,
বিশে বিশে চল্লিশ গেল বয়ে॥
যত মুর্খ লোকে দুঃখ দিবে, অবলার প্রাণ বধিবে
সুক্ষ্ম বিচার কেউতো করে নাই।
যাজন করিতে ধর্ম্মপথ, চলিতে পরাশরের মত,
আজি যে আমি শুনিতে পেলাম তাই॥
গুণের মুনি পরাশর, তার কথাতে বিচ্ছেদ শর,
ভোগিতে হয় না প্রাণেশ্বর মলে।
দিদি গো এই কলিতে, যে ধর্ম্মে হয় চলিতে,
ব্যবস্থা দিয়েছেন তিনি বলে॥
নষ্ট কলির কিংবা মৃত, অথবা পতি পতিত,
উদাসীন এই পঞ্চ যদি।
বচন আছে মুনির, হইয়াছে যে রমণীর
বিবাহ করিতে তার বিধি॥
করেছেন এ সব পরাশর, আগে ইহা শুনিলে পর,
পরের তরে এত সই পরাণে।
অধ্যয়ন করেছে যারা, এ সব তত্ত্ব জানে তারা,
পোড়ারমুখোরা পোড়ালে জেনে শুনে॥

টোরী—একতালা।

বিবাহ করিতে দিদি, আছে বিধবাদের বিধি।
মরুক্ দেশের পোড়াকপালে সকলে,
কথা ছাপিয়ে রাখে হয়ে বাদী।

আমাদিগে দিতে নাগর, এলেন গুণের সাগর,
বিদ্যাসাগর বিধবা পার কত্তে
তরীর গুণ ধরেছেন গুণনিধি ॥
কতকগুলো অধার্ম্মিকে,বিপক্ষে বিধবাদিকে,
জুটেছে কলিকাতায় ; এই কথায় ;—
আমাদিগের ঈশ্বর গুপ্ত অলপ্পেয়ে,
নারীর রোগ বুঝে না বৈদ্য হয়ে,
হাতুড়ে বৈদ্যেতে যেমন বিষ দিয়ে,
দেয় প্রাণে বধি ॥
এ দেশে লয়ে জন্ম সই, যে জ্বালা জন্ম সই,
আজি যে কয়ে কারে বা জানাই।
দেশে দিদি আছে সকল,নারীর মধ্যে যেমন গোল
এ দেশে যেমন বিধি এমন আর কোন দেশে
নাই ॥
আছে রাজ্য উৎকল, পতি মলে প্রাণ বিকল,
হয় না এমন প্রায় উপায় আছে।
সদয় আছেন দিগম্বর,বর মলে বর পায় দেবর,
দেবীর বর সকল দেশে আছে ॥
ইংলণ্ড দেশে সজনি, হৃদ স্থখ পদ্মযোনি
দিয়েছেন রমণীব প্রতি।
যত দিন থাকে কান্ত, ঐকান্তে ঐকান্ত,
করে কাল কাটায় যুবতী ॥
রোগে কিংবা সমরে, যদি সেই পতি মরে,
পুত্র যদি থাকে পৃথিবীতে।
মরি কি আশ্চয্য পুত্র, পুত্র খুঁজে পত্রপত্র,
করে যায় জননীর বিয়ে দিতে ॥
ভারতবর্ষ এই দেশে,আমরা যেমন বিধির দোষে
পড়েছি সই অঙ্গ জাতে নয় এতো।
হত প্রাণে হত মানে,মুসলমানে এত কি মানে,
এত গোল মোগল মানে না তো ॥
কি ছার রোগ শূল কাস,তাতে হয় না কুলনাশ,
কাসে কেবল নাশে জানে পরাণী।
এই যে মরণান্ত ভোগ, বৈধব্য যেমন রোগ,
এমন রোগ কোন রোগে লো ধনী ॥

দিদি লো এ যেমন অসাধ্য রোগ, তেমনি
কিন্তু চিকিৎসক,
শচীগর্ভে জন্মেছে এক ছেলে।
নামটী তার গোরহরি, বিধবার ধন্বন্তরি,
বাঁচে প্রাণ তার চিকিৎসা হলে ॥

টোরী—মধ্যমান।

আ মরি কি দয়াময় গৌরাঙ্গ।
নাগর মলে ওদের হয় না নেড়ীদের,
অমি ঘাটে নেড়া কম্বল ছেঁড়া,
হয় না তাদের ভঙ্গ ॥
আমাদেব সব অভাগাবা,কালী কালী বলে তাব
গৌরকে সর্ব্বদা করে ব্যঙ্গ ॥
নইলে পেতে ফাঁদ, ধরিতাম নদের চাঁদ,
ঘরে হতে পদ বাড়াইতাম,
যুড়াইতাম অঙ্গ ॥
নাথ যে দিন অদর্শন,জেলে বিচ্ছেদ হুতাশন,
গেল বসন ভূষণ তাঁর সঙ্গ ;—
কি সুখে রয়েছি বাসে,
বাসে কি আর ভালবাসে,
উপবাসে জ্বলে গেল অঙ্গ ॥
এমন পথে ছাই, আমরা দিতে চাই,
আমি সদা মনে করি, কবে ধরিতে কুরঙ্গ ॥
যা হোক এখনি যে কথাটা রটেছে
যদি হয় আঁটা,
নগর মাঝে এখনি নাগর খুঁজে।
পতিত জমীর দেই পাটা,
বেড়ে উঠে বুকের পাটা,
নাচি দাঁড়ায়ে গায়ের মাঝেলো
পূজা করি গুরুর পাটা, দিয়ে ধুতি এলে
গুরুকে এখনি বরণ করি লো।
কালীর যদি হয় কপাটা,
কালীকে দিব কাল পাটা,
বিচ্ছেদের বাটা শুকায় যদি ॥
সত্যপীরকে দিব বাটা,সাধ-পূর্ণ সাধু সে বেটা,
করে ঘটা করি নিকেতনে।
পাছে কোন বদলোকটা দেয় ইহাতে বাদসাটা,
ঐ ভয়টা সদা হতেছে মনে ॥

অবিচার বিধাতার দেহে নাই ধর্ম্ম তার,
নারী পুরুষ দুই ত তার সৃষ্টি।
বিধাতা পুরুষদিগকেদেখেছে কি সোণার চক্ষে,
রমণীদিগকে কেবল বিষদৃষ্টি ॥
এত বিধির পক্ষপাত,রমণীর পক্ষে পক্ষাঘাত,
পুরুষের সঙ্গে গলাগলি ভারী।
দুঃখ পেয়ে দুঃখ নাই বলা,
তাতেই আমাদের নাম অবলা,
কিছু করিতে নারি তাইতো নারী ॥
গর্ভে হলে ছেলে প্রবেশ, রমণী দুঃখের শেষ,
পুরুষের কোন ক্লেশ নাই।
বিধি আছেন পুরুষের বশে,বসে বাপ হয়ে বসে,
সেই ছেলেদের বাপের দোহাই ॥
পরশুরাম বাপের কথা,
শুনে মায়ের কাটে মাথা,
নারীর বলিব কি আমার মাথা।
বাপ থাকিতে বর্ত্তমান,গয়ায় দিতে পিণ্ডদান,
মায়ের নাই এত বাদী বিধাতা ॥
বিধাতা তো নারীর পক্ষ,সকল পক্ষে বিপক্ষ,
সকলি সহ্য করিতাম লো দিদি।
এইটে যদি করিত ভবা নামটী থুতো বৈধব্য,
সমান সমান এইটে হতো যদি ॥

ঝিঁঝিট—চিমেতেতালা।

পুরুষের যবার মনে তবার বিয়ে সই।
সে সুখী আমরা কেন নই।
কি দোষে এক হাটে চোর মায়ে ঝিয়ে হই।
নারীর পতি কষ্ট পেলে, ঘরে এসে রুষ্ট বলে
সে যে কষ্ট যে কষ্ট দেয় প্রাণে,
সে কষ্ট সখী লো কৃষ্ণ জানে,—
মজি, পরপুরুষেতে, কলঙ্কিনী আমরা তাতে,
পুরুষ নিলে পরস্ত্রীকে এত বাদ কই ॥
গ্রামে হলো সমাচার,
নারী পুরুষের সমান বিচার
বিধিমত হলো এত দিনে।
শুনি এক ধনী কহিছে,ছি ছি জ্বালা দিসনে মিছে
রাজ্য শুদ্ধ হাসালি এত দিনে ॥
পাপের ভোগ পঞ্চ দেশ,বিধির দ্বেষ বড় বেশ,
ভারতবর্ষ নামটা লোকে কয়।
যে দেশে পাপ করে নরে,
পাপের ভোগ করিবার তরে,
সেই দেশে আসি জন্ম লয় ॥
ওলো ধনি পাপের ভোগ,
যেমন ভুগিলি তেমনি ভোগ,
স্বামী সঙ্গে সম্ভোগ আর মিছে কর সাধ।
তোরা আবার সুখে রবি,পশ্চিমে উঠিবে রবি,
মনে মিছে করিস্‌নে আহ্লাদ ॥
হাতের তেলোয় উঠিবে লোম,
কুহু নিশিতে উঠিবে সোম,
বাঘ ডাকিবে কুহু কুহু রবে।
শিমুলফুলে হবে মধু, বসিবে কমলিনী বঁধু,
হিজড়ার গর্ভেতে পুত্র হবে ॥
অসার কথা কখন টেকে,
তার সাক্ষী দিচ্ছে লোকে,
অকস্মাৎ ল্যাজ লয়ে আকাশে।
উঠে একটা নক্ষত্র, নাম তার ধূমক্ষেত্র,
কিছু দিন বই আপনি পড়ে খসে ॥
কেন তোরা করিস ভুল,তালগাছে হবে তেঁতুল
কোন বাতুলে এ কথা রটায় লো।
যদি হাকিমের হতো আজ্ঞে,
তবে ধনী তোদের ভাগ্যে,
জাতি কুল বাঁচান হতো দায় লো ॥
যে কালে ইংরেজেরা সিদ্ধ পুত্র
যজ্ঞকাষ্ঠ পরিবর্ত্তে, কর্ত্তে তাদের হয় না
শুনেছি তত্ত্ব ভাল লোকের মুখে।
কথা হবে না হবার নয়, লাভে থেকে এই হয়,
পতির শোকটা পুরাণ পড়েছিল।
বাধালে বিচ্ছেদ যাগ, চিয়ে দিলে ঘুমান বাঘ,
পোড়ারমুখোদের হতে এই হলো ॥

এইরূপে যুবতী সব, করিছে নানা উৎসব
প্রবীণ এক বিধবা সেইখানে।
যুবতী কবে রসিকতা হেসে হেসে বলিছে কথা,
ঠাকরুণদিদি শুনেছ কিছু কাণে।
প্রবীণে বলে শুনেছি ভাই,
ছাই কথায় আর কার্য্য নাই,
বেল পাকিলে কাকের কিবা সুখ।
নাক মুখ চক্ষু বুক, বজায় আছে তোদের সুখ,
এসে ভ্রমর তোদের যৌবন-কমলে বসুক্॥
আমার বয়েস প্রায় বায়াত্রে, মনের মতন পাত্রে,
এখন আর তো জুটিবে না ঘরে।
যদি বল সম্পত্ত, দেখিয়ে করিত সখ্য,
কালো কুকুর মাড় ভক্ষণ করে॥
সমানে সমানে ঘর, খোড়া মেয়ে কাণা বর,
সমানে গাধার পিঠে ধোবার ভার,
উনুনমুখো দেবতার,
ঘুঁটের পাশে নৈবেদ্য যেমন।
সমান সমান ঘটে যত,
পেত্নীর সঙ্গে জোটে ভূত,
মেঘে মেঘে মিশে ভাল জান॥

সিন্ধু— পোস্তা।

নবীন নাগর আর কেন ধনী চালাবে তোর তরণী।
নাই যুবতী নাই তরণী, দুদিন বই বৈতরণী।
বয়েস প্রায় যুনাল আশী,
ওলো নাতিনী একবার ফিরে আসি,
নাই বুকে জোর নাই নজর,
জোর করে হই কার ঘরণী।
বিধবার বিবাহ সমাপ্ত।

শ্রীরাধার মানভঞ্জন ও বিদেশিনী হইয়া মিলন।

করতে রাধার মানভঙ্গ, নিজ মান ত্যজে ত্রিভঙ্গ,
ধরে পায় উপায়শূন্য দেখি।
কেঁদে বৃন্দাবনপতি, যান যথা বৃন্দে দূতী
কহেন কি করি বল সখী॥
পেলাম না সে প্রেমদায়,
পায়ে ধল্লেম সে প্রেমদায়,
এমন দায় জন্মে হয় নাই।
প্যারী বিনে প্রাণ পারি না রাখতে,
গৌণ করো না প্রাণ থাকতে,
যাও হে দূতী যদি প্রাণ পাই॥
বৃন্দে বলে সে কি কথা, সাধনের ধন তুমি যথা,
মান হারায়ে কেন্দে এল শ্রীকান্ত।
ছি হে, তোমা হতে কি আমি মানী,
ও কথা কি আমি মানি,
আমার মান রেখে যাই মানে হবেন ক্ষান্ত॥
শ্রীরাধার যে অঙ্গ মান, যে যাবে তাঁর বিদ্যমান,
সঙ্গ মান অমনি তার যাবে।
যান যদি পুরোহিত,
হবেন যেতে মাত্র জেতে রহিত,
গুরু গেলে পর গুরুদণ্ড হবে।
রাধে যেরূপ আছেন কুপিতে,
এখন সেখানে গেলে পিতে,
পিতৃপিণ্ড দেন বুঝি অমনি।
যদি মাতা গিয়া দেন উপদেশ,
মাতার মাথার কেশ,
মুড়াইয়া দেন কমলিনী।
এখন সেখানে গেলে জ্যেঠার,
অপমানের শেষ সেটা জ্যেঠার,
ভাগ্যে ঘটে অনায়াসে।
মান থাকে না গেলে পিসীর,
মাসীর থাকে না শির,
দাসীর থাকিবে মান কিসে॥
বিরহজ্বালা করে সহ্য, থাকো দু দিন হয়ে ধৈর্য্য,
কদিন থাকিবে মান করে মানিনী।
তপ্ত-জলে পোড়ে না ঘর, জলে কি পচে পাথর,
কাতর হইও না গুণমণি॥

এ কথা শুনিয়ে তখন বৃন্দেরে বিনয়ে কন, শয্যা হইতে রাইকে তুলে,
আঁখির জলে ভাসে কমল আঁখি।
দুদিন থাকতে বলিছো সই,
থাকিবার লক্ষণ কই,
ওহে সখা আমি তো বলি থাকি ॥

খাম্বাজ—একতালা।

বৃন্দে হে প্রাণ দেহে থাকে কই।
বুঝি হা রাই বলে হারাই জীবন,
দাঁড়াই কার কাছে সই ॥
আর সহে না বিচ্ছেদব্যাধি,
গত নিশির শেষাবধি,
দুঃখের নাহি অবধি, করেছেন রাই রসময়ী
বৃন্দে হে কোন প্রকারে,বাঁচাওবিচ্ছেদবিকারে,
দেখতে পথ অন্ধকারে, কারে কই, তোমা বই॥
রাই-কুঞ্জে যাব বলি,মনে ছিল শুন বলি,
পথে পেয়ে চন্দ্রাবলী,লয়ে গেল তোমারে কই।
যার নাম সদা ভজি,সে আমায় ত্যজিল আজি,
যার জন্য গোলোক ত্যজি,
নন্দের বাধা মাথায় বই ॥

বৃন্দে বলে হে শ্যামরায়,
বিচ্ছেদে লোক প্রাণ হারায়,
সেটা আর শুনি নাই কোনকালে।
যখন কালি তুমি হে ব্রজেশ্বর,
হেনেছিলে বিচ্ছেদ-শর,
কমলিনীর হৃদয় কমলে ॥
তোমার তো এখন দশ, ইন্দ্রিয় রয়েছে বশ,
দাড়ায়ে কথা কহিছ বংশীধারী।
রাধার প্রাণটা কণ্ঠায় উঠেছিল,
হেমাঙ্গী হিমাঙ্গী হলো,
তুলেছিল জ্ঞান মূলে ছিল না নাড়ী ॥
আমরা কিরূপে বিপদে তরি,
ডেকে আনিলাম ধন্বন্তরি
তিনি বিধিমতে দিলেন ঔষধ।
অপার দেখিয়ে রোগ, শেষে তিনি অপারক,
বৈতরণী কর্ত্তে দেন বিধি।

রাখিলাম তুলসীর মূলে
মরিবার কথা ছিল তখনি।
অতেব বিচ্ছেদে কেউ মরে না নাথ,
যখন শ্যাম বিরহ সন্নিপাত,
সামলে উঠেছেন কমলিনী ॥
এই কথা বোলে গোবিন্দে,ঈষৎ হাসিলেন বৃন্দে,
কৃষ্ণ কন শুন রসময়ী।
এমন সময়ে হাসিলে সই,
আমি কেমনে পরাণে সই,
প্রেমের বিষয় যে সই কল্লে সহ ॥
শুনি দূতী কন কাষ্ঠে,
হাঁ হে তুমি কি আমারে বল কান্দাতে,
কান্দতে যাদের ঘটে থাকে না বুদ্ধি।
কেঁদে কেবল রিপু হাসায়,
দুঃখ যায় না চক্ষু যায়,
কাঁদিলে কেবল কান্নার হয় বৃদ্ধি।
বলেছেন না সদানন্দ, যার শরীরে সদানন্দ,
আনন্দ-নগরে অন্তে যায়।
যে কেঁদে কেঁদে কাটায় কাল,
তার হাকে না পরকাল,
অন্তকালে কালে ধরে তায়।
আমরা কি ধনশোকে কান্দব কানাই,
যে ধন ধনপতির ভাণ্ডারে নাই,
যে ধন নাই রত্নাকরে।
যে ধন ধ্যানে পান না হর,
বিধি-হরের মনোহর,
আট প্রহর বিরাজ আমাদের ঘরে
গোপীদের সুখ দেখে শোকে,
সদাশিব রন সদা অসুখে,
মুখ দেখাতে নারে চতুর্মুখ।
সাধ করে কি হাসি হে নাগর,
উথলে উঠেছে সুখের সাগর,
আমাদের আর গায়ে ধরে না সুখ ॥

ছিল অঙ্গদেবা দাঁড়িয়ে তথা,
হেসে শ্যামকে কয় কথা,
এখন হাসি উচিত নয় এ কর্ম্ম।
নবযৌবন যত নারী,
আমরা হাসি রাখ্‌তে নারি,
হাসিটে কেবল যৌবনের কর্ম্ম॥
আপনার অঙ্গ আপনি দেখে,
ওহে বঁধু কোথা থেকে,
পোড়া কপালে হাসি এসে ধরে।
হাসির জন্যে শ্বশ্রূ হাসে,ষষ্ঠি দিয়ে জ্যৈষ্ঠ মাসে,
পতি কত প্রহার করেছেন পরে।
ননদিনী করে রাগ, করে দিয়েছেন পৃষ্ঠে দাগ
তবু ত হাসি ভুলিতে নারিলাম।
বয়েস দোষে সহজে হাসি,
তাতে যুটিল তোমার বাঁশী,
ভাসাভাসি তেঁই হলো শ্যাম॥
এইরূপেতে হচ্ছে রস, দূতী কিন্তু মনে বিরস,
রসময় জেনে।
রাইকে কর্ত্তে অনুযোগ,মান ভেঙ্গে কর্ত্তে যোগ
সেই সুযোগে চলেন কুঞ্জবনে॥
কেঁদে আসিছে শ্যামা সখী,বৃন্দে পথিমধ্যে দেখি
বলে শ্যামা কাঁদিস কেন সই।
শ্যামা বলে ওগো বৃন্দে, শ্রীরাধার পদারবিন্দে,
আমি ত কোন অপরাধী নই।
দ্বেষ করে আজি কালো উপরে,
কালো রূপ চক্ষে হেরে,
দেশছাড়া করেছেন দেশের কাল।
ছিল কাল কোকিল পিঞ্জরে, কুঞ্জবগামিনী তারে,
কুঞ্জের বাহির করে দিল॥
ছিল যত ভৃঙ্গকুল, না পেয়ে অনুকূল কূল,
আকুল গোকুল ছাড়ে,
শ্যামাঙ্গিনী সখী দেখে,
কত মন্দ বলে আমাকে,
চন্দ্রমুখী কল্লেন চরণছাড়া॥

আলেয়া—আড়া।
নারী শ্যামা অঙ্গ যার সে নয় সামান্য ধনী।
শ্যামা যেমন দৈত্যকুলে বাম,
তেঁয়ি শ্যামারে, হলেন আজি শ্যামমোহিনী॥
অঙ্গ দেখে আমার সদা অঙ্গ জ্বলে,
চল্লেম দিতে আমি কালো অঙ্গ জলে,
সই কত সই, আমি গৌরাঙ্গিনী হলে,
দাসী বলে চরণকমলে,
স্থান দিতেন রাই কমলিনী॥
প্যারী জ্বেলে দিল যে অনল চিতে,
ওগো বৃন্দে আমার বাসনা বাঁচিতে
নাই, তা জানাই,কুঞ্জে পেলাম না বঞ্চিতে,
অতুল্য ধন রাধার চরণে বঞ্চিত হলাম সজনী॥
যে নারীদের কালবরণ,
তাদের কেন হয় না মরণ,
কি সুখেতে সংসারেতে থাকে।
এদের মা বাপে মরে ভাবিয়ে,
কালো মেয়ে কেউ করে না বিয়ে,
ঘুস দিলে পর ভাগ্যবন্ত লোকে॥
কেউ লয় না সমাদরে, অন্য দরে অনাদরে,
কলে কৌশলে বিকায় কালো।
ঘৃণা করে চক্ষে না দেখে,
এই ভূলোকে কালওলোকে,
কাল হয়ে বিধাতা গড়েছিলো॥
যারা জেতে হীন হীনগোত্র,
অথবা প্রাচীন পাত্র,
এরাই মাত্র কালোমেয়ে লয়।
তারা যায় না সুখের পক্ষে,কোনরূপে বংশরক্ষে,
কালো গৌর একটা হলেই হয়॥
দুঃখের কথা বলিব কায়,
দেখিলে নারীর কালো গায়,
মুখ বাকায় সবাই ব্যঙ্গ করি
কালো মেয়েটা কারলে বরণ,অপমানটাঅসাধারণ
আমার হয়েছে তেমন, শুন গো সহচরি॥

শ্যামা বলিছে হয়ে কাতরা,
শ্যামার অঙ্গ ধরে ত্বরা,
লোচনে মুছান বস্ত্রে করি।
দম্ভ করি কহে বৃন্দে,কালো মেয়েকে করে নিন্দে
কার বা বাপের সাধ্য সহচরি॥
গোরো কি গৌরব করে লোকে,
কালো কি পথে পড়ে থাকে,
বিচার কল্লে কালোরি গৌরব বেশী।
যে বুঝে সে গুণ গায়, গহনা মানায় কালোগায়'
কালো মেয়ে যেন মুক্তকেশী॥
পতি বড় থাকেন তৃপ্ত, শ্যামাঙ্গিনী শীতে তপ্ত,
গ্রীষ্মেতে শীতল হন অতি।
শুনেছি বৈদ্যের ধামে, শ্যামাঙ্গিনী নারীর নামে
হিমসাগর তৈলের উৎপত্তি॥
কালো কালো যত যুবতী,এদের মুখের জ্যোতি,
চিরকাল একভাব জানায়।
(অর্থাৎ) এদের মুখ পাকে না,
গৌরাঙ্গীদের তা থাকে না,
যৌবন গেলেই বদন বিগ্‌ড়ে যায়॥
কালো কালো বৈষ্ণবীগুলি,
এদের নাকে রসকলি,
মানায় যেমন গোরোতে তা হয় না।
সর্ব্বদা দেখিলে কাল,
চক্ষের জ্যোতি থাকে ভাল,
কালোকেশ নইলে শোভা পায় না।
কালো বিধাতার ভাল সৃষ্টি,
কালো কোকিলের স্বর মিষ্টি,
হয় না বৃষ্টি কালো মেঘ বিনে।
কালো তারা যার নাই লো সখী,
সে ধনীর নাম বিড়ালচোখী,
গৌর হলেও সুখ থাকে না মনে॥
কালি দিয়ে পুরাণ লেখা,সকলিতো কালিমাখা,
যন্ত্রপুষ্পে কালো অপরাজিতে।
নয়নের ভূষণ কাজল,জলের ব্যাখ্যা কালোজল
কালকমলে দেবী বড় তুষ্টিতে॥
বলির ব্যাখ্যা মিশকালি, যাতে তুষ্ট হন কালী,
কালো ইক্ষুর গুণ লিখেছেন বৈদ্য।
আর এক দেখ কালোর মান,
মহাকালের বিদ্যমান,
কালরূপে তিনি হন বাধ্য॥
পরজ কালাংড়া— কাওয়ালী।
কালরূপে সদা হরের মন হরে। প্রাণসই রে॥
গৌরাঙ্গী হয়ে যখন, হরের ভবনে রন,
হররাণী পূজা করেন হরে।
শ্যামাঙ্গী যখন তখন হরের হৃদে বিহরে॥
রাধার হরে মনের কাল কাল,
কালনিধি চিকণ চিরকাল,
কাল নিবারণ করে॥
ধিক ধিক জ্ঞানে, ধিক সে মানীর মানে,
ধিক প্রাণে ধিক্ তার অন্তরে;—
কালমাণিক ত্যজিয়ে রাধে,মান লয়ে কাল হরে
শ্যামা সখীরে প্রবোধয়ে,রোগে শঙ্কা তেয়াগিয়ে
বৃন্দে দূতী রাইকে গিয়ে, কন কুঞ্জবনে।
ওগো রাধে কর শ্রবণ হায় হলো কি বিড়ম্বন
বৃন্দাবনটা কল্লি বন, বনমালী বিহনে॥
ব্রহ্মা যারে ধ্যানে না পায়,সে ধন যে তোর পায়
এত মান কি শোভা পায়,অধিক মান বটে।
অধিক কিছু ভাল নয় অধিক কিছু ভাল নয়
যার যখন অধিক হয়, তাতেই বিঘ্ন ঘটে॥
রাবণ মলো অধিক ধুমে, কুম্ভকর্ণ অধিক ঘুমে
বিচ্ছেদ হয় অধিক প্রেমে,গর্ব্ব হয় অধিক ধন পেয়ে
অধিক রাগে বিষপান,অধিক লোভে হনুমান,
লঙ্কাতে প্রাণ হারান, শ্রীরামের ফল খেয়ে॥
অধিক দোষ শুন বলি, অধিক দান করে বলি,
বামনরূপে তারে ছলি, পাঠান পাতালপুরী।
অধিক ঋণ শোধ হয় না,অধিক কোন্দলে ঘর রয় না
অধিক পাপে ভর সয় না, শুন রাজকুমারী॥

এ কথা শুনিয়ে ত্বরা, বৃন্দেরে কন হয়ে কাতরা,
সখী মান যাবে গো বল্লি তোরা,
মান কি আমার আছে।
যখন ভূপালের মেয়ে হয়ে, গোপ রাখালে
গোপনে লয়ে,
মজেছিলাম কপাল খেয়ে, তখনি তো মান গেছে॥
এ রাধারে পরিহরি, যান যথা সুখ পান হরি,
কপট পায়ে ধরাধরি, তাতে প্রাণ জুড়ায় না।
মুড়িয়ে মাথা গড়িয়ে পড়া,
গলা কেটে পায়ে ধরা,
এমন ধারা আদর করা, কমলিনী আর চায় না॥
মলাম আমি ঐ দুঃখে, দাসী হয়ে দোষ ভিক্ষে,
করে তোরা কৃষ্ণ পক্ষে, সবাই গেলি সখী।
শুনি দূতী কন বাক্য,
কৃষ্ণপক্ষ আর তোর পক্ষ,
এখন দুই পক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ;
আমরা এখন যে পক্ষে থাকি
খাম্বাজ - একতালা।
যদি কিশোরী তোমার শ্যামচাঁদের
উদয় ঘুচিল হৃদে।
কে নাশিবে আর, কৃষ্ণ বই আঁধার;
কৃষ্ণবিপক্ষে তুমি থাকিলে বাধে
চল্লেম আমরা যে পথে যান মধুসূদন;
মানিব না তোর বচন,
শুনিব না তোর রোদন,
থাকিব না তোর সদন, কৃষ্ণত্যাগীর বদন,
দেখতে নিষেধ আছে পুরাণে বেদে॥
কাল যারে চিন্তা করেন চিরকাল;
চিন্তিলে সেই কাল, যার অন্তরে কাল,
কালনিবারণ কাল, কাল বিনে আলো কাল,
মানে হারালি সে কালাচাঁদে॥

বৃন্দে যত নিন্দে ছলে, রাধার বলে রাধাকে বলে
শ্রবণে শুনিয়ে দূতীর উক্তি।
কুরঙ্গনয়না কন, কু-রঙ্গ করে এখন;
মোর সঙ্গে করে এত শক্তি॥
কৃষ্ণ সঙ্গে ভাঙ্গিলে সখ্য, আমার হবে কৃষ্ণপক্ষ
কৃষ্ণ ভ্রষ্ট তো হতে মোর হবে।
বলে চক্ষু রক্তাকার, চাহে সাধ্য আছে কার,
ভয়ে অমি শবাকার সবে॥
গলবস্ত্র যুগ্মকরে, দূতী কত স্তুতি করে,
প্রণমিয়ে মাগিয়ে বিদায়।
ছিলেন পতিতপাবন যথা, পতিত হইয়ে তথা,
দূতী গিয়ে সংবাদ জানায়॥
ওহে গা তোল গোকুলপতি,
একে হলো আর উৎপত্তি,
তোমার দশা যা হবার তাই হলো।
এখন রসাতল যায় পৃথ্বী, রাই হয়েছেন কালী মূর্ত্তি
গোকুল আকুল কুল কিসে রয় বল॥
যদি বল ওহে হরি, কালী যে তিন দিগম্বরী,
সে রূপ কিরূপ ধরেন কিশোরী।
শুন ওহে পীতাম্বর, ত্যাজ্য করি পীতাম্বর
দাঁড়াইয়ে আছেন দিগম্বরী
যদি বল শ্যাম নয়নতারা, তারার যে তিনটী তারা
তিন চক্ষু রাধার কিরূপ বলো।
হরি তোমার উপরে হয়ে রুক্ষ,
কপালে উঠেছে চক্ষু,
তাইতে রাধা ত্রিনয়নী হলো॥
যদি বল কালকামিনী, বলি গ্রহণ করেন তিনি
কমলিনী বলি পান কি করি।
রাধার কাছে হে বনমালী,
অনেক দেখলাম বলি,
যত বাণ কাটেন ব্রজেশ্বরী॥
যদি তার এক কথা কও আমাকে,
কালীর হাতে মুণ্ড থাকে,
রাধার তাই ঘটেছে প্রকারেতে।
অতুল্য ধন তুমি নাথ, ছিলে রাধার হস্তগতে,
এখন তোমায় হারিয়ে মুণ্ড হয়েছে হাতে॥

যদি বল হে গুণমণি, চতুর্ভুজা কমলিনী,
কমলিনী হয়েছেন তাই রাগে।
আর কি রাধার সে দিন আছে,
মান করে দুই হাত বেড়েছে,
কে দাঁড়াবে ভয়ঙ্করীর আগে ॥
যদি বল হে বনমালী, পাষাণনন্দিনী কালী,
সে তুলনা ধরেছি রাধাকে।
না হলে পাষাণকুমারী, এ ধন পাশরি প্যারী,
কেমনে জীবন ধরে থাকে ॥
যদি বল কালশশী, কালীর হাতে যে থাকে অসি,
অসি কিরূপ ধরেন প্রেয়সী।
প্যারী ধরিতেন তোমায় তখন,
অসিও ধরেছেন এখন,
ব্রজনাথ কম্পিত ব্রজবাসী ॥
খট্-ভৈরবী—একতালা।
দেখিলাম শ্রীরাধায়, শ্যাম হে শ্যামা-প্রায়,
অসিধরা ধরা যায় রসাতলে।
একবার তুমি হে শ্রীধর, হয়ে গঙ্গাধর,
ধর গে রাই চরণ হৃদকমলে ॥
সে ধনীর ধ্বনিতে নাই কারু উৎসব,
অকালে যেন গুর্ব্বিণী-প্রসব,
সংসারবাসী সব, শঙ্কায় সবে শব, যায় হে;
একবার তুমি হে কেশব শব না হলে ॥
কহিছেন বনমালী, দেখতে আর যাব না কালী
মাখতে আর যাব না কালি গালে।
রাধার প্রেমে দণ্ডবত, দণ্ডগ্রহণ হলো মত,
এই দণ্ডে কাশী যাব চলে ॥
বৃন্দে বলে হে জ্ঞানশূন্য,
তাতো হয় না ব্রাহ্মণ ভিন্ন,
বঁধু তোমার দ্বিজচিহ্ন কই।
গোপের ছেলে হয় নাদণ্ডী চণ্ডালে পড়ে কি চণ্ডী,
কিছু জান না গোচারণ বই ॥
শ্যাম কন চেন না তুমি, শ্যামবেদ শ্যামশর্ম্মা আমি,
দ্বিজচিহ্ন বুকে দেখ হে ধনী।
আমার কাছে কেবা মান্য,
আমার কাছে কোন্ ব্রাহ্মণ গণ্য,
আমি বিষ্ণু ঠাকুর ব্রাহ্মণের শিরোমণি ॥
বৃন্দে বলে তোমায় কই,
বঁধু হে তোমার পৈতে কই,
কৃষ্ণ বলেন, পৈতে রাখিলে থাকে না ভক্তের মান
এসে প্রেমের দায়ে ব্রজভূমে,
নন্দের বাধা বৈতে আমি,
পৈতে পুড়িয়ে হয়েছি ভগবান ॥
বৃন্দে বলে, ওহে কেশব, ব্রাহ্মণের যে ধর্ম্ম সব,
সন্ধ্যা গায়ত্রী কিছু দেখতে পাই নে।
কৃষ্ণ কন গোলকের কর্ত্রী,
যিনি রাধা তিনি গায়ত্রী,
রাধা না বলে আমি তো জল খাই নে ॥
বৃন্দে কয় বেদ তো জান, কৃষ্ণ কন জানিব না কেন
বৃন্দে বলে বেদ জানিলে পরে।
এত ভোগ কি হতো কপালে,
বেদ না জেনে বেদনা পেলে,
বেদ-বহির্ভূত কর্ম্ম করে ॥
তোমার যে ব্রাহ্মণ দেহ, শুনে বড় সন্দেহ,
কৃষ্ণ কন সন্দ ত্যজ মনে।
হয়ে আমি সন্ন্যাসী, জনমের মতন আসি,
ফলে আর রব না বৃন্দাবনে।
বৃন্দে বলে হে গোকুলেশ,
নাই তোমার বুদ্ধির লেশ,
বৃন্দাবন কিরূপে ত্যজিবে।
যেখানে দাঁড়াবে তুমি, সেই বৃন্দাবনভূমি,
এই বৃন্দাবন বন হবে ॥
তুমি যাবে, তোমার বাঁশী যাবে,
যে দেশে বাঁশী বাজাবে,
দাসী হবে সেই দেশের রাজকন্যে।
তোমার অভাব কি ধন আছে,
তুমি অভাব সবার কাছে,
জগৎ অভিলাষী তোমার জন্যে ॥

আর এক কথা হয় স্মরণ, শুন ওহে, শ্যামবরণ.
নারদমুখে শুনেছি ব্রজধামে।
কাশী কাঞ্চী দেশাশ্রম, কেন করিবে পরিশ্রম,
সব আশ্রম তব পদাশ্রমে ॥
তুমি যাবে কিবৈদ্যনাথ, তব চরণের বাধ্য নাথ,
বৈদ্যনাথ আছেন চিরদিন।
হরি যাবে কি হরিদ্বারে, সদা বন্দী হরি দ্বারে
ব্রহ্মা আদি হইয়ে অধীন ॥
মুক্তি-বাঞ্ছা করি মনে, সবে যায় তীর্থভ্রমণে,
তুমি যাবে কোন্ তীর্থালয়
জটা করে চাঁচর কেশ, ভস্মে ভূষিত হৃষীকেশ,
কেন ভুগিবে এতক্লেশ,সব তীর্থ তব চরণে হয় ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়া।

তা কি নাই হে তোমার মনে।
যাবে তুমি কোন্ তীর্থভ্রমণে,
সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা উদ্ভবা তব চরণে।
কি জন্যে যাবে সাগরে,
গয়া গমন কিসের তরে,
ঐ চরণে তো গয়াসুরের শিরে,ভব নিস্তারণে॥
বধু হে যাবে কাশীতে, কোন পুণ্য প্রকাশিতে,
কি অধর্ম্ম বিনাশিতে, আছে মনে ॥
শ্যাম তোমার ঐ চরণ কাশী,
কাশীকান্ত অভিলাষী,
দাও হে গোকুলবাসী,
সদা বাঞ্ছাফল সেই পঞ্চাননে ॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

মরি হায় হায় শুনে হাসি পায়।
যাবে কাশী কালশশী ভস্মরাশি মেখে গায় ॥
নাথ হে যাবে কাশীতে,
কি বলিবে কাশীবাসীতে,
কাশীধামে প্রবেশিতে কাশীনাথ পড়িবেন পায়॥
এ কষ্ট হে কৃষ্ণ সবে হে কেমনে,
কি বালাই মেখে ছাই ও চন্দ্রবদনে,
ত্যজে বাঁশী, ও শ্যামশশী ধরিবে না কি দণ্ড,
কাশী যাওয়া কর্ত্তে কেবল, গোপীর প্রাণদণ্ড,
পীতাম্বর ত্যজে পীতাম্বর.
বাঘাম্বর কি শোভা পায়॥
বৃন্দে বলে ওহে কানাই, হচ্ছে বড় অন্যায়,
এতক্ষণ বলি নাই, তোমায় কিছু আমি।
নাথের কাছে বাড়াতে মান,রমণী করেছে মান
করে চন্দ্রে হতমান, এই তো রসিক তুমি ॥
রমণীর আর আছে কি ধন,
মান বিনে হে প্রাণমোহন,
মানে মজে শ্যামরতন, ত্যজেছেন কিশোরী।
যে দুঃখ দিয়েছ তাঁরে, কল্যকার ব্যবহারে,
কল্পে যে মান কোত্তে পারে,তাতে রাজকুমারী
মনের নাই হে অগোচর, যা করেছ মনচোর,
কিছু নাই জ্ঞানগোচর, চোর হয়ে জোর কর।
তুমি দুখী পদে পদে, ভোগ বিপদে,
একবার ধরেছ পদে, আবার গিয়ে ধর ॥
কৃষ্ণ বলেন ধল্লে পায়,সে মান কি ক্ষান্ত পায়,
শতবার ধল্লে পায়, সু-উপায় না হবে।
বরং হয়ে উদ্‌যোগী, আমাকে সাজাও যোগী,
মানিনীর মানভিক্ষা লাগি,
শুনে দূতী সাজান মাধবে।
পরাইছেন বাঘাম্বর, সাজাইছেন দিগম্বর,
নীলকমল কলেবর, ভস্ম দিয়ে ঢাকে।
ছদ্ম বেশ পদ্ম আঁখি, যান যথা পদ্মমুখী,
ললিতে প্রথমধ্যে দেখি, বলিছে কৌতুকে ॥
কে হে তুমি যোগিবর, মদনের মনোহর,
তুমি কি কৈলাসের হর, কিংবা অন্য ঋষি।
তোমার দুটী নয়ন দেখে যোগী,
আমার নয়ন দুটী হলো যোগী,
জীবন বৈরাগ্য উদ্‌যোগী, অন্তর উদাসী॥
কিন্তু যথার্থ রূপ যোগী যারা,
সদানন্দে ভাসে তারা,
তোমার দুটী নয়নতারা, কি বিরসে ভাসে

যদি বল যোগিগণ, যতক্ষণ যোগে রন,
তখনি সদানন্দ হন, কৃষ্ণপ্রেমরসে॥
ওহে, তুমি ত নয় সে সব যোগী,
কোন্ যোগে হয়ে উদ্যোগী,
কিংবা কারু প্রেমে অনুরাগী,
বিবেচনায় বিরাগী দেখ্‌তে পাই।
কতদিন হে এ সন্ন্যাস,
কোথায় যাবে কোথায় বাস,
আমাদিগকে আজ্ঞায়, বল্লে ক্ষতি নাই॥

খাম্বাজ—একতালা।

প্রেমের অঙ্গে সঙ্গে ছিল তোমার যোগ
যোগী যে জন,
বুঝি যোগ ভেঙ্গেছে, তাইতে রোদন।
অযোগেতে যাত্রা করে,
যোগের প্রণয় ভাঙ্গিল যখন,
এখন হয় না যোগ আর যোগাযোগে,
বিনে যোগমায়াকে সাধন॥
যুগল বিনে পাগল হবে জান যদি জ্বলিবে জীবন
তবে যোগ জানে যোগিনী যারা,
যাও কেন হে তাদের সদন॥
এইরূপ ললিতে ভাবে, রসময়কে রসাভাবে,
রসের ব্যঙ্গ জানয়ে তখন।
নাই কিছু উত্তর মুখে,
দাঁড়ায়ে ছিলেন উন্নতমুখে,
লাজে ফিরান দক্ষিণে বদন॥
আবার চলেন গোপীর সখা,
পথে বিশাখার সঙ্গে দেখা,
যোগিবেশ দেখিয়ে ছলে বলে।
আহা মরি কি যোগিবেশ,
কি অপরূপ রূপের শেষ,
এমন যোগী দেখি নাই ভূতলে॥
কোথায় তোমার জন্মভূমি, আপন ইচ্ছাতে তুমি,
যোগী কিংবা কারু দায়।

কদ্দিনকার বৈরাগ, কাশী কিংবা পৈরাগ,
এত দিন ছিলে হে কোথায়॥
সত্য কথা দাসীরে কবে, বৃন্দাবনে এসেছ কবে,
কোন্ তীর্থে যাবে ইহার পর।
শুনি কন চিন্তামণি, চিনতে কি পার নাই ধনি,
আমি ত নই নূতন যোগিবর॥
নানা তীর্থ ভ্রমিয়াছি, ইদানী বৃন্দাবনে আছি,
দ্বাদশ প্রায় গত।
ভ্রমি ব্রজের দ্বার দ্বার, কত কব গুণ যশোদার,
স্নেহ করে সন্তানের মত॥
গোপী তোমাদের বলি স্পষ্ট,
ইদানী কিছু মনঃকষ্ট,
আমার হয়েছে বৃন্দাবনে।
অনাদর হচ্ছে ক্রমে, ভুগ্‌ছি এখন জয় প্রেমে,
ভদ্র নাই থাকিব না এখানে॥
এক স্থলে অধিক দিন,
থাকৃতে হলে আদরহীন,
হতে পারে ব্যাভারে জানা যায়।
গুরু গেলে শিষ্যধাম, দুই এক দিন ধূমধাম,
আদরে সবাই অধরামৃত খায়॥
আবার অধিক দিন থাকলে পরে,
সেই মুক্তিদাতার উপরে,
ভক্তি হরে মনে মনে বিরত।
অধিক দিন থাকিলে গাজন,
কেবা করিত শিবের ভজন,
সে গাজনে সন্ন্যাসী কে হোত॥
দেখ, জামাই গেলে শ্বশুরবাড়ী,
তিন দিন আদর বাড়াবাড়ি,
বিশেষ যদি হয় জ্যৈষ্ঠমাসের ষষ্ঠী।
মোণ্ডা ছানা জলপানে, এলাচ লবঙ্গ পানে,
জামাই পানে সকলের সুদৃষ্টি॥
আর, অধিক দিন করে বাস,
নাম হয় তার অন্নদাস,
উপহাস প্রতিবাসীতে করে।

শ্বশুরের মন হয় বিরস,
শ্যালী শ্যালাজে করে না রস,
শয়ন ভোজন কেবল অনাদরে॥
অতএব এক স্থলে, অধিক দিন থাকৃতে হলে,
ঢাকে না গা থাকে না কারো মান।
আমি দিনেক দুদিন আছি মাত্র,
ত্বরায় ভুলেব পাপ,
মনে মনে করেছি বিধান
আলিয়া—তেতালা।
ব্রজে রব না আর কই তোমায়।
ভ্রমণ কল্লেম অনেক তীর্থ,
সকলি অনিত্য
করি নাই জনক-জননীর তত্ত্ব,
তাঁদের দর্শনার্থ,
জন্মভূমি-তীর্থে আমি যাব একবার মথুরায়॥
বলেছিলেন আমায় সনকাদি যোগী,
পিতৃসত্ত্বে তীর্থে ভ্রমণ কিসের লাগি,
ঘরে নর সব তীর্থভাগী,
জনক-জননীর সেবায়॥
সখীর কাছে হয়ে বিদায়, স্মরণ করে প্রমদায়,
প্রেমদায় ঝুরিছে দুটী আঁখি।
ধারণ করি যোগীবেশ, অগ্নি এসে হন প্রবেশ,
কমলিনীর কুঞ্জে কমল আঁখি॥
দ্বারে দেখি জটাধারী অষ্ট সখী শ্রীরাধারি,
প্রণাম করিয়ে সবে বলে।
কও প্রভু কি প্রয়োজন, আজ্ঞা হলে আয়োজন,
করি আমরা রমণী সকলে॥
শুনে কন কেশব যোগী, আর কোন উদ্যোগী,
হতে হবে না আমার নিমিত্তে;
নানা তীর্থ করে ভ্রমণ, চরম তীর্থ রাইচরণ,
দেখতে এলাম বৃন্দাবন তীর্থে॥
আমার বাসনার ধনদরশনে,
বাসনা তোমাদের সনে,
গোপী, একবার অন্তঃপুরে যাই।

শুনে হেসে কয় চিত্রে, অসম্ভব আশা চিত্তে,
এ যে উন্মাদলক্ষণ দেখতে পাই॥
যারা সামান্য রাজা এ মহীতে,
কোন যোগী না পারে কহিতে
রাজদুহিতে দেখিব অন্তঃপুরে।
যিনি অখিলভুবনেশ্বরী, হরিপ্রিয়ে রাইকিশোরী,
আছেন চর্ম্মচক্ষুর অগোচরে॥
সে অগম্য স্থান ব্রহ্মার, নারদাদি শর্ম্মার,
খ্যাত আছে ত্রিভুবনে।
মহাযোগী বঞ্চিত যথা, তুমি যোগী যাবে তথা
এ যে চাঁদধরা সাধা বামনের মনে॥
আর এক কথা কই তোমারে,
ত্রেতাযুগ অবধি করে,
যোগীরে বিশ্বাস করে না কোন জনে।
যোগী বড় অবিশ্বাসী, শ্রীরাম যখন বনবাসী,
হরে সীতা পঞ্চবটীবনে॥
দেশ—তেতালা।
যোগী ঐখানে হবে বসিতে।
কুঞ্জে পাবে না পবেশিতে॥
অগ্নি যোগীবেশে,রাবণ এসে,হরির হরিল সীতে
আজ্ঞা হলে আনি যদি ভিক্ষা লন,
কিংবা ভয় যদি পদপ্রক্ষালন,
জাহ্নবীর জল যে বাঞ্ছা সকল,এনে দেয় দাসীতে
দেখ্ছি তোমার তেজঃপুঞ্জ কলেবর,
যোগিবর তুমি তুল্য দিগম্বর,
দিতে পার বর, ক্রোধ হলে পর,
পার জীবন নাশিতে॥
কিন্তু আমরা তোমার ভয় করিনে যোগী
ভজে রাই হয়েছি ভয়ত্যাগী,
যমের ভয় করে না ওহে যোগী
ভাগীরথী-তীরে বসিতে॥
তোমার মনে ভয় হলো না ভ্রান্ত,
অনন্ত ভুবনে কান্ত,
তাঁর ভার্য্যা আছেন অন্তঃপুরে।

তুমি দেখ্‌তে চাও পুরুষ হয়ে,
আমরা অনেক ভেবে আছি সয়ে,
অদ্য রাগ সংবরণ করে॥
আজ পূর্ণিমার তিথিটে অতি,
পুণ্যতিথি তায় অতিথি,
অতিথের দোষ ক্ষমা কর্ত্তে হয়
যোগী বলে, ভাব বুঝিতে নারি,
হাঁ হে সখী রাধা কি নারী,
এ কথাতো বেদের লিখন নয়॥
বিশেষ বৈরাগী আমি, অতি নিষ্ঠা নিষ্কামী,
শুকদেবের তুল্য জ্ঞান ধরি।
মান কিংবা অপমান,আমার কাছে সব সমান,
যাব রাধার বিদ্যমান, যা করেন কিশোরী॥
গোপী বলে, তুমি যেমন,
তোমার যেমন পবিত্রমন,
আঁখির ভাবে বুঝেছি সন্ন্যাসী।
যোগী হে, করে সে সুন্দরী
মনচোরের মন চুরি,
আমরা সেই রাই কিশোরীর দাসী॥
বেণে যেমন চেনে সোণা,
রসিক চেনে রসিকজনা,
নেয়ে যেমন চেনে নদীর বারি।
বাতিক কিংবা কফের যোগ,
বৈদ্য যেমন চেনেন রোগ,
আমরা তেমনি চোর চিনতে পারি।
তুমি নারীর জন্য দেশান্তরী,
তোমার রোগ ধন্বন্তরি,
কি করিবেন নাড়ী কেবল আমি বুঝেছি স্পষ্ট।
তোমার নাড়ী কুপিত যেই দিন,
সেই দিন তোমার নাড়ী ক্ষীণ,
নারী সোহাগে নাড়ী তোমার পুষ্ট॥
নারী তোমার গলার হার,
সেই দিন তোমার অনাহার,
যে দিন নাই নারী সনে বিহার।

তোমার চিত্ত নারীর গুণ গায়,
এখনো নারীর গন্ধ গায়,
বাতাস আসিছে এক একবার॥
সখীবাক্যে নিরুত্তর, হয়ে চলেন সত্বর,
বৃন্দেরে কহেন কমল-আঁখি।
ধরিয়ে পুরুষবেশ, রাই কুঞ্জে হতে প্রবেশ,
অসাধ্য হইল প্রাণসখী॥
সাজিব আমি নারীদেহ,নারীর ভূষণ আনি দেহ,
সহ হে আর সইতে নারি প্রাণে।
নারীর নিকটে যেতে,
অনায়াসে পারে নারী জেতে,
নারী না হলে নারি যেতে সেখানে॥
শুনে বৃন্দে উঠে শিহরি, মরি হে হরি হরি হরি,
মরি হে মুরারি কোথা যাব।
কত কোটি অধর্ম্মফলে,নারীর জন্ম মহীতলে,
সেই নারী আজি তোমারে সাজাব॥
ওহে ব্রজনারীর জীবন,নারীর দুঃখ কর শ্রবণ,
যত আদর দেখিছ নিজ চক্ষে।
বঁধু হে, জগতের নরে, পুত্র জন্য কামনা করে,
কন্যা হলে মরে মনোদুঃখে॥
বাল্য হতে পরবাসে, প্রাণ দগ্ধ পরবশে,
রমণীর যাতনা বঁধু হৃদ্দ।
দুঃখের দশা দশ বৎসরে,
ঘোমটা দিয়ে শ্বশুরঘরে,
পক্ষী যেমন পিঞ্জরেতে বদ্ধ॥
কারু পতি কাণা খোড়া,
কারু বা সন্তানে পোড়া,
কারু পতি বা বশীভূত।
কারু পতি অন্ন গুড়ো,
কোন যুবতীর পতি বুড়ো,
মনাগুনে মন পোড়ে তার কত॥
কেউ বিধবা হয় বাল্যদশায়,
ছাই পড়ে সব সুখের আশায়,
পরের লাগিয়ে পরম দুঃখ।

রমণ বিনে ঘরে বাস,
মাসে মাসে দুটো উপবাস,
পোড়া কপালে নারীর এইতো সুখ ॥
নারীকে বিধি নারে দেখ্‌তে,
পুরুষের পিতা থাক্‌তে,
মায়ের পিণ্ড গয়ায় দিতে নাই।
নারীর মান্য আছে কোথায়,
পরশুরাম বাপের কথায়,
মায়ের মুণ্ড কাটে হে কানাই ॥
আবার, কুলীন ব্রাহ্মণের যত নারী,
এদের দুঃখ বলিতে নারি,
যদি বিয়ে হয় পুনঃবিয়ের পরে।
সে উদ্দেশ নাই কোন দেশ, পতি যেন সন্দেশ,
দৈবে যদি এসেন দয়া করে ॥
আবার শ্বশুরের কসুর পেলে,
ষোড়শী যুবতী ফেলে,
রাত্রে এসে প্রভাতে যান চলে।
কুলীনের যুবতীগণ,তারা যমের জন্যে যৌবন,
ধারণ করে হৃদয়কমলে ॥
মিথ্যা নারীর কাল গত, ি‍নির বলদের মত,
বুকে বোঝা বইতে হয় হে শ্যাম।
অন্যকে দান কল্লে পরে,কলঙ্ক হয় ঘরে পরে
রটে কুলকলঙ্কিনী নাম ॥
অতএব পুরুষ যদি দরিদ্র হয়,
রাজারাণী তার তুল্য নয়,
তবু নারীকে পরাধীনী কই।
ওহে বঁধু ধিক্ ধিক্, নারীর জীবনে ধিক্,
প্রাণ কান্দে হে প্রাণাধিক,
তোমায় নারী সাজাতে পারি কই ॥
সুরট—ঝাঁপতাল।
বঁধু হে পরাধীনী, নারীর বেশ তোমারে।
পরাতে পরাণবঁধু পরাণ শিহরে ॥
পর পরাধীনীর দুঃখ জানাতেম তোমারে।
পরাতেম পরাণবঁধু পর হলে পরে ॥

পর নও পরমসখা, তুমি ইহ পরে।
গোপাগণের পরম নিধি গণ্য পরাণ উপরে ॥
রমণীরঞ্জন প্রাণবঁধু হে,
তোমারে রমণী সহিত সুরমণি সাধ করে ॥
হরের রমণী তোমায় সাধেন সাদরে,
বঁধু হতে চাও রমণী-দাসী রমণীর তরে ॥

কহিছেন চিন্তামণি, পুরুষের সার ধন রমণী,
রমণী দুঃখিনী নয় জান।
পুরুষেতে যেমন সুখী,আমায় দিয়ে দেখ না সখি
হাতে পাঁজি মঙ্গলবার কেন ॥
নারীর নাই কোন ভার,ভারের মধ্যে বসন ভার
মধ্যে মধ্যে সাধে প্রাণ যায়।
আমল করেন ঘরকন্না,
দেনা পাওনার কথা কন না,
জ্বালার মূল হয়ে জ্বালা সন না,
যত জ্বালা পুরুষের মাথায় ॥
পুরুষ কল্লে দান কি যাগ,
নারী পান তার পুণ্যভাগ,
পাপ কল্লে সে ভাগ এড়ান।
পুরুষের ভারী মরণ, অপকর্ম্ম অপহরণ,
নারীর কেবল কথায় কথায় মান ॥
সখী হে নারীর সুখ জানাই,ঋণ নাই প্রবাস নাই
দ্বিগুণ আহার ছয় গুণ শক্তি বলে।
বুদ্ধি নারীর চারিগুণ, পুরুষের মুখে আগুন,
পড়ে শুনে নারীর বুদ্ধে চলে ॥
যে পুরুষ বয়েস ভেটিয়ে,
করে চাল্লিশো টাকা দিয়ে বিয়ে,
সে নারীর সুখ নারি হে কহিতে।
পতির ঘরে এলেন তিনি, যেন পতিতপাবনী,
পতিহীনের বংশ উদ্ধারিতে ॥
পা-খানি তাঁর আড়বাঁকা,
ভোজন কিংবা বচন বাঁকা,
দেখলে পতি-প্রাণ শুকায়ে যায়।

মাটীতে তিনি দেন না চরণ,শাশুড়ী ননদের মরণ
চিরকাল মন যোগায়ে কাল কাটায় ॥
করে না কোন গৃহকাজ, অদ্ধঘোমটা দিয়ে লাজ,
বলে রেগে হন খরতর।
স্বামীকে সেজে দেন না পান,
সন্ধ্যাকালে নিদ্রা যান,
ডাকিলে বলে ডেক্‌রা কেন মর ॥
দেশের ব্যাভার দেখে কই,বমণী দুঃখিনী কই,
আমায় নারী সাজাও ত্বরা করি।
বৃন্দে বলে বেশ বেশ, এসো সাজাই নারীবেশ,
হরি হে তোমার দুঃখ পরিহরি ॥
তখন পীতাম্বরে পীতাম্বরী,পরাইছে ত্বরা করি,
অলক্ত পরায় দুটী পদে।
নহে খর্ব্ব নহে উচ্চ, বসনে পড়িয়ে কুচ,
বন্ধন করিয়ে দিল হৃদে ॥
কিছু পায় কিছু পায়, কিছু দিল নাসিকায়,
আনি দূতী স্বর্ণ-আভরণ।
সাজাইছে শ্যামকায়, দুটী ঝুমকায়,
চমকায় দেখিলে মুনির মন ॥
তখন সুর-মুনির শিরোমণি,
বীণাকরে হয়ে রমণী,
অমনি যান যথা রাজকুমারী।
আবার বিপদ পায় পায়,
পথে চলিতে দেখ্‌তে পায়,
নারীবেশধারী বংশীধারী।
সুধাইছেন ব্রজগোপিনী,কে হে তুমি সুরূপিণী,
দেখি একবার আমাপানে ফের।
এমন শ্রীতো কালবরণে,
দেখি নাই শ্রীবৃন্দাবনে,
আমাদের যে শ্রীধর তুল্য শ্রী ধর ॥
অভিনব রঙ্গিণী, সঙ্গে নাই সঙ্গিনী,
একাকিনী ফিরিছ কি সাহসে।
কুলবন্যা এমন করে, কে কোথা ভ্রমণ করে,
অপযশ যে ঘটিবে অনায়াসে ॥

আমি মনে করি অনুমান,
তোমার মাতা পিতা নাই বর্ত্তমান,
হতমান তাইতো হলো বটে।
স্বামী বুঝি লোকান্তর, থাকলে বেঁচে থাকিলে পর,
এমন মেয়ের এমন বিপদ ঘটে ॥

ঝিঁঝিঁট—ঠেকা।

কে তুই ধনী ভ্রমিস্ গোকুলে।
আকুল হয়েছিস্ আকুল,
কেউ বুঝি তোর নাই ত্রিকুলে ॥
বয়েস দেখে দেখে আকার,
অসতী তো হয় না বিচার,
কেবল যৌবনের সঞ্চার,
হয়েছে হৃদয়-কমলে,—
হয় নাই রসে রসবোধ, প্রণয়ের বোধাবোধ,
জন্মে নাই পিরীতের স্বাদ,
দাশরথি ডাকি বলে ॥
কহিতেছেন বিদেশিনী, পিকনিন্দিতভাষিণী,
দুঃখের কথা বলিতে বুক ফাটে।
আছেন কান্ত বর্ত্তমান, কিন্তু বড় হতমান,
সদা আমার তাঁর নিকটে ॥
আমার একটী কু-স্বভাব,
প্রতিবাসিনীর সঙ্গে ভাব,
যদি আমি কারু বাড়ী গিয়ে।
হাসি বসি একদণ্ড, তবেই তিনি দেন দণ্ড,
যমদণ্ডকে জিনিয়ে ॥
স্বামী-সুখে বঞ্চিতে, হয়ে হয়ে বঞ্চিতে,
না পেরে হয় বিরাগ অন্তরে।
করিব আমি তীর্থ-ভ্রমণ,
যেন ভবে এসে আর এমন,
যন্ত্রণা না হয় জন্মান্তরে ॥
তাতেই করে করেছি বাপে,এই বীণা অবলম্বনে,
সদা কামনা হরিগুণ পাঠ।
এই বীণাকে করি হাতে,গিয়েছিলাম জগন্নাথে,
কারু সনে যেতে আমি না চাই ॥

সাগরসঙ্গম দিয়ে, কালীঘাটে কালী বন্দিয়ে,
ত্রিবেণীতে স্নান করিয়ে আসি।
কালি এসেছি ব্রজধামে,দেখিব যুগল রাধাশ্যামে,
এর পর যাব আমি কাশী ॥
ললিতে বলে বাঁশে ধরা,একাকিনী ফিরিছ ধরা
যৌবনেতে ভরা অঙ্গখানি।
সেই দিন পাইবে টের,যে দিন কান লম্পটের,
সঙ্গে দেখা হবে লো রঙ্গিণী ॥
যৌবন ধরিয়ে গায়, যুবতী যথা তথা যায়,
ও মা মরি তার কি ধর্ম্ম থাকে।
মৃগীর প্রায় যুবতী যত, পুরুষ ব্যাধের মত,
একবার চক্ষে দেখলে পর কি রাখে ॥
বিদেশিনী কন শুনে, ও কথা আমি জানিনে,
পুরুষে কি নারী মজাতে পারে।
বল সাজে কি নারীর উপরে,
নারী না মজিলে পরে,
নারীকে বল কি খেতে পারে বানরে ॥
ধর্ম্মে মতি থাকে যার, ধর্ম্ম ধর্ম্মে রাখে তার,
বেদ পুরাণে আছে তার প্রমাণ।
হয়ে একাকিনী মৃতপতি,
বনে ছিল সাবিত্রী সতী,
সাধ্য কি তার যম নিকটে যান ॥
নলরাজার কামিনী, রূপে শত সৌদামিনী,
জানিত না সে বিনে নলের সেবা।
জ্বেলে দিয়ে দুঃখানল, বনে ফেলে গেল নল,
তাঁর ধর্ম্ম রক্ষে কল্লে কেবা ॥
ললিতে বলে মিথ্যা নয়,বল্লে যা তা চিত্তে লয়,
কিন্তু সে সব অন্য দেশ পক্ষে।
শুন নাই কি ধ্বনি শ্রবণে,
সতীর বিপদ বৃন্দাবনে,
এখানে হয় না ধর্ম্মে ধর্ম্ম রক্ষে ॥
আমরা যত কুলকামিনী,
ভজিতাম কুলকুণ্ডলিনী,
স্বামীকে ব্রহ্মজ্ঞান করে থাকি।
ঘুচালে সে ধর্ম্ম সব, যশোদার সুত কেশব,
বাজিয়ে বাঁশী দেখিয়ে বাঁকা আঁখি ॥
তুমি এখন পড় নাই ফাঁদে,
দেখ নাই প্রাণধরা-চাঁদে,
এখনো শুন নাই মধুর ধ্বনি।
কাশী যাওয়া করেছ মত,
ঘুচে যাবে জনমের মত,
নন্দসুত লাগিবে যখন ধনী ॥

বেহাগ — একতালা।

আর কি থাকে কুল,
এসেছ গোকুল,
ডুবাইতে কুল অকূল সাগরে।
একবার দেখিলে কালশশী,
আর কি যাবি লো কাশী,
দাসী হবি বাঁশী শুনিলে পরে ॥
আমরা নারী করি অন্তঃপুরে বাস,
অন্তরে প্রবেশ করেন শ্রীনিবাস,
স্বামী-সহবাস, ঘুচায় গৃহবাস,
বাসনা গো শ্যামের বাঁশী বনবাসিনী করে ॥
বংশীরবে সতীত্ব দমন,
হরে লয় সতীর পতি মন,
মত্ত জগজন, যমুনা উজান বেগে ধায় গো—
যখন বংশী ধরেন অধরে ॥
এই কথা শুনিবামাত্র, প্রেমে পুলকিত গাত্র,
বিদেশিনী কয় গোপী শুন।
বিধি কি পুরাবেন সাধ, দিয়ে কৃষ্ণ অপবাদ,
তাতে আমার সতীত্ব যাবে কেন ॥
সতী সে পতির সেবা করে,
কৃষ্ণের কৃপা হয় তাহারে,
আর এক কথা শুন বিধির বেদ।
কৃষ্ণপ্রেমে যে মাজল,
নিজ পতি সেই কই ত্যাজল,
পতি আর কৃষ্ণে কিবা ভেদ ॥

এইরূপে ললিতের কাছে কৃষ্ণের হচ্ছে উক্তি।
কিন্তু কলিযুগের রমণী যত,সবাই নহে অনুগত,
ইহাদের পতিকেও নাই ভক্তি ॥
এখনকার যে সব ভার্য্যে,ঘরে থাকেন সৌভাগ্যে,
সেই পতিদের বাপের ভাগ্য অতি।
পতিকে না থাকুক টান,পরপুরুষকে না ঘটান,
সেই নারীকে জান পরম সতী ॥
পতির চরণসেবা করা,পতিকে পরম গুরু ধরা,
সে সব আইন হয়ে গিয়েছে বন্ধ।
এখন দেশাচারে এই বিচার,
দিয়ে ষোড়শ উপচার,
পূজিতে হয় নারীর চরণপদ্ম ॥
নইলে হয় না অনুগ্রহ, কলির পুরুষের গ্রহ,
গৃহস্থের গৃহ অভিলাষী।
গৃহিণীতে কি সুখভোগ,
গৃহিণী যেন গ্রহণী রোগ,
তবু তো কেউ হয় না সন্ন্যাসী ॥
এ তো বল্লাম কলির আচার,পরে শুন সমাচার,
বিদেশী কন ওহে গোপললনা।
কৃষ্ণ যে জগতের স্বামী,জগৎ ছাড়া নইতো আমি,
তাতে মজিলে কুল তো যাবে না ॥
তুমি বল্লে যাবে কুল,তোমার ওটা বুঝিবার ভুল'
গোকুলপতিকে ভজে কুল মজাবো।
বরং ছিল না কুল ছিল অকুল,
শ্যাম যদি হন অনুকূল,
তবে ত আমি অকূলে কূল পাব ॥
কৃষ্ণ যদি ভালবাসে,কাজ কি আমার কাশীবাসে,
কৃত্তিবাসের কাছে কি ফল আছে।
কর তোমরা আশীর্ব্বাদ, ঘটুক হরি-পরীবাদ,
পুরুষ সাধা ধরুক্ ফল এই গাছে ॥

দেশ—তেতালা।

আমার বিধি কি সাধ কারবে পূরণ।
অসাধনে পাব সাধনের ধন,
পতি হবেন কৃষ্ণ পতিতপাবন ॥
কৃষ্ণপ্রেমের প্রেমী, যদি হতে পারি আমি,
তবে অন্তে পাব রাইচরণ ॥
(ওহে) নারী পুরুষ উভয়েরি পতি দয়াময়
শুধু রমণীর নয়,
প্রজাপতি সুরপতি, পশুপক্ষির হন পতি
দিবাপতির পতি সে পতিতপাবন ॥
ললিতে বলিছে ত্বরা, বিধুমুখী বিম্বাধরা,
তুমি পড়িলে ধরা, আমাদের কাছে।
করে কৃষ্ণ উপাসনা,
রাইচরণ কর বাসনা,
তাই সদা ঘোষণা, ভাবেই জানা গেছে ॥
কথায় না উত্তর দিয়ে, রাই-কুঞ্জে উত্তরিয়ে,
দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়ে আছেন বিদেশিনী।
নারীর বেশ হরিকে দেখে,হরিল মন দূর থেকে,
বিশাখা এসে সম্মুখে জিজ্ঞাসেন অমনি ॥
কে তুমি নীলবরণী, কার সুতা কোকিলধ্বনি,
তুমি কার রমণী বল তো।
কও যা প্রয়োজন থাকে,
বিরলে গিয়ে কও আমাকে,
সংপ্রতি রাই-কুঞ্জে থেকে চল তো ॥
প্যারী আছেন ঘোর মানেতে,
আর যেও না দ্বারপানেতে,
থাক না হয় ঐখানেই থাকতো।
যাবে যদি মান বাঁচিয়ে,
তারা ঢাক আঁখি মুদিয়ে,
কালরূপটী বসন দিয়ে ঢাক তো ॥
বীণায় যদি বল হরি, যদি শুনতে পান প্যারী,
লবেন তোমার প্রাণ হরি ত্বরিত।
আমাদের কথা না শুনে, পাছে বাজাইয়ে বীণে,
প্রাণে মরিবে ও নবীনে ত্বরিত।
যেখানে কৃষ্ণের প্রিয়ে, যেও না ওদিক দিয়ে,
কথাটা মনে ঠিক দিয়ে গণতো।
বৃন্দাবনবিলাসিনী,কালো দেখেন না প্রাণদায়িনী,
তাকেই বলি বিদেশিনী শুনতো ॥

খাম্বাজ—তেওট।

আহা মরি মরি মদনে গো
কুঞ্জে কালোবরণী।
কোনরূপে প্রাণ পাখি মে,
এখন প্যারী কালোরূপের প্রতি কালরূপিণী।
ও নবরঙ্গিণী শ্যামাঙ্গিনী সখী,
তুইত নইস্ গো অতি সামান্যা রমণী,
তোরে কই,—
আনি হয়েছেন মানিনী,
এখন কমলিনী,
কুঞ্জে গেলে কালী কালকামিনী॥
কালাচাঁদের উপর মান করে ধনী,
কালো দেখিলে যেন কালভুজঙ্গিনী, (রাই)
বলি তাই,—
ছিল শ্যামাঙ্গিনী সখী, তারে চন্দ্রমুখী
হেথায় রাধার মানভঙ্গ, নিকটে নাই ত্রিভঙ্গ,
অন্ধকার দেখি চন্দ্রমুখী।
দূতীরে কন করি রোদন,
নাই গো আমার শ্যামধন,
শ্যামধনের ধন সখী॥
এনে দে মোর শ্রীগোবিন্দে,
নইলে মরেছি গো দ্বন্দ্বে,
ললিতে মালিমাকে দে আনিয়ে।
কোথা গেলি গো অঙ্গদেবী,
তুই কি আমার অঙ্গ দিবি,
অকূলে শ্যাম-অঙ্গ এনে দিয়ে॥
চিত্রে গো বাঁচি নে আর, চিত্ত মম অন্ধকার,
কোথা আমার চিত্তহর হরি।
বাঁচি নে বিনে প্রাণহরি,
লয় যে আমার প্রাণ হরি,
হরির বিচ্ছেদ-বিষহরী॥
মরি মরি ওগো বিশাখা,
বাঁচি নে আর শুক কোথা সখা,
একবার তোরা এনে দে মোর কাছে।

এবার বঁধুরে পেলে সখী রে,
চরণ ধরে করিব কিরে,
আর মান করিব না জনমে॥
বিশাখা বলেন কেন রোদন,
সাধে সাধে সাধনের ধন,
বিসর্জন দিয়ে মানসাগরে।
এখন বলিছ প্রাণ হারাই,
প্রাণ কি তোমার আছে রাই,
কালি তো প্রাণ ত্যজেছ মান করে॥
হরির উপরে হলে রিপু, যেন হিরণ্যকশিপু,
হরি হরি হরির কি দিন গেছে।
তোমার বেশ দেখে হরি,গেছেন দেশ পরিহরি,
এ দেশে উদ্দেশ করা মিছে॥
ওগো ব্রজবিলাসিনী, এসেছে এক বিদেশিনী,
সুধামুখী সুধালে হয় তাকে।
দেশবিদেশে করে ভ্রমণ, ধনী তোমার কৃষ্ণধন,
যদি কোন দেশে দেখে থাকে॥
তার শ্যাম তুল্য শ্যামদেহ, তাইতে আছে সন্দেহ,
কর কালোর উপরে কোপ শুনে।
আজ্ঞা দিলে আনতে পারি,শুনিয়ে কহেন প্যারী,
অবিলম্বে আন তারে এখানে॥
আজ্ঞা পেয়ে যান ত্বরা, রাই-নিকটে বীণা-ধর,
একদৃষ্টে দেখেন কমলিনী।
যেন হায় অভেদ, হরিল হরির খেদ,
হরিষে কন হরি-সোহাগিনী॥
বল দেখি গো বিদেশিনী উদাসিনী কে
তোরে করিল।
কেন ফিরিছ এমন সাজে, সুন্দরি সংসারমাঝে,
কে তোমার আছে আমায় বল॥
বিদেশিনী বলে রাই,আর আমার কেউ নাই,
ব্যভিচারিণী বলে ত্যজেছেন স্বামী।
কোথা রই কি সুখ জীবনে,
বাস করিতে বৃন্দাবনে,
বাসনা করে এসেছি আমি॥

বিদেশিনীর কণ্ঠ শুনি, কেন্দে কন কৃষ্ণরাণী,
কি শুনি গো আহা মরে যাই।
তোর পতির কপাল মন্দ, বুঝি তার নয়ন অন্ধ,
তোর নয়ন সে নয়নে দেখে নাই॥
মরি মরি কি অপমান,মাণিকের থাকে না মান,
ওলো ধনী অন্ধের নিকটে।
অন্ধের কাছে কন্দর্প, রূপের থাকে না দর্প
দর্পণের দর্প চূর্ণ ঘটে॥
নবীন-নীরদ জিনি, যিনি নীলপদ্ম জিনি,
তোর পতি জানে না রূপ এমন।
যদি চক্ষে দেখতে পেতো তোকে,
তবে তুলে রাখতো মস্তকে,
শিব রেখেছেন ভাগীরথীকে যেমনি॥
ধনী তুমি নও রমণী, চিন্তা মনে কবি এমনি,
তুমি আমার চিন্তামণি হবে।
শ্যাম তুল্য শ্যামকায়, তা নইলে কি রাই বিকায়,
কেন রূপ কি ভবে আর সম্ভবে॥
মূলতান—একতালা।
এমন কালোরূপ আব নাই
সংসারেব মাঝে অন্য।
নাই আব এমন বাঁকা নয়ন,
আমার বাঁকা সখা ভিন্ন॥
অঙ্গ রবে আব ভুলিনে,বিনে শ্যামের বাঁশী বিনে,
তেমি তোমার বীণে শুনে,
দেহ অবসন্ন যা ভাবিয়ে,
বসন দিয়ে দেহ করেছ আচ্ছন্ন।
তবু দেখা যায় লো ধনী ভৃগুরামের পদচিহ্ন॥
ছদ্মবেশে পদ্ম-আঁখি, প্রকাশ পেয়ে পদ্মমুখী,
আনন্দের সীমা নাই অন্তরে।
যেমন সুদরিদ্রের পেয়ে ধন,
অন্ধ যেমন পেয়ে নয়ন,
জীবন পায় মৃত কলেবরে॥
হারিয়েযেমন মাথার মণি,ফিরে শিরে পায় ফণী,
তেমি প্যারী পেয়ে চিন্তামণি।

মগ্না গদগদভাবে, হরিকে কন নারীভাবে,
কৌতুক করিয়া কমলিনী॥
ও নবীনে বীণাধারিণী,
তোর পতি যে ব্যভিচারিণী,
বলে তোকে কথা কন এ মিথ্যে।
স্বামী না হয় করেছে হেলা,
এ নব যৌবনের বেলা
একাকিনী নারী বেড়ায় কি তীর্থে॥
হও যদি অসতী নারী,
তবে কাছে রাখতে নারি,
ধনী গো আমার ধর্ম্মের ঘরকন্না।
ভাবটী তোমার ভাল নয়,ভাব কর্ত্তে ভাবনা হয়,
বৃন্দে বলে ক্ষমা কর মা আর না।
নারীর ভূষণ করে দূর, অমি দূতী শ্যামবধুর,
মস্তকে চূড়া, হস্তে দেয় বাঁশী।
কেঁদে বলে গো রাজকুমারী,
আমরা নয় গো শ্যামের হই তোমারি,
প্যারী আমরা যুগল প্রেমের দাসী॥
হেসে চন্দ্রমুখী কন, হবে না বিনে চান্দ্রায়ণ,
গঙ্গাজলে অভিষেক নাই।
স্তুতি করে দূতী বলে,
তিন দিন আজি নয়নের জলে,
শ্যামেব অভিষেক হচ্ছে রাই॥
যদি প্যারী কর উক্ত, ও জলে হবে না মুক্ত,
চক্ষের জল অশুদ্ধ মানি।
শ্যামের চক্ষের জল যদি বিরুদ্ধ,
গঙ্গাজল কিসে শুদ্ধ,
গঙ্গাতো ঐ চরণে জানি॥
যাঁরে ভগীরথ আনিল ধরা,
ত্রিলোক পবিত্র করা,
পতিত উদ্ধারিণী ভাগীরথী।
যাঁর চরণজলের এত ফল,
সেই মাধবের চক্ষের জল,
ইথে কি শুচি হয় না শ্রীপতি?

শুনে প্যারী উল্লাসিতে, চন্দনাক্ত তুলসীতে,
অতুল্য ধন চরণ পূজা করি।
প্রাণকে দিয়ে দক্ষিণে, শ্যামে রেখে দক্ষিণে,
বামে দাঁড়াইলেন ব্রজেশ্বরী।
বিভাস—একতালা।
আজি কিবা শোভা ব্রজধামে,
শ্যামের বামে শ্যাম-সোহাগিনী।
সঙ্গে ললিতে আদি সঙ্গিনী,
যুগলরূপ হেরে যুগল আঁখি ঝোরে,
এরা যুগলপ্রেমের পাগলিনী॥
আনন্দে প্রেমানন্দে, ডাকেন গোকুলচন্দ্রে,
পেয়ে চন্দ্রাননা, আমার শ্যাম এসেছেন কুঞ্জে,
কোথা রইলি আমার সাধেরশ্যামাসখী শ্যামাঙ্গিনী
বলেন প্যারী আমার গোবিন্দ সদয়,
করুণ-উদয় হৃদে উদয়,
তাপ দূরে গেল সমুদয় দেখে ধনী॥
ওহে, মধুকর গুণ গুণ ধ্বনি কর,
এলো আমার গুণমণি;—
ও কোকিল, আমার পোহাল কুহুনিশি,
এখন কর-কুহুধ্বনি॥
মানভঞ্জন সমাপ্ত।

কর্ত্তাভজা।

—০—

শ্রবণে সুশ্রাব্য অতি রসজ্ঞ পাচালী।
প্রণিধান কর কিছু কাব্যকথা বলি॥
নূতন উঠেছে কর্ত্তাভজা,শুন কিঞ্চিৎ তার মজা,
সকল হতে শ্রবণে বড় মিষ্ট।
বাল বৃদ্ধ যুবা রমণী, নিষেধ মানে না যায় অমনি,
অন্ধকারে পথ না হয় দৃষ্ট॥
ইহার ঘোষপাড়াতে পূর্ব্বসূত্র,
গোপাল ঘোষের ভাতুষ্পুত্র,
সেই উহাদের কর্ত্তার প্রধান।
চারিজন তার আছে চেলা,
মদন সুবল গোপাল ভোলা,
তারা এখন বড় মান্যমান॥
সেই চারি জন চারি আখড়াধারী,
মন্ত্রণা দিয়ে পুরুষ নারী,
ভুলায়ে আনে বুলিয়ে মাথায় হাত।
ওদের ভোজের ভেল্কী ধনি,
সেজে চলেন ঘরের গিন্নী,
সিন্নি দিয়ে করেন প্রণিপাত॥
কি নীচ ও কি ভদ্র, সকলেতে হয়ে একত্র,
ঐক্য করে এক গোত্র, শপথ করে বলে।
আর যাব না কোন পথে, সবে রব এক সাথে,
যা করেন কর্ত্তা কপালে॥
ভৈরবী—রূপক।
নূতন উঠেছে কর্ত্তাভজা রে।
বড় মজা রে বড় মজা রে,
কুলবতী যায় তাতে না রয় কেহ ঘরে রে॥
মরি কি মানবলীলে, হরে জ্ঞান তা হেরিলে,
হরিভক্তি মুক্তিপথ দূরে যায়, ভেঙ্গে বলা নয়,
ভেঙ্গে বলা নয়,
কালে কালে সকল ঘটে বড় দুঃখ মলে রে॥
বল কে বুঝিবে তাদের অন্ত,
সকলে একধর্ম্মাক্রান্ত,
আর নাহি রয় ঘরে;—
যত্নে নানা উপহার, দধি দুগ্ধ মিষ্টান্ন,
আর লয়ে যায় প্রতি শুক্রবারে॥
কোথা বা ভজন, কোথা বা পূজন,
লাগিয়ে দেয় শিবের গাজন,
কতকগুলো এক জায়গায় যুটে॥
জেতের বিচার আচারশূন্য,
একত্রে যুটে ছত্রিশ বর্ণ, ধোবা কলু মুচি।
বাগ্দী হাড়ী বামুন কায়স্থ,
ডোম কোটাল আদি সমস্ত,
সকলেতে এক অন্নেই রুচি॥

আহ্লাদে সব হয়ে একত্রে,
মনে ভাবেন জগন্নাথক্ষেত্রে,
ভক্তির নাই ত্রুটি।
ভগবানের নাম মুখে বলে না,
প্রেমভক্তির মতে চলে না,
সার কেবল ডালিমতলার মাটী॥
পরে না কপ্নী বহির্বেশ,
নয় বৈরাগী নয় দরবেশ,
নয় কোন ভেকধারী।
ওরা পুরাণ মানে, কি কোরাণ মানে,
তার কিছু বুঝিতে নারি॥
ওরা, নয় সাধু নয় পাষণ্ড,
দুয়ের বাহির যেমন ভণ্ড,
নয় খৃষ্টী নয় জোলা।
নয় পশু নয় জানোয়ার,
নয় তার নয় পালোয়ার,
নয় ডোঙ্গা নয় ভেলা॥
ওরা নয় যে দৈত্য নয় যে দানা,
কি গতিক ভাব যায় না জানা,
উল্টো সব হিন্দুয়ানী ধর্ম্ম।
দেবতা বামুন করে মানা,
অঘোর পণ্ডিত অগ্রগণ্য,
শুনতে নাই ওদের সে সব কর্ম্ম।
পরস্পর দেয় মুখে অন্ন,
সাবাস ওদের রুচিকে ধন্য,
মহাপ্রসাদ বলে করে মান্য।
কুড়িয়ে উচ্ছিষ্ট ভাত,
খেয়ে মাথায় বুলায় হাত,
আচমনের বিষয়েতে শূন্য॥
বিধবার নাই একাদশী, বিশেষ শুক্রবারের নিশি,
হয় ভোজন যার যে ইচ্ছামত।
মৎস্য মাংস ছানা মাখন,
উপস্থিত হয় যেটা যখন,
তখন তাইতেই হয় রত॥

আবার, কেহ সখী কেহ কিশোরী,
কর্ত্তা বাজান বাঁশরী,
কখন হন নিকুঞ্জবিহারী।
কখন হয় কৃষ্ণকালী, কখন হয় বনমালী,
কখন বা হয় গিরিধারী॥
কখন গোষ্ঠে চরায় ধেনু, মধুস্বরে বাজায় বেণু,
মুগ্ধ সকলে বাঁশের বাঁশীর রবে।
লীলা করে নানা রকম,
করে না কেবল কালিয়দমন,
তা হলে যে শমনভবন গমন কর্ত্তে হবে॥
যদি কেউ সাধ কর ভাই কর্ত্তাভজার দলে যেতে
হবি যেতে যেতে ছত্রিশ জেতে জেতে হতে হবে,
যেতে আর হবে না স্বর্গে,
স্বর্গের সুখ এই উপসর্গে,
ভুগ্‌বি সেই সংসর্গে, হতে হবে অধঃেতে॥
করে এইরূপ কৃষ্ণলীলে, মান্য করে শ্রেষ্ঠ বলে,
কলিযুগে আরো বা কত হবে।
কর্ত্তাভজার ভারী ধূম, যমের মতন করে জুলুম,
ঘুম ভেঙ্গে যায় তাদের কলরবে॥
ওদের একটী আলাদা তন্ত্র,
ত্যাগ করে সব ইষ্টমন্ত্র,
হয় মানুষ মন্ত্রে দীক্ষে।
ধর্ম্ম সব অধর্ম্ম-যোগ, কর্ম্ম করিল কর্ম্মভোগ
মূল কথাটা লুকোচুরী সব শিক্ষে॥
যায় কি ভগবানের কীর্ত্তি,
এতেও লোকের হয় প্রবৃত্তি,
পাঠ কি বলদ কেউ দেখে না মানে না।
কেউ আর লঘু গুরু, একাকারের হয়েছে সুরু
কিন্তু ভাই হতে বাকী থাকে না॥
মুচির ছেলে হলো দণ্ডী, চণ্ডালে পাঠ করে চণ্ডী,
জোলাতে যোগ শিখিছে শুনতে পাই।
মুগীর গলায় পৈতে দেখি,
আরো বা ভবে ঘটবে কি,
ভবের বাজার দেখে বলি হারি যাই॥

এখন নূতন কত হচ্ছে, অঘটনা ঘটে উঠ্‌ছে,
অনাসৃষ্টি এসে জুটিছে কত।
বিড়ালে ইন্দুরে সখা, হবিষ্যান্ন বাঘের ভক্ষ্য,
দেখে শুনে বুদ্ধি হলো হত॥
লোকের করে সর্ব্বনাশ, সকায়েতে স্বর্গবাস,
ফাঁসিতে মরে কাশীতে যায় যমকে দিয়ে
ফাঁকি।
পশু পক্ষী মেরে খায়, ধর্ম্মজ্ঞানী বলে তায়,
পরমহংস পঞ্চমপাতকী॥
খোঁড়ার নৃত্য দেখছে কাণা,
যম্বপুষ্প পুষ্করণীপানা,
কালা বসে বোবার গান শুনিছে।
কথায় বলে চিরকাল,
ঘোড়ার ডিম আর কাচের ছাল,
কর্ত্তা ভজে পরকাল,
দেখে এলাম তাঁতির হাতে বুনিছে॥
ঝিঁঝিট—ঠেকা।
অসম্ভব কি সাজালে সাজে।
বাজে লোকের কথা শুনে
বাজের অধিক গায়ে বাজে॥
বক মানায় না হংসমাঝে,
মুরগীকে কি ময়ূর সাজে,
বেতো ঘোড়া পক্ষীরাজে,
তুল্য হয় কি শুকে বাজে॥
গাধায় কি বয় হাতীর বোঝা,
সিংহের বনে শেয়াল রাজা,
কৃষ্ণ ত্যজে কর্ত্তা ভজা,
শুনি নাই সংসারের মাঝে॥
দেখে শুনে বলতে নাই অসম্ভব কথা।
জেনে শুনে যেতে নাই শত্রু আছে যথা॥
মানুষেতে কি কর্ত্তে পারে ভগবানের কার্য্য
রাখালে কি রাখ্‌তে পারে সসাগরা রাজ্য?
এমন মান্য কে আছে যে হরি হতে পূজ্য।
ধৈর্য্য কার আছে যে ধরা হইতে ধৈর্য্য।
এত শক্তি কে ধরে যে ধরে বসুন্ধরা।
এত সাধ্য কার আছে যে গণে গগনের তারা॥
এত তৃষ্ণা কার আছে যে সমুদ্র করে পান।
দেহ ধারণে হয় না দুঃখ এত কে পুণ্যবান্॥
এত সামগ্রী কার আছে দামোদরের
ক্ষুধা হরে
এত দর্প কার আছে যে কালের হাতে তরে
এমন দ্রব্য কি আছে যে সুধা হতে মিষ্ট।
এমন দ্রব্য কার আছে যে শত যোজন দৃষ্ট॥
এমন অস্ত্র কার আছে যে বজ্র করে নাশ।
এমন বীর কে আছে যে বধে হরিদাস॥
দ্রুতগামী কে এমন যে মনের অগ্রে চলে।
এমন ফল কি আছে যে বৃক্ষ নইলে ফলে॥
এত বুদ্ধি কার যে করে ব্রহ্মনিরূপণ।
কার এত ক্ষমতা খণ্ডে কপালের লিখন॥
কে এমন বৈদ্য আছে মৃতকে বাঁচায়।
কে এমন মনুষ্য আছে কর্ত্তা হতে চায়॥
অসম্ভব কি হয় রে বোকা,
চাঁদের তুল্য জোনাকপোকা,
বাসুকি নাগের তুল্য হয় কি ঢোঁড়া।
তুল্য হয় কি গরুড়ে কাকে,
মেঘের গর্জ্জন ঢাকে কি ঢাকে,
ঘোড়ার সঙ্গে তুল্য হয় কি ভেড়া॥
সাধুর কাছে যেমন চোর,
হাতীর কাছে বনশূকর,
পদ্মফুলের কাছে কি শিমুলফুল।
শুকের কাছে কি শকুনির শোভা,
সাগরের কাছে কি সার ডোবা,
গজমতির কাছে কি শোভে মুল॥
তুল্য হয় না কাঁচ আর হীরে,
গুবরে পোকা সত্যপীরে,
সত্য কর বাললে সত্য হয় না।
অমৃতের তুল্য হয় না বিষ, জগৎকর্ত্তা জগদীশ,
তাঁর কাছে আর কর্ত্তা শোভা পায় না॥

তবে যে কর্ত্তা কেমন কর্ত্তা শুন বলি ভাই।
সকল ঘরে কর্ত্তা আছে, কর্ত্তা ছাড়া নাই॥
(সে কেমন ?)
যেমন ঢেঁকীশালের কুকুর কর্ত্তা বনের কর্ত্তা পশু
শ্মশানেতে ভূত কর্ত্তা চোরের কর্ত্তা যাশু॥
গোরোস্থানে মামদো কর্ত্তা ভাগাড়ের কর্ত্তা দানা
ছাতিনিতলায় পেত্নীকর্ত্তা সেওড়াতলায় গোনা
মাঠে ঘাঠে রাখাল কর্ত্তা আঁতুড়ের কর্ত্তা দাই।
ভেড়ার গোলের বাছুর কর্ত্তা এর কর্ত্তাও তাই॥
সুরট—পোস্তা।
জগতের কর্ত্তা হরি আর কে কর্ত্তা আছে ভবে
মজ তাঁর পদাম্বুজে ভজ রে কেশবে সবে॥
যখন আসিবে শমন,
ধরিবে কেশে করিবে দমন,
বিনা সেই রাধারমণ,
শমন দমন কে করিবে॥
নিতাই চৈতন্য গোরা,
কেন ভজিলি নে তোরা,
শালগ্রাম ফেলে নোড়া,
পূজিলে তোদের কি ফল হবে॥
গুরু সত্য গুরু ব্রহ্ম, গুরু ভিন্ন কোন কর্ম্ম,
হয় না এই বেদে আছে উক্ত
গুরুতত্ব বুঝা ভার, তিনি ব্রহ্ম সারাৎসার,
বুঝে তত্ব যে হয় ভক্ত॥
গুরুকে দিবে কর্ম্মফল,
তবে সে ফলেব ফলিবে ফল,
ফলাতে পাল্লে চতুর্ব্বর্গ ফলে।
অসাধ্য-সাধন যোগ, কর্ম্ম ত্যজে ধর্ম্ম যোগ,
সেই যোগ শুভযোগ বলে॥
আছে নিগূঢ় তত্ত্বকথা,তার তথ্য পাবে কোথা,
সে কথা তো কথার কথা নয়।
আছে বস্তু না যায় ধরা,
ধরাধর যাঁর হস্তে ধরা,
তাঁকেই একবার ধর্ত্তে পাল্লে হয়॥

ধরা কি তাঁকে সাধারণ, তিনি নিত্য নিরঞ্জন,
নির্ব্বিকার নিত্যানন্দময়।
স্থূল সূক্ষ্ম সুশোভন, সহস্রানন সহস্র শ্রবণ,
বর্ণ তাঁর বর্ণ সহস্রাক্ষ সমুদয়॥
তিনি নিত্য নিরাকার, ইচ্ছাতে হয় তাঁহার,
সৃজন পালন ত্রিসংসার।
পাতি বিষ্ণু মায়াজাল, সৃজন করিয়ে কাল,
কালে সৃষ্টি করেন সংহার॥
নির্গুণ বেদে বাখানে, সগুণে বা কোনখানে,
কেবা জানে তাঁহার নির্ণয়।
মহাযোগী যায় সদা চিন্তে,
চিন্তিলে যায় ভবচিন্ত, অচিন্ত্য অব্যয়॥
লীলা হেতু নানা রূপ, ধারণ করেন বিশ্বরূপ,
সে রূপের তুলনা দিতে নারি।
তিনি সর্ব্বমূলাধার, সংসারের সারাৎসার,
নির্ণয় কে করে তাঁরে পুরুষ কি নারী॥
আছেন তিনি সর্ব্বঘটে,জেনে শুনে কই লভ্য ঘটে,
তিনি ঘটান তবেই ঘটে নইলে সাধ্য কার।
তাঁব কর্ম্ম করেন তিনি,ভক্তাধীন গোবিন্দ যিনি,
সুরধুনী পদে জন্ম যার॥
সেই ভক্তাধীন ভক্তজন্য, যুগে যুগে অবতীর্ণ,
ভক্তবাঞ্ছা পূরাবার তরে
রামরূপে কোদণ্ড ধরি, রাক্ষস দল-সংহারি,
কৃষ্ণলীলা করিলেন দ্বাপরে॥
হরিয়ে গোপীর মন, গোষ্ঠে করি গোচারণ,
গোবর্দ্ধন ধরিয়া কৌতুকে।
ব্রজ পোড়ে দাবানলে, পান ক রলেন ছলে,
ব্রহ্মাণ্ড দেখাইয়া মুখে॥
সুর-অরি আদি কংস কুরুকুল করি ধ্বংস,
হরি হরিলেন ক্ষিতিভার।
কে জানে তাঁহার অন্ত, দ্বারকায় দ্বারকান্ত,
অনন্ত না পায় অন্ত যাঁর॥
কৃষ্ণলীলা অপার সিন্ধু, জগবন্ধু দীনবন্ধু,
তাঁর মহিমা কে জানে।

যে নাম জপে মৃত্যুঞ্জয়, মৃত্যুকে করেছেন জয়,
হরিনামামৃত-সুধাপানে ॥
ইন্দ্র চন্দ্র হুতাশন, সদা ভাবে যে চরণ,
ব্রহ্মা ভাবেন ব্রহ্মভাবে সদা।
ছিদাম আদি সঙ্গে যত, সখাভাবে অনুগত,
বাৎসল্য ভাবেন যশোদা ॥
গোপীদের ভাব বিশ্বতাত,
বিশ্বের ভাব বিশ্বতাত,
ভক্তের বড় শক্তভাব ব্যক্ত নাই সংসারে।
শ্রীমতীর যে কত ভাব,সে যে ভাব ভবের ভাব,
কত যে ভাব কে বলিতে পারে॥
সেই রাধার ভাবেহয়ে ঋণী,শ্রীগৌরাঙ্গ চিন্তামণি,
নবদ্বীপে হলেন অবতীর্ণ সঙ্গে যত পরিবার।
কতেক বর্ণিব তার, নিত্যানন্দ আর শঙ্করারণ্য
যত ভক্ত খ্যাত ত্রিসংসার ॥
জীবকে দিয়ে হরিনাম, প্রকাশিলা পরিণাম,
যে নাম শ্রবণে জীব মুক্ত।
কিবা দয়া প্রকাশিলা মরি কি মাধুর্য্যলীলা,
হরি হরি বলেন নিযুক্ত ॥
এমন দয়াল প্রভু, তাঁরে ডাকিলিনে কভু,
ভুলে গেলি অসার সংসারে।
বল হরি শ্রীচৈতন্য, দূরে যাবে অচৈতন্য,
হরি হরি বল উচ্চৈঃস্বরে ॥

সুরট—পোস্তা।

গৌর গোবিন্দ বলে নিশান তুলে বসে থাক।
কৃতান্ত দূরে যাবে দয়াল নিতাই বলে ডাক ॥
গেল দিন ভবের হাটে, সূর্য্য বসিল পাটে,
খেয়া বন্ধ হলো খেয়াঘাটে,
এই বেলা তার উপায় দেখ ॥
নিত্য নয় অনিত্য দেহ, এ দেহে সদা সন্দেহ,
সঙ্গে যাবে না কেহ,কেউ কারু নয় জাননাক।
শিব করেছেন তন্ত্রসার, সংসারের মধ্যে সার,
পঞ্চ পথের পঞ্চমত দীক্ষা।

নাস্তিকেরা কর্ম্ম মানে, তারাও চায় ধর্ম্মপানে,
ব্রহ্মজ্ঞানী জ্ঞানী সব অপেক্ষা ॥
সৃষ্টি ছাড়া ওদেরমত,হাত মেপে দেয় নাকে খত,
জগৎকর্ত্তা মানে না জগদীশ।
সে কর্ত্তার নাই উপাসনা,
কাচে রাজী তেজে সোণা,
অমৃত ত্যজিয়ে খায় বিষ ॥
মাণিক ফেলায়ে দূরে, যতন করে কৌটা পূরে,
কুলে আঁটি রাখতে তাড়াতাড়ি।
পোড়া মাস্ক ফেলে ঠাকুর,
মিছরি ফেলে কোৎড়া গুড়,
শাল ফেলে লাল খেরোর মারামারি ॥
পুষ্পরথ ফেলে মাঙ্গ কুম্ভকারের চাক।
কাকাতুয়া উড়িয়ে দিয়ে সোণার পিঞ্জরে কাক ॥
ক্ষীরকে ফেলে রেখে নালিতের শাকে রুচ।
মাখাল মিষ্ট কি অদৃষ্ট জেতের শ্রেষ্ঠ মুচি ॥
একাদশীতে ভোজন সাঁজপূজনী ব্রত।
অগ্নি ত্যজে যজ্ঞ করা ভস্মে ঢালা ঘৃত ॥
দেবের দুর্লভ ভোগ নিবেদন কুকুরে।
মহাযোগে গঙ্গা ফেলে স্নান করা পুকুরে ॥
কাশীর চিনি ফেলে যেমন আহার করা ছাই
গৌর নিতাই না ভজিয়ে কর্ত্তাভজা তাই ॥
নিজ ধর্ম্ম ফেলে লোক হয় যেমন খ্রীষ্টান।
কর্ত্তাভজা জানিবে তারাও পূর্ব্ব অনুষ্ঠান ॥
ছত্রিশ জেতের প্রসাদ খেবে জাতিঘুচান লাভ
গুরুর সঙ্গে চাতুরী করে রাখালের সঙ্গে ভাব ॥
বানরে সঁপিলে রাজ্য সে তো পূজ্য হয় না।
জলের ফো। মিথ্যে যেটা সেটাও কিছু রয় না
মৃতদেহে ঔষধি দিলে ঔষধে গুণ করে না।
মানুষ কর্ত্তা ভজে কখন পরকালে তরে না ॥
কাঠবিড়াল আর বাঘের সঙ্গে তুল্য হয় না কভু
মরুইপোড়ার সঙ্গে তুল্য হয় কি মহাপ্রভু ॥
দেবতা যাঁর পদ সেবে মনুষ্য কোন্ ছার।
মহাপ্রভুর তুল্য নাই এ ত্রিন সংসার ॥

যেমন গঙ্গার তুল্য নাই ত্রৈলোক্যতারিণী।
সকল ব্যক্তি মলেই মুক্তি বেদের উক্তি জানি॥
সকল মুক্তির সার মুক্তি হরিপদসেবা।
শুকদেবের তুল্য জ্ঞানী আর আছে কেবা॥
বৃন্দাবনের তুল্য ধাম আর আছে কোথা।
হরির গোষ্ঠবেশ হতে যে বেশ সেটা কেবল কথা॥
গৌরলীলার তুল্য লীলা আর কি কোথায় আছে।
সকল লীলা হার মেনেছে গৌরলীলার কাছে॥
সকল তীর্থের সার জগন্নাথক্ষেত্র।
সকল সাধনের সার সুনির্ম্মল চিত্ত॥
সকল পুণ্যের সার অন্ন বস্ত্র দান।
সকল পুরাণের সার হরি-গুণগান॥
সকল কর্ম্মের সার নিষ্কাম কামনা।
সকল ধর্ম্মের সার হিংসাধর্ম্ম মানা।
সকল পক্ষীর সার গরুড় মহাপক্ষ।
সকল বৃক্ষের সার তুলসীর বৃক্ষ॥
রাক্ষসকুলের মধ্যে সার বিভীষণ।
বানরের মধ্যে সার পবননন্দন॥
অসুরকুলের সার প্রহ্লাদ রতন।
সেই সার যেই জন হরিপরায়ণ।

সুরট—পোস্তা।

ভব-সংসারের মাঝে অসার কাজে দিন হারালি।
ভরি সারাৎসারে দিনান্তরে,
গৌর বলে না ডাকিলি॥
যে নামে হবে বিপদ,পুজিলি নে সেই হরির পদ,
কেন ভেবে প্রমাদ, ঢেউ দেখে না ডুবাইলি॥
ওদের দলের প্রধান কর্ত্তা বাবু,
তিনি এবারে হয়েছেন কাবু,
সম্পূর্ণ হয়ে পড়েছেন দোষী,—
ইহার বিচার হয়েছে নবদ্বীপে পণ্ডিতের কাছে।
বলে কর্ত্তাভজা শুনি নাই ভাই
কোন্ পুরাণে আছে॥
ওরা ইন্দ্রজালিক মন্ত্রের দ্বারা
ভুলায় লোকের মন।
ঘরের মধ্যে দেখায় ইন্দ্র চন্দ্র হুতাশন॥
দ্রব্যগুণে দেখায় দ্রব্য সীসাকে দেখায় সোণা।
তাদের চটক দেখে চমকে লোক
সহজে হয় না কাণা॥
বাজীকরের ভেলকী যেমন বদল করে পাল্লা।
সকল দ্রব্য দেখাতে পারে
খাওয়াতে পারে গোল্লা॥
ভেল্কী কর্ত্তা যিনি বুঝিতে পারিলে হয়।
না বুঝে অমুকের গোষ্ঠী মজেছে সমুদয়॥
ছিল ঐ দলে এক প্রধান ভক্ত খুদিরাম চট্টো।
তার চেলা ছিল নারাণপুরে কাশীনাথ ভট্টো॥
এই কথা পাটুলিতে হয়ে গেল রাষ্ট্র।
কর্ত্তাভজা খুদিরামের হল বড় কষ্ট॥
সকলেতে ঐক্য হয়ে করে নিবারণ।
তা না শুনে খুদিরামের দুর্দ্দশা এখন॥
কেউ খায় না ভাত দেয় না হুঁকো,
ছিদেম সরকার মোগুল বকো,
এই দুজন ছিল তার সঙ্গী।
তারা কিছু মন্ত্র জানিত,
দুই একটী ভুলিয়ে আনিত,
তারাও ছিল ঐ রঙ্গের রঙ্গী॥
কেউ বা হয়ে দেকৃদারী,
জানায় গিয়ে রাজার বাড়ী,
রাজা তাদের আন্‌তে হুকুম দিল।
তারা কাঁদতে কাঁদতে
তিন জনাতে গিয়া হাজির হলো॥
রাজার কাছে রাজদণ্ড দিয়ে গেল বাড়ী।
কর্ত্তাভজা ত্যাগ করেছে, মুড়িয়ে গোঁফ দাড়ী॥

ঝিঁঝিট—রূপক।

কর্ত্তা-ভজনের সে সুখ ফুরিয়েছে।
প্রধান কর্ত্তারা, ত্যজে আখড়া,
তারা অন্ত বুঝে ক্ষান্ত হয়ে লম্বা দাড়ি মুড়িয়েছে॥

দেখ, সংপ্রতি এক খুদিরাম, পাটুলি নগরে ধাম,
বলিব কি রাম রাম যে অপমান হয়েছে ;—
গ্রামস্থ সমস্ত লোকে, একঘরে করেছে তাকে,
বিপদে ব্রাহ্মণ বড় পড়েছে ॥
দেয় না হুঁকোরে বড় দুঃখ রে,
বাড়ীর মেয়ে ছেলে কেন্দে বলে,
আত্মবন্ধু ছেড়েছে ॥

বিরহ।

কতকগুলি বিরহিণী বিষাদ অন্তরে।
আপন আপন মনের দুঃখ বলছে পরস্পরে ॥
তাদের মধ্যে ভব বলে বোল্‌বো কি রে সই।
ইচ্ছা হয় না ক্ষণেক কাল বেঁচে আর রই ॥
আমি বোলে সই আর আমি বোলে সই।
প্রাণে বাঁচি এখন গিয়ে হোলে জলসই ॥
কিবা কব নব প্রেম হইল যখন।
সে কথা হইলে মনে বিদরে জীবন ॥
সকল কথায় কোর্ত্তো বিনয়
বোল্‌বো কিবা আর।
ভাব্‌তো মনে আমি যেন গুরুপত্নী তার ॥
মুখের দিকে একদৃষ্টে থাক্‌তো সদা চেয়ে।
দেখ্‌তো না সে রূপবতী আর আমার চেয়ে ॥
ঠোঙ্গাভোরে খাবার এনে খাওয়াত যতনে।
মান কল্লে সৃষ্টিসংসার শূন্য ভাব্‌তো মনে ॥
পায়ে ধরে বিনয় করে কতই সাধিত।
চোকের জলে বুক ভাসায়ে কতই কাঁদিত ॥
আফিস্ ছেড়ে থাক্‌তো পোড়ে
আমার ঘরে এসে।
জরিমানার টাকা দিয়ে মান ভাঙ্‌তো শেষে
যেবারে মানের টাকা নাহি থাক্‌তো হাতে।
কত কাকুতি কর্ত্তো আর কুটো ধর্ত্তো দাঁতে ॥
তাতেও তখন মান না ভাঙ্‌লে আমার।
এনে দিত স্ত্রীর গায়ের খুলে অলঙ্কার ॥
দুটী যুগ গেছে কেটে এমনি সুখভোগে।
সম্প্রতি জানি না তারে ধোরেছে কি রোগে ॥
সামান্য কথায় ছল ধরিয়ে আমার।
রাগ করে যে চোলে গেছে এসেনাক আর ॥
কত ডাকাডাকি করি বাড়ী না মাড়ায়।
দেখা হলে মুখ বাঁকায়ে অমনি চলে যায় ॥
বিষদৃষ্টি হয়েছে তার আমার উপরে।
গুমরে গুমরে মরি হৃদয় বিদরে ॥
কি যে হোচ্ছে ফেটে যাচ্ছে হৃদয় আমার।
কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে মন বাঁচিনে রে আর ॥
কিবা কব জানিয়াছি বাঁচিব না আর।
বিরহ-জ্বালাই প্রাণ নাশিবে আমার ॥

ইমন—আড়খেমটা।

বিরহ-যাতনা সখি রে সহিব কত,
ভব তত্ত জানিয়াছি মনে এখন।
প্রেমিক প্রণয় ধনে, জীবনের সার গণে,
মীন কি বারি বিহনে, প্রাণেতে বাঁচে কখন ॥
গিয়েছি জন্মের তরে, দারুণ জ্বালা অন্তরে,
হৃদয় সদা বিদরে মরি এখন ॥
ভবর কথা শুনি তখন তারামণি কয়।
ওরে ভব তোর তো তবে প্রেম মন্দ নয় ॥
চিরকালটা সুখে গেছে না হয় এখন।
দিনকতকটা দুঃখ ভোগ করিছ এমন ॥
বহুকালের মাখামাখি যাবার তাহা নয়।
আবার এসে জুট্‌বে তোর প্রেমে নাহি ভয় ॥
আমার কথা বোল্‌বো কিবা এমনি কপাল মন্দ
দিবারাত্রি আমার সঙ্গে করে মিছে দ্বন্দ্ব ॥
সোণার বরণ কালি দিদি হয়েছে তার পাকে।
ভাল কথা বল্লে পরে মন্দ ভাবে তাকে ॥

আর এক বিরহিণী বলে বলুব কি আর বল
আমায় ছেড়ে গেছে মাস পাঁচ ছয় হলো॥
সরোবরের ঘাটে যদি কখন দেখা হয়।
মুখে যাব বলে কিন্তু কাজে তাহা নয়॥
কেউ বলে ভাই পরের জন্য মজালাম জাতিকুল
লভ্য করিব বলে শেষে হারালাম মূল॥
পরের সঙ্গে কল্লে আলাপ থাকে নাকো পরে।
দেখ্‌ছে শুন্‌ছে ঠেকৃছে লোক তবু তো
আলাপ করে॥
তবে কারু কপালগুণে শতকে মিলে একজন।
চির-কালটায় কাটায় সুখে করে না অন্য মন
যদি কোন নারীর সঙ্গাত থাকে,
খাওয়ায় ছানা ক্ষীর।
সেটা সুধু আলাপ নয় পেটটালা ফিকির॥
দিয়ে টাকাকড়ি, কত বুড়ী, বশ করে রাখে।
প্রেম নয় সে তাতে কেবল কীর্ত্তি একটা থাকে
বয়সে হলে প্রেম রাখা কার বা বাপের সাধ্যি
সেটা কেবল জান ভাই ভাঙ্গা হাটের বাদ্যি॥

(আর এক ধনী কহিতেছে)—

আলাপের রীতি তোরা শুন্‌তে চাস্ যদি।
প্রেমকে পরশ তুল্য প্রাণ পুরুষ মেলে যদি॥
নয়নে নয়ন মিশায়ে সদা নিকটে রবে।
ভালবাসা মাখাইয়া সকল কথা কবে॥
পরিজনদের ভাব্‌বে পর ঘরকে দেখ্‌বে বন।
ভালবাস্‌বে একব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডে যেমন॥
এমন প্রেমের প্রেমিক হলে তবে প্রেম হয়।
বলিতে কি প্রেমিক পুরুষ সকলে কি হয়॥
মনের মতন মেলা ভার শতকে যদি ঘটে।
তার সঙ্গে কল্লে আলাপ কখন না চটে॥
তার কাছেতে কল্লে মান মানে মান থাকে।
প্রাণ তুল্য ভাবে তাকে প্রাণ দিয়ে প্রাণ রাখে
কয় মিষ্টি কথা দৃষ্টিমাত্রে সুজন যে জন হয়।
তার কাছেতে তুচ্ছ করি বিরহের ভয়॥

সে, বয়েস হলেও যায় না ফেলে,
করে না ছাড়াছাড়ি
যত প্রেমের বয়েস বাড়ে তত বাড়াবাড়ি॥
অরসিকের সঙ্গে প্রেম চিরদিন না থাকে।
বয়েস হলেই অমনি গিয়া দাঁড়ায় সে ফাঁকে
পোড়াকপালে পুড়িয়ে মারে আর বলিব কি।
এমন প্রেমের রীতের মুখে আগুন জ্বেলে দি॥
শঠের সঙ্গে কল্লে আলাপ সুখী হয় না মন।
পশুতে কি যত্ন জানে রত্ন কেমন ধন॥
অমূল্য রতন হয় নারীর জীবন
রসিকে ত্যজিতে তাহা পারে না কখন॥
প্রেমবস্তু প্রেমাধীন সঁপিতে হয় পরে।
রসিকের শেষ বলি যে শেষ রাখ্‌তে পারে॥
সকলে কি বুঝতে পারে আলাপের কি ধর্ম্ম।
বিচ্ছেদকে ছেদ করিলে থাকে আলাপের ধর্ম্ম

সুরট—পোস্তা।

যে জানে প্রণয়ের কর্ম্ম সে অধর্ম্ম করে না।
রত্ন বলি যত্ন করে, যৌবন গেলে ছাড়ে না॥
আছে বিধাতার সৃষ্টি, সৃষ্টির উপর অনাবৃষ্টি,
যার যাতে লাগে মিষ্টি তেতোমিষ্টি সে বুঝে না
কেন কও কটুভাষা, পরস্পর সমান দশা,
হলে পরে মনটা কষা,
ধনটা দিলেও আর ফেরে না॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি যুগ-চতুষ্টয়।
দেখ চেয়ে সকল নারী সতী কিছু নয়॥
সতী ও অসতী দুই হয় দরশন।
রকম সকম কত আছে পুরাণে নিয়ম॥
অম্বিকা আর অম্বালিকা ব্যাসের কৃপায়।
ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু আর বিদুরকে পায়॥
পাণ্ডুপত্নী কুন্তী তিনি মন্ত্র আচরিয়া।
রবি ধর্ম্ম বায়ু আর বাসবে সেবিয়া॥
চারি পুত্র পেয়ে তিনি হলেন পুত্রবতী।
অশ্বিনীকুমারে সেবিলেন মাদ্রী সতী॥

দুটী পুত্র হলো তার তাঁহার কৃপায়।
নকুল আর সহদেব বিদিত ধরায়॥
অহল্যা বাসবে সেবী পাষাণী হইল।
শ্রীরামের করস্পর্শে স্বদেহ লভিল॥
মৎস্যগন্ধা দাসকন্যা বিদিত ধরায়।
মুনির কৃপায় পুত্র বেদব্যাসে পায়॥
অঞ্জনা কেশরি-পত্নী সেবি সমীরণে।
হনুমানে লভে পুত্র ভাগ্যের কারণে॥
রাবন-নিধন হতে মন্দোদরী সতী।
শোক ত্যজি বিভীষণে পাইলেন পতি॥
বালীর বনিতা তারা বালীর নিধনে।
সুগ্রীবে পাইল পতি ভেবে দেখ মনে॥
কত আর কব আছে বিস্তর এমন।
জাহ্নবী শান্তনুরাজে করিল বরণ॥
তাঁর পুত্র ভীষ্মদেব খ্যাত ধরাতলে।
ভারতে তাঁহাকে দেখ গঙ্গাপুত্র বলে॥
দেবতাদিগের বেলা লীলা বলি ঢাকে।
আমাদের পক্ষে কেবল পাপ লেখা থাকে॥
তারা সব সতী বোলে হলেন পরিচিত।
নাম নিলে তাহাদের পাপ তিরোহিত॥
কুলকলঙ্কিনী তাই আমরা ধরায়।
মলেও অসীম দুঃখ হইবে তথায়॥
তারা সব প্রেম করি পেলেন সতী নাম।
অনায়াসে লভিলেন ধর্ম্ম অর্থ কাম॥
আমাদের প্রেমে তাই যন্ত্রণা অপার।
সহে না সহে না প্রাণে কি বলিব আর॥

খাম্বাজ—তেলেনা।

তুম তানানা দেরেনা দরেনা প্রাণতো বাঁচে না
ধাকিটি ধাকিটি বাজিছে রে ভাল,
একি হলো কাল, প্রাণ বাঁচে না॥
গাইছে রে ধনী ধ্বনি,
মৃদঙ্গের ধ্বনি, শুনিতে ভাল।
বাজে ধাধা ধাকুট, ত্রেকুট ত্রেকুট,—
বাজে তেলেনা॥
আলাপের রীতি আছে নানা,
হয় তো মাটী নয় তো সোণা॥

তারামণির কথা শুনে পদ্মমণি কয়।
প্রেম করা কি সহজ, সেটা মুখের কথা নয়॥
প্রেম কোথা,প্রেমিক কোথা তাহা নাহি জানে।
প্রেম প্রেম করে কেবল আপনি মরে প্রাণে॥
বিশুদ্ধ ও প্রেতত্ব প্রেম আছে দুই প্রকার।
যে যেমন প্রেমিক পায় তেমনি ফল তার॥
কেহ প্রেম করে সুখে স্বর্গে গিয়া রহে।
কেহ উপসর্গে পড়ি সর্ব্বকাল দহে॥
মোক্ষ-প্রণয়ের পথে যায় যেই জন।
অনায়াসে নাশে ঘোর ভবের বন্ধন॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ পায়।
যে প্রণয়ে মজলে ভবে আসা দূরে যায়॥
যে প্রণয়ে ধ্রুব শিশু গিয়ে ঘোর বনে।
বহু কষ্টে পেলে পদ্মপলাশলোচনে॥
হিরণ্যকশিপু পুত্র প্রহ্লাদ ধীমান্।
যার প্রেমে করিলেন হরি গরল পান॥
সে প্রেমেতে মজা আছে পদ্মা জানি মনে।
পুত্রের কাটিয়া মুণ্ড দিলেন ব্রাহ্মণে॥
মোক্ষ প্রণয়ের গুণ এরূপ সকলি।
প্রেতত্ব প্রেমের কথা শুন তবে বলি॥
থাকে সর্ব্বক্ষণ সন্নিকটে চক্ষের আড় করে না।
অদর্শনে অসীম দুঃখ কিছুই সুখ ত ঘটে না॥
বিচ্ছেদ ছেদন করে প্রণয়ের মূল।
সর্ব্বদা চঞ্চল মন বিরহে ব্যাকুল॥
হুতাশ নামেতে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়।
নিশ্বাস-পবন তায় ঘন ঘন বয়॥
মন-পতঙ্গ পুড়ে মরে অনল-শিখাতে।
ধৈর্য্য শান্তি নিবৃত্তি আদি পলায় তফাতে॥
অধৈর্য্য-উত্তাপে মন পোড়ায়ে অনলে।
তাকে নিবাইতে নাহি পারে নয়নের জলে॥

ওলো, এ প্রণয়ে কত জন পোড়ে দেখতে পাই
কেবল অপমান কলঙ্ক থাকে,
আলাপ পোড়া ছাই ॥
বিশুদ্ধ ও প্রেতত্ব প্রেম শুনিলে সকলি।
অতঃপর ফাক্ক প্রেম শুন তবে বলি ॥
ফক্কি প্রেম ফক্কিকারী সকল প্রেমের ওঁচা।
তার আগা গোড়া ধোঁকার টাটী,
কিছুই নহে সাঁচা ॥
বেচে বাড়ীর পাটা, কত বেটা ফক্কি প্রণয় করে।
বোড়ায় পিচু দে মেরে বেশ্যার দ্বারে,
জেতের দফা সারে ॥
তাদের বাবুযানা, কি কারখানা,
ধোপার কাপড় নিয়ে।
কেবল তিলকাঞ্চনে রাত্রি কাটান,
ছেঁড়া চেটায় শুয়ে ॥
থাকে হাটে পোড়ে, পত্নী ছেড়ে,
সদাই খুসী দিল্।
জলপানের বরাদ্দ কেবল চৌকীদারের কীল ॥

মুলতান—খেমটা।

মরি কি বাবুগিরী, দিয়ে ঠোঁটে গিরি,
বেড়িয়ে বেড়ান।
আবাল শিক্ষে, করেন ভিক্ষে,
পরের খেয়ে দিনটী কাটান ॥
ব্রাণ্ডী রেণ্ডী গাঁজা গুলী,
ইয়ার জুটে কতক গুলি,
মুখেতে সর্ব্বদা বুলি,
হট বোলে দেয় গাঁজায় টান,
পড়ে থাকে বেশ্যার বাড়ী,
হয়ে তাদের আজ্ঞাকারী,
চলে তাদের মনটী ভারী,
হুঁকোটি কল্কেটী পানটী যোগান ॥

পদ্মমণি বলে দিদি কি বলিব আর।
প্রেতত্ব বিশুদ্ধ প্রেম বল্লেম দুই প্রকার ॥
যার যেমন ভাগ্য তার তেমনি প্রেম ফলে।
কালের দোষে প্রেতত্বেই অনেক লোক চলে ॥
প্রেতত্ব প্রেমেতে দিদি কিছু নাই সন্ধ।
স্ত্রী পুরুষ উভয়ের পরে হয় মন্দ ॥
আমরা সেই প্রেতত্ব-প্রেমের পথে গিয়া।
অসহ্য যাতনা সই হৃদয়ে ধরিয়া ॥
কুল গেছে মান গেছে কিছু নাহি আর।
জঠরের জ্বালা আছে ভাবনা অপার ॥
ইহলোকের যত জ্বালা বল্লেম তোর কাছে।
পরলোকে লোহার ডাণ্ডা যমের বাড়ী আছে ॥
অগ্নিতুল্য তপ্ততৈল অঙ্গে দিয়া ঢেলে।
বিষ্ঠা কৃমি পূর্ণ নরক-কুণ্ডে দিবে ফেলে ॥
মস্তক তুলিলে মুগুর মারিবে এমন।
দুর্দ্দশার সীমা আর রবে না তখন ॥
আবার, যুক্তি শুনিস্ যদি শেষটা ভাল হবে।
করিব বিশুদ্ধ প্রেম বনে গিয়ে সবে ॥
আর এক নারী হেসে কয়,
তোদের ও সব কর্ম্ম নয়,
প্রেমের সাধন কর্ত্তে হলে বনে যেতে হয়।
কেউ বলছে আমার মতে,
বনে কেন হবে যেতে
দিদির মতন বিধি আমার নয় ॥
হৃদয় হইবে অতিরম্য তপোবন।
হইবে লাবণ্য তায় কুটীর বন্ধন ॥
লয়ে লজ্জা ধিক্কার চেলাগণ সাথে।
কলঙ্কের কমণ্ডলু করিব লো হাতে ॥
বেণী কটা হবে জটা মাখালে বিভূতি।
সন্তাপ হইবে যেন কেশব-ভারতী ॥
কথা শুনে সকলের ভাক্তি জন্মে শেষ।
সকলে উঠিল বলে বেশ বেশ বেশ ॥
সকলেতে ঐক্য হয়ে বসে প্রবোশল।
নদে আঁধার করে নিমাই যেন সন্ন্যাসে চলিল ॥
প্রথমেতে প্রণয়ব্রতে যায় বিরহিণী।
এক পুরুষ এলো তথা হয়ে রাহাদানী ॥

তখন, বিরহিণী জিজ্ঞাসিল,
কে তুমি হে বল বল,
আমি তোমার পরিচয় চাই।
সে বনে আমি লম্পট, পরের খেয়ে চম্পট,
করি আমি, নাম ধাম কিছুই আর নাই॥
মুখে করি হুট হুট, জলপান আমার বিস্কুট,
পায়েতে ইংরাজী বুট,
লোকের গায়ে দিয়ে বেড়াই খোঁচা।
কথা কই সব লম্বা লম্বা, ঠাকুরঘরে খাই রম্ভা,
সন্ধ্যাহ্নিক অষ্টরম্ভা,
গলায় পৈতের গোছা॥
অপব্যয়ে বিতরণ, অধর্ম্মে সর্ব্বদা মন,
তাতেই অর্থ বিতরণ
ধর্ম্ম নাই এক কাচ্চা।
যেখানে সেখানে যাই
জাতের বিচার কোথাও নাই,
হাস্যমুখে অন্ন খাই,
বলে থাকি আচ্ছা॥
পরিবারে দেয় গালি, ঘরেতে নাহিক চাল,
সদাই নবাবি চালি, পরি কালাপেড়ে ধুতি।
সদাই আমার দিল্ খুসী,
মদে গেল কোশা কুশী,
ঠিকে তথা অন্ন লুসি,
লম্পট খেয়াতি।
শুনি লম্পটের বাণী, সহাস্যবদনে ধনী,
বলে, তোমার পেলাম পরিচয়।
বসে কর আশীর্ব্বাদ,
ঘটে না যেন কোন প্রমাদ,
যেন আমার যোগসিদ্ধি হয়॥
ভক্তিভাব কব কত, যে ভক্ত ভগীরথ,
করেছিল গঙ্গা-আরাধন।
তখন, কমলা বিমলা সরলা চাঁপা,
আরম্ভিল পঞ্চতপা,
প্রেমতাপে তাপিত ত্রিভুবন॥

অধৈর্য্যতা গ্রীষ্মকালে, অসুখের কাষ্ঠ জ্বালে,
হুতাশ করিল হুতাশন।
জ্বালিয়া সন্তাপানল, ধ্যানে চিত্তে চিন্তানল,
কি কহিব তার বিবরণ॥
ব্যাকুল মেঘেতে ভীতু, পাইয়ে বসন্ত-ঋতু
তাহে ধনী নাহি থাকে ঘরে।
নেত্রবারি অবলম্ব, মহাশীতে জলস্তম্ভ,
হেন তপ তপোবনে করে॥
তপস্বিনী তপের তাপে, শমন পবন কাঁপে
ঋতু-রাজার সিংহাসন নড়ে।
বসন্ত ভূপতি কন, দেখ দেখি হে মদন,
বনেতে তপস্যা কেবা করে॥
একবার ত্রেতাযুগে নিষাদপুত্র তপ আরম্ভিল।
রামরাজ্যে বিপ্রসুত অকালে মরিল॥
কোকিল ভ্রমর আদি মলয়পবন।
বিরহিণীর নিকটেতে করিল গমন॥
তেজঃপুঞ্জ বিরহিণী দেখে মনে ভয় পায়।
বসন্তের সেনাগণ পলাইয়ে যায়।
দুঃখে দুটী চক্ষে জল, বহিতেছে ছল ছল,
মনোদুঃখে আছে মৌনভাবে।
এক প্রবীণে এসে তথা,
বলে আয় গো গেল কোথা,
অনেক দিনের পরে দেখাটা হবে॥
এসো এসো বলে তারে
মুখে সমাদর করে,
পরে তারে কহে বিবরণ।
সে বলে তোর কিসের ভয়,
দয়া করিবেন দয়াময়,
শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীশচীনন্দন॥
শুনিয়ে প্রবীণের উক্তি, জনমিল হরিভক্তি,
প্রেমভক্তি শুনতে বাসনা হলো।
বলে, হবো আমি সেবাদাসী,
নাম হবে মোর প্রেমবিলাসী,
কিংবা হবে গৌরমণি গৌর গৌর বলো॥

রসকলি পরিয়ে নাকে,
ভিক্ষের একটা চুপড়া কাঁকে,
রকম মাফিক করিয়া করে নিল।
গায়ে দিয়ে নামাবলী,
গলাতে তিনকণ্ঠী মালা দিল॥
তখন ক্রমে হলেন উপনীত নবদ্বীপধামে।
কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ ধ্বংস যার নামে॥
মহাপ্রভু-দরশনে ভাবের উদয়।
বলে, কৃপা কর প্রভু দীন দয়াময়॥
তখন, ধনী পেলে আপনার বধুর দেখা,
অঙ্গে গোপামাটী মাখা,
বসে আছে কত রঙ্গে।
পূর্ব্বের ভাব সকলি গেছে,
ভাবের ভাবুক জুটেছে কাছে,
সারি সারি হরিনাম লিখেছে সর্ব্বাঙ্গে॥
বসেছে প্রেমভক্তি খুলে,
কেলিকদম্বের মূলে,
প্রেমচাঁদ নামে হয়েছে আখড়াধারী।
দেখে তার ভক্তিভাব,
প্রেমমণির পূর্ব্বভাব,
উদ্দীপন হলো ত্বরা করি॥
প্রেমমণি কয় কে হে তুমি,
ভণ্ডযোগী দেখ্‌ছি আমি,
পণ্ডশ্রম কেন মিছে করিছ।
কালনেমির মতন আকার,
বোধ হয় তেমনি প্রকার,
মনে মনে লঙ্কাভাগ করিছ॥
কপট-ভক্তির কর্ম্ম নয়, রিপুজয় কর্ত্তে হয়,
সাধনা কি অমনি হয়,
শুধু শুধু পোদে দিলে কপ্নী।
বৃক্ষ নইলে ফল ফলে না,
শুক্‌নো ডাঙ্গায় তরী চলে না,
জলে কখন শিলে ভাসে না,
হরি মেলে না আপনি॥

শুন শুন শুন ওহে ও বৈরাগী,
হতে পার যদি সর্ব্বত্যাগী,
বিবেক জন্মিলে জ্বালা চুকবে।
নইলে তুমি পড়্‌বে ফেরে,
মাগমারা নয় দেয়ানে হেরে,
শিং ভেঙ্গে কি বুড়ো এঁড়ে,
বাছুরের পালে ঢুকবে॥
ফোঁটা কেটে তার ভিতরে বসো,
ভক্তিডোরে ভ্রমকে কশো,
সাধুর অধরামৃত খাও হে।
না জেনে ভজনের গোড়া,
হয়ে বসেছ মস্ত গোঁড়া,
ক্ষমতা নাই ধর্ত্তে ঢোঁড়া,বোড়া ধর্ত্তে চাও হে॥
যায় নাই তোমার দুষ্টবুদ্ধি,
কিসে হবে হে অঙ্গশুদ্ধি,
ভূতশুদ্ধি ভূতে কি কর্ত্তে পারে।
ছাগলে ধর্ত্তে পারে না বাঘ,
যোগে যাগে হয় না যাগ,
কাটে না পাষাণ, ভোঁতা কুড়ুলের ধারে॥
কাদ্দিন যোগশিক্ষার সুরু,
কে তোমার প্রেমদাতা গুরু,
অটলবিহারী পটোল গুরু কে হে।
সেবাদাসী কটী আছে,তারা কেন নাই হে কাছে,
এ ভাবের ভাবে মজেছে যে হে॥
যা হোক্ সেজেছ ভাল ঠুঠামটী,
রাম রাম রাম যেন পাকা জামটী,
ভেক দেখে যে ভেক ভেকিয়ে উঠছে।
বল্‌ছ কোথা গোরহরি,
ভাবের বালাই লয়ে মরি,
নেড়া নেড়ী যে কত এসে জুট্‌ছে॥
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমের প্রেমী,কতদিন হয়েছ তুমি,
চৈতন্য তোমার বুঝি দিয়েছেন চৈতন্য।
ত্যজ্য করে গৃহবাসে, কবে এসেছ সন্ন্যাসে,
হরিনামে বিশ্বাস, হলে হবে ধন্য॥

সুরট—একতালা।

বল হে কার ভাবে, কি ভাবের অভাবে,
এ ভাবেতে কবে হলে মত্ত।
কও হে সত্য কথা, কে তব প্রেমদাতা,
তত্ত্বকথায় কোথায় পেলে হে তত্ত্ব॥
বড় দয়াল আমার নিতাই শ্রীচৈতন্য,
কৃপা করে তোমায় দিয়েছেন চৈতন্য
তাইতে হলে ধন্য, জন্মান্তরে পুণ্য
তোমার ছিল হে,—
তাইতে গৌরপ্রেমে তুমি হলে প্রমত্ত॥
তখন লজ্জা পেয়ে কয় বৈরাগী;
আবার মন্তে এসেছে মাগী,
যার জ্বালাতে হয়েছি দেশান্তরী।
সকল মায়া ত্যজেছিলাম,
ভেক লয়ে ভেকধারী হলেম,
আবার তাকেই জুটিয়ে দিলেন হরি।
কোথা হতে ঘটিল রোগ, হয়েছিল বড় সুযোগ,
ভঙ্গী করে ভাঙ্গিতে যোগ,
মাগী আবার এলো।
যার জ্বালাতে হই বৈরাগী,
গৌরাঙ্গের অনুরাগী,
আবার এসে জুটিল মাগী,
আরে মলো মলো॥
বৈষ্ণবী কয় ও বৈরাগী, তুমি তো বড় বদরাগী,
বিরাগ হইলে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় না।
পড়িতে হয় ভাগবত, ব্যাখ্যা করে তাবত,
পণ্ডিতেরা ভাষাকথা কয় না॥
জানি তোমার যত গুণ, বিদ্যাতে যত নিপুণ,
খুলে বল্লে বাকী কিছু রয় না।
তোমার যত পাণ্ডিত্য, আমি জানি সকল তত্ত্ব
উচিত বল্লে গায় তোমার সয় না॥
আছে কেবল কথার আঁটুনি,
না ডোঙ্গা নাই শুধুই পাটুনী,
বসে বসে কু-কাহিনী, গর্জ্জে গগন কাটে।
তোমার বিদ্যা বুদ্ধি আছে জানা,
ক-অক্ষর খুঁজে মেলে না,
ডুবুরী নামিলে পেটে॥
শুনি বৈরাগী করে উষ্ম,
বলে বাসনে কথা দষ্য,
নইলে দণ্ড দিব তোরে এক্ষণে।
জানি তোর নারীর রীত,
সকল কর্ম্মে বিপরীত
বিপদ ঘটে নারীর সঙ্ঘটনে॥
নারীর জন্যে দশানন, সবংশেতে নিধন,
সর্ব্বনাশ নারী হতে ঘটে।
সহস্রলোচন হইল ইন্দ্র, নারী হতে কলঙ্কী চন্দ্র,
নারী হতে বন্ধু-বান্ধব চটে॥
নারীর জন্যে পাণ্ডু মরে, নারীতে সকল পুণ্য হরে,
নারী হতে হয় নরকেতে বাস।
নারীর জন্যে কুরুবংশ, সবংশেতে নির্ব্বংশ,
নারী হতে ঘটে সর্ব্বনাশ॥
বৈষ্ণবী বলে সইতে নারি, নারী হতে উপকারী,
বল দেখি কে আছে ভারতে।
নারী হতে সত্যবান, মরে পায় প্রাণদান,
সাবিত্রী সতী বলে ত্রিজগতে॥
যার হয় পূর্ণ গ্রহ, নারীশূন্য তারি গৃহ,
নারী নইলে কোন কর্ম্ম হয় না।
নারী হতে হয় কর্ম্মসূত্র, যে সূত্রেতে জন্মে পুত্র,
পুত্র নইলে জলপিণ্ড পায় না॥
পতি যদি পাপ করে, নারী সহমৃতা মরে,
পাপ তাপ সকল হরে অনায়াসে হয় মুক্তি।
শক্তি ভিন্ন জীর্ণ তনু মহাদেবের উক্তি॥

মুলতান যৎ।

আছে কার এমন শক্তি, শক্তি ভিন্ন দেহ ধরো,
সকলি হয় শবাকার, শক্তি যদি শক্তি হরে॥
আছে এই ভবের উক্তি, শক্তি ভিন্ন হয় না মুক্তি,
সাদরে সাধক ব্যক্তি, শক্তি উপাসনা করে॥

শক্তি হয় সর্ব্বভজনের মূল,
হরি তার প্রতি হন সানুকূল,
শক্তি প্রতিকূল হলে, দুই কূল যায় রে।
হরি থাকেন তার অন্তরের অন্তরে ॥
এইরূপেতে দুইজনাতে লেগে গেল ঝগড়া।
বৈরাগী বলে হরিভজনে হল আমার বাগড়া॥
শুনেছি এক মর্ম্মকথা আছে ধর্ম্মনীতি।
অশুভকাল হরণ জন্য পলাবে শীঘ্রগতি ॥
হরি বলি যাত্রা কত্তে পড়ে গেল বাধা।
বলে, যে না মানে খোনার বচন সেই বেটা
বড় গাধা ॥
হলো একে আর গ্রহ দ্বিগুণ রক্ষে পাই কিসে।
অমৃত পান কত্তে এসে জ্বলে মলাম বিষে ॥
আছেন এইরূপেতে অটলবিহারী
পটল তুলিবার আশে।
এমন সময় গৌরমণি তার টিকী ধল্লে এসে।
বসন্তবাহার—তেলেনা।
দিলে না দিলে না আমায় ভজিতে গৌরাঙ্গে।
মরি কিবা রূপ, যার নাই স্বরূপ,
সনাতন ডুবেছে রূপসাগর-তরঙ্গে ॥
একবার যে দেখেছে মোর শ্রীচৈতন্য,
অমান হয় সচেতন্য,
অচৈতন্য দূরে যায় তার তখনি,
আহা কিবা, মূর্ত্তি মহাপ্রভু,
দেখি নাই নয়নে কভু,
পরশেতে ধন্য হল ধরণী ;—
গৌরহরি নাম, জীবের পরিণাম ;
হোক্ দাশরথির মতি গতি গৌরাঙ্গ-প্রসঙ্গে ॥
কহিতেছে গৌরমণি,দেখেছি তোমার মদ্দানা,
কে তোমাকে নাও নাও করিছে।
কথা শুনে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে,
কাঁদিছে কার কটা ছেলে,
খেতে পাই নে দাও বলে,
কে তোর পায়ে ধরিছে ॥

গৌরমণি কয় দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া,
ঘুচাব প্রেমভক্তি পড়া,
বলে কথা কড়া কড়া, কোথা যাবি বৈরাগী।
তুই আমার সঙ্গে করিস্ জোর,
তুই রে আসল মাসুল-চোর,
ধরেছি তোকে করেছি আমি দাগা ॥
চুরী দাঙ্গা নালিশে, এখনি ধরিবে পুলিসে,
গোটা দুই জাল সাজিকেসে,
বঁধু তোমাকে বড়ঘান খাটাব।
করিস্ যদি বাড়াবাড়ি, তবে দিব হরিণবাড়ী,
না হয় তো পুলোপিনাং পাঠাব ॥
না কত্তে মোকদ্দমা, করিস্ যদি রাজীনামা,
আমার কাছে আগে হও রে রাজী।
তবে রে নাই মোক্তারের কাছে,
এখন আমার এক্তার আছে,
কিন্তু না গেলে পর, পেঁচ লাগিবে আজি ॥

বসন্ত-আগমনে বিরহিণী-দিগের বিরহ।

—*—

হেমন্ত মেয়াদ গত, বসন্ত হলো আগত,
ওষ্ঠাগত বিরহিণীর প্রাণ।
আমলা ঘোর তস্কর, দুরন্ত রাজ-কিঙ্কর,
ঘন ঘন চাহে কর, নাহি পরিত্রাণ ॥
বাষ্ট হলো ত্রিপুরে, রাজকাছারী চিৎপুরে,
রতন নায় যতন করে দিয়েছে।
করিতে মহল শাসন, সদা লয়ে শরাসন,
সহরে সহরে ঘুরিতেছে।
পিকবর মধুকর, এদের শাসন দুষ্কর,
করের জন্যে বাঁধে গিয়ে।
করিতে দ্বিগুণ ব্যাপার, সবে হয়ে গঙ্গা পার,
ঘোর ব্যাপার হলো পাড়াগাঁয়ে ॥

চাহে কর পিকবর, রোমাঞ্চ হয় কলেবর,
ঘুটে একত্রে যত বিরহিণী।
কেহ বলে,সই যাই কোথা,কব যে মনের কথা.
রহে সবে যেন পাগলিনী॥
এক ধনী কয় কি করি,
পতি গিয়াছে বিবাহ করি,
পিতা-মাতায় আদর করি,রাখিবে কত দিন।
রুচে না সই ভাত আর,জন্মে পেলেম না ভাতার'
আশাপথ চেয়ে তার, আছি নিশিদিন॥
ষোল বৎসর হলো বয়স, রমণ রমণ রস,
জন্মে তো জানি নাই লো দিদি।
রইল কান্ত দেশান্তরে,যে যাতনা পাই অন্তরে.
এ ব্যাধির কোথা পাই ঔষধি॥
হৃদয়ে জ্বলিছে আগুন, দিদি তার এমন গুণ.
গুন গুন করিয়ে কাঁদি কত।
মরি মদনের শরাসনে,পাছে পিতা মাতা শুনে,
শয়নাসনে পড়ে থাকি জ্ঞানহত॥
এ কি সই হলো দায়, গেলাম প্রেমের দায়,
কুলশীল রাখা দায় হলো।
দুঃখের কথা যায় কি বলা,বিধি করেছেন অবলা,
বলাবলিতে কত রাখি বল॥

পরজ—একতালা।

বুঝি কুলশীল রাখা হলো দায় লো।
এ কি দায় লো, হায় হায় লো,
বুঝি জীবন যায় লো,যে যাতনা কব সখী কায় লো
পতির সহ বঞ্চিতে,পেলাম না তাতে বঞ্চিতে,
যে দুঃখ চিতে,জ্বলে প্রাণ যেন রাবণের চিতে,
থাকে প্রাণ কদাচিতে,কিসে রস বজায় লো।
মরি লাজে পেয়ে লাজ যায় লো॥

শুনে বলে আর এক নারী,
আর যাতনা সইতে নারি,
থাকতে পতি উপপতি কার কেমনে।
বলে গিয়েছে আসিব কাল,
কাল হলো মোর বিষম কাল,
আর কতকাল প্রবোধ মানে॥

গণ্ডমূর্খ এমন অসভ্য,
আমার মাথায় হাত দিয়ে করে দিব্য,
দিব্যজ্ঞান হয়েছে দেখা দিয়ে।
পেটে নাই বিদ্যার অংশ, ক-অক্ষর গোমাংস,
ভেবে ভেবে গায়ের মাংস, গেল শুকাইয়ে॥
আছি দিবানিশি করে আশা,
তার আসা অগস্ত্যের আসা,
আশাপথ নিরখিয়ে নয়ন আছে।
সে করে মোরে এবালিস,অলস রাখি লয়ে বালিস
সালিস করে নালিশ করি কার কাছে॥
তত্ত্ব লয় না লো.কর যারা,আছে লয়ে পরদারা;
গেল আপন দারা, কারাবদ্ধ করিয়ে।
হয়ে মোরে প্রতিকূল, দিয়ে গিয়েছে ব্যাকুল,
গেলাম যৌবন-তুফানে পাইনে কূল,
যায় দুকূল হারিয়ে॥
তাতে আমি নবীন তরী,
কাণ্ডারী বিনে কিরূপে তরি,
কিসে তরী ডুবিলাম তুফানে।
দরফায় যাচ্ছে গলি ফেঁসে,
এর পরে কি করিবে এসে,
ভেসে ভেসে বানচাল হলো মাঝখানে॥

আলিয়া—যৎ।

কে চালাবে তরী নাবিক বিনে।
ডুবিলাম বুঝি ঘোর তুফানে॥
যদি আসিবে ত্বরায়, লাগাব কিনারায়,
তবে রৈ সই আর ডুবিনে॥
মলয়ার সমীরণে,নদীর তুফান বাড়িছে দিনেদিনে,
ভেঙ্গে গেল হাল, ছিঁড়ে গেল পাল,
কত থা.ক আর আশা গুণে॥
এইরূপ বলে যুবতী, শুনে কয় এক রসবতী,
কুলীন পতি প্রজাপতি দিয়েছে।
দৈবে যদি দয়া ক.র,এসেন দুই তিন বৎসর পরে,
মনান্তরে ।ত কেটে গিয়েছে।

নাইকো তার ঘর-বাড়ী,
কেবল কথার আঁটুনি বাড়াবাড়ি,
শ্বশুরবাড়ী খেয়ে কান্তি পুষ্ট।
তিনি বেড়াতে যান না কোন পাড়া,
পাছে জিজ্ঞাসে লেখা-পড়া,
মেজাজ কড়া বচন কড়া সকলেব প্রতি কষ্ট ॥
এম্নি হতমূর্খ গরু, যেন নিশ্চয় এসেছে গরু,
কেবল টাকা কাপড় চায় বিছানায় শুয়ে।
আমি যদি কোন চেষ্টা করি,
সে শুয়ে রয় পাছু ফিরি,
হুকো ধরি মট্‌কা পানে চেয়ে ॥
তাতে আষাঢ় শ্রাবণের নিশি,
কথায় কথায় অস্ত শশী,
মসীমুখ দেখে নাকো চেয়ে।
থাকতে ভাতার উদম ষাঁড়ী,
যান না কেন যমের বাড়ী,
থাকি না কেন বাপের বাড়ী,
অমন ভাতারের মাথা খেয়ে ॥
সুরট — একতালা।
আর কেউ করো না কুলীন বরে কন্যাদান।
দেখে দেখে সব হলাম হতজ্ঞান ॥
বিচ্ছেদরাগে দগ্ধ পঞ্চবাণের বাণে
দিবানিশি দগ্ধ প্রাণে,
জানা থাকতো এমন যদি, একাদশী ভাল দিদি,
অমন কুলের মুখে হুতাশন প্রদান।
কিছু জানে না রস, মানে না অপৌরুষ,
কুলীনদের সব থাব শোবনাকো,
কেবল সদা টাকা চান ॥
শুনে বলে আর এক রসবতী,
মন্দ কি কুলীন পতি,
মান্য গণ্য সকলকার কাছে।
তুমি যে বিচ্ছেদজ্বালায় জ্বল,
সবাকার উপর মুখ উজ্জ্বল,
তার বাড়া সুখ আর কিসে আছে ॥

দোষ দিলে কি হবে পরে,
এসে ছয়মাস বৎসর পরে,
আমি হলে তার উপরে করি কি অভিমান।
টাকা দিতাম আদর কর্ত্তাম,
কত রকমে মন যোগাতাম,
যেতে কি সই তারে দিতাম অন্য অন্য স্থান ॥
আমি ত বংশজের নারী,
যে দুঃখ পাই বলিতে নারি,
কোথায় যেতে নারি,
জেতে নারী করি তাই ভয়।
বিয়ে হয়েছে বাল্যকালে,
পতি চিনিনে কোন কালে,
যে পর্য্যন্ত হয়েছে জ্ঞান উদয়
যায় এ নব যৌবনকাল,
তায় উপস্থিত বসন্তকাল,
কাল সম প্রহার করছে শশি।
মদনের পঞ্চশরে, কোকিলের কুহুস্বরে,
তাতে পতির বিচ্ছেদশরে কাঁদি দিবানিশি ॥
একবার মনে হয় পেলেম না পতি,
করি না হয় উপপতি, সতীত্ব লয়ে কি ধুয়ে খাব।
দুঃখের কথা কারে বলি, লজ্জা খেয়ে কারে বলি,
মনে করি বলাবলি দিদির বাড়ী যাব ॥
এ জ্বালা গিয়ে নিবাই ভগ্নীপতির কাছে ভাই,
সদয় হয়ে সে আদর করিবে কত।
ঘোমটা দিয়ে নয়ন ঠেরে
ইসারা করে ঠারেঠোরে,
দেখাব তারে ভাব মনোগত ॥
খাম্বাজ — পোস্তা।
বিরহ-জ্বালাতে হলো দগ্ধ প্রাণ।
তায় পঞ্চবাণ, হানে বাণ,
কেবল বিরহী বধিতে সই সদা করে সুসন্ধান ॥
আবার ভাবি থাকিতে পতি উপপতি কেমনে,
সখী, দিবস-রজনী তাই ভাবি মনে,
কভু অগম্যাগমনে গমন, পঞ্চমুখে হতজ্ঞান ॥

আবার বলে শুন সই, যে যাতনা জন্ম সই,
খতে সই দিইনে ত তার কাছে।
আমি একা থাক্‌বো জন্ম বাস,তুমি রবে প্রবাস,
আসবে না আর বাসে লেখা আছে॥
এর যুক্তি বলি শুন সকলে,
বাটী হইতে ছলে কলে,
গঙ্গাস্নান বলে বারুণীর যোগে।
কেন বিরহানলে জ্বলি কুলে দিয়ে জলাঞ্জলি,
আরোগ্য লাভ করিগে বিচ্ছেদরোগে॥
হলো ভেবে সোণার অঙ্গ কালি,
ডাক্তারের মুখে চুণকালি,
দিব কালী দয়া করেন যদি।
আর রবে না বিরহ-বিকার,
হাতে হাতে প্রতীকার,
গেলেই সদ্য আরাম বৈদ্য পায় দিদি॥
আর হাতুড়ের হাতে কেন পড়ি,
দিবানিশি খোলাপুড়ি,
শয্যায় পড়ি আশা পিপাসায় মরি।
তারা ধাতুঘটিত ঔষধ দিবে,
ধাতু পেলেই ধাতু সুস্থ হবে,
থাক্‌বে না রোগ সহরে সহচরী।
যদি কও এখানেও তো হয় আরাম,
এমন কত শত শক্ত বেয়ারাম,
করেছে আরাম বৈদ্য আছে এমন।
তা ডাক্‌তে পাই কই অবকাশ,
হতে মাত্র রোগ প্রকাশ,
হব নিকাশ সঙ্গে ননদ শমন॥
একে মদনের শরাসন, তাতে দগ্ধ সদা মন,
তার উপর ননদীর শাসন কেমন তা শুন॥
রাবণ যেমন শমনকে শাসন করে
বেধেছিল অশ্বশালে।
ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রকে শাসন কল্লে বেঁধে ইন্দ্রজালে॥
ব্রহ্মা শাসন হলেন কৃষ্ণের গোবৎস হরিয়ে।
কৃষ্ণের শাসন কল্লেন প্যারী কুঞ্জে কুব্জরী হইয়ে॥
কুম্ভকর্ণবধের শাসন ঘুমের ঘর যেগে।
মারীচ সুবাহু রাক্ষস শাসন মুনিগণের যাগে॥
গোলোকপতির শাসন যেমন
প্রহ্লাদ ধ্রুবের কাছে।
আদ্যাশক্তির শাসন যেমন কালকেতু করেছে॥
লক্ষ্মী যেমন শাসন হয়েছেন জগৎশেঠের ঘরে।
শিব যেমন শাসন হয়েছেন গরল পান করে॥
হলো গরুড় শাসন হনুমানের কাছে
পদ্ম আনিতে গিয়ে।
হনুমান শাসন হলো রামের ফলটী খেয়ে॥
চন্দ্র-সূর্য্যের শাসন যেমন রাহু-কেতুর কাছে।
শূর্পনখার শাসন যেমন লক্ষ্মণ করেছে॥
দুর্য্যোধন শাসন যেমন ভীমের হাতে হলো।
তেমনি ঐ পোড়া মদন
শিবের কাছে শাসন হলো॥

রাগিণী একতালা।

অবলা বলে কি এত সয় সয় রে।
জ্বলে কায় কব কায় হায় হায় রে॥
উহু উহু আহা আহা মরি প্রাণে,
জ্বলন্ত কৃতান্ত সম মদনেরি বাণে,
নাহি ত্রাণ কুল মান হলো রাখা দায় রে॥

শুনে কহিছে এক রমণী,
ডাতার যে গুণের গুণমণি,
মদনকে দোষ দিলে অমনি,
কি হতে হবে তা বল।
বসন্ত চিরকাল তো আছে,
পতি যদি থাকে কাছে,
তবে কি সবে মদনজ্বালাতে জ্বল॥
আবার বলি সহরে যাবি,
খান্‌কী নাম লিখাইবি,
প্রেমসাগরে,পড়ে খাবি খাবি,
সে বড় [illegible]।

ভেবে কাজ কর্‌লো ধনী
আসবে কত গুণমণি,
পদে পদে কিন্তু গঞ্জনা ॥
বাঁধিবে চুল করবে বেশ,
দেখ্‌লেই লোকে বল্‌বে বেশ,
মিটাবে আয়েস কত জনকে লয়ে।
যদি রাখ্‌তে পার জমিয়ে ক্যাস,
নৈলে ভাঙ্গিবে দন্ত পাকলে কেশ,
খাবে শেষ টুকী হাতে লয়ে ॥
এখন হবে বাদশাজাদীর মতন চাল
শেষে হাটখোলাতে কাড়্‌বে চাল,
এ সব চাল থাক্‌বে তখন কোথা।
এখন গ্রাহ্য হবে না বারাণসী শাড়ীখানায়,
শুয়ে থাক্‌বে বালাখানায় ;
আতর গোলাপ মাখ্‌বে গায়,বাবুয়ানা কথা ॥
তখন পরবে ন্যাকড়া আটগাটী ছিঁড়ে,
গায়ে তিসির ধুলা লাগ্‌বে উড়ে,
মাথা যুড়ে জটা পাকিয়ে যাবে।
গেছোপেত্নীর মতন হবে আকার,
যুটে মজুরে দিবে ধিক্কার,
খোলার ঘরে ছেঁড়া চেটায় শোবে ॥
এখন গায়ে দিবে জামিয়ার,
টপ্‌পা গাবে শরিমিয়ার ;
কত শত বাবু মিয়ার, হয়ার হয়ে থাক্‌বে।
হলে গায়ের মাংস লোলত ;
কেউ কবে না কথা,মিল্‌বে নাকো ছেঁড়া কাঁথা
এ সব সজ্জা রবে কোথা,
শেষে গৌর বলে ডাক্‌বে ॥
তবে মিছে কেন করিস ভুল,
একেবারেই কি হলি বাতুল,
সুপ্রতুল ঐ কর্ম্মে কোথা আছে।
ও সব কথা কাজ নাই তুলে,
গৌর বলে দুই হাত তুলে,
ভেক লয়ে যাই ভেকধারীদের কাছে ॥

বাহার—একতালা।

এতে হানি কি বল থানকী হবার মুখে ছাই।
নিশি দিন ভাবি তাই,
আজ ভেক্‌ লব, বৈষ্ণবী হব,
যা করেন গৌর নিতাই ॥
আর কি করিতে পারিবে সই অনঙ্গে,
সদা আখ্‌ড়ায় ফির্‌বো মজা করে রঙ্গে,
ঘোমটা খুলে বাহু তুলে,
ডাক্‌বো এসো হে জগাই মাধাই ॥

সই, এই কথায় কর মনকে ঠিক,
হইও না আর বেঠিক,
হয়ে ঠিক সকলেতেই চল।
গলায় পর তুলসীর হার,
যদি সুখে সব করবি বিহার,
হরিনামের ঝোলা করে ধর,
মুখে গৌর গৌর বল ॥
যদি বল বৈষ্ণব কোথা খুঁজ্‌বো পাড়া পাড়া,
গেলেই হবে মালপাড়া,
তা আমার কপাল পোড়া,
ভাব্‌ছো বুঝি তাই।
বড় মনে হচ্চে উৎসব,
আজকাল গোসাইদের মোচ্ছব,
মেলা মোচ্ছব লেগেছে ঠাই ঠাই ॥
এতে হবে না অধর্ম্ম, বৈষ্ণবতা এও এক ধর্ম্ম,
সতীত্বধর্ম্ম নষ্ট হবে না এতে।
শুনবে না কথা লোকের দ্বেষ,
ভ্রমণ করব দেশ-বিদেশ,
ছেড়ে দেশ যাব শ্রীক্ষেত্রেতে ॥
সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌বে নাথ, রঙ্গে দেখিব জগন্নাথ,
কে রাখে আট্‌কে, আটকে বাঁধবো সেথ
পরে বাস করিব বৃন্দাবনে,
ভ্রমণ করিব বনে বনে,
মজা করিব কে কবে কি কথা ॥

শুনে কেউ বলে পথ নয় সোজা,
ভাল বরং কর্ত্তাভজা,
হবে মজা বজায় রবে দুই দিকে।
কিছুতো কবে না পিতা, যা কবেন শচীমাতা,
তাতে মমতা করিবে সকল লোকে॥
এতে রাগ্‌বে নাকো ঘরের কর্ত্তা,
মনের মতন ঘটবে ভর্ত্তা,
ভজন করিব নির্জ্জনে দুজনে।
হবে না কারো মনের ভার, দেশ শুদ্ধ এ ব্যবহার
সভার মাঝে লাজ পাব না মনে॥
কেন দুঃখ পাও বারে বারে, যাব প্রাত শুক্রবারে,
শকরা ক্ষীর মণ্ডা মুণ্ডি লয়ে।
আর লয়ে যাব কত ফল, হাতে হাতে পাব ফল,
ফল দেখাবে কর্ম্মফল, দিবেন কর্ত্তা ফলায়ে॥
ভজিব কর্ত্তার শ্রীচরণ, করবেন যখন বস্ত্রহরণ,
মনোদুঃখ নিবারণ, অম্লান সবার হবে।
বৃক্ষে উঠে হবেন মুরলীধর,
আমরা করে ঢাকিব পয়োধর,
হেসে অধো করিব অধর, তখন কর্ম্মসুখ পাবে।
হবে ব্রজের লীলা ভন বালা,
কেউ বৃন্দে কেউ চন্দ্রাবলী,
ললিতে আদি কেউ হবে শ্রীরাধা।
এখন ঐ পথ ভারী চটক,
কেউ কারে করবে না আটক,
এ কর্ম্মেতে দিবে না বাধা॥

পরজ—একতালা।

কর্ত্তা-ভজন কত্তে যাই চল সকলে।
বজায় রাখিব যদি দুকুলে,
কেন যাস হয়ে ব্যাকুলে,
হারায়ে দুকুল কুল ত্যজে অনস্তকুলে।
এতে কর্চ্ছে মজা কত জন,
দেখায়ে পূজার আয়োজন,
যাব নির্জ্জন স্থানে প্রাতে শুক্রবার হলে;
তাতে নাই পৌরুষ, এতে কত রস,
সব রসিক কর্ত্তা জুটিয়ে আশু,
রসের মান যাবে খুলে॥

কলিরাজার উপাখ্যান ও চারিইয়ারী।

একদিন নির্জ্জনে, যুটে বন্ধু চারিজনে,
একত্রে বসিয়ে একস্থানে।
কত শত পরিহাস, দৃষ্টান্ত ইতিহাস,
দৃষ্টান্ত ভাবে হৃষ্টমনে॥
তারাচাঁদ গোরাচাঁদ, রামচাঁদ নিমচাঁদ,
রূপ গুণ চারির সমভাব।
মনে নাই ভেদাভেদ, প্রাণ এক দেহ অভেদ,
সভ্য ভব্য সরলস্বভাব॥
দেখেন সব নানা দরশন, রমণ প্রমাণ ষড়্‌দর্শন,
একাসনে বসিয়ে কহয়।
কহিতে কহিতে কথা, রামচাঁদ কয় একটী কথা,
মীমাংসা করহ মহাশয়॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, অবগত আছ সকলি,
পূর্ব্বনিয়ম যা সকল, একেবারে গিয়েছে।
কেহ নাই আর সত্যবাদী,
ধর্ম্মকর্ম্মে প্রতিবাদী,
সববাদি-সম্মত হয়েছে॥
দেখ যুগের মধ্যে অধম কলি,
তাই অধম-কার্য্যে রত সকলি,
সর্ব্বদা বলেন সকলি, কালমাহাত্ম্যে করে।
দেখ করে অনুমান, কলির মহাত্ম্য প্রমাণ,
দৃষ্টান্ত-বচন সকল ধরে॥
দেখ চোরের পুত্র হয় কি সাধু,
শিমুলে কি জন্মে মধু,
সুধা কখন উঠে সর্পের মুখে।

বেশ্যার কক্ষে কি সতী হয়,
কুকুরের গর্ভে কি জন্মে হয়,
আম্র ফলে কি বাবলার বৃক্ষে ॥
ছুঁচার মাথায় জন্মে মতি,
বাঁশে হয় কি চন্দন উৎপত্তি,
বৈষ্ণব হয় কি যবনের পুত্র।
খড় উড়ে কি অঙ্গার ঘষে,
চিনি হয় কি নিমের রসে,
শ্যাকুলগাছে গোলাপ ফুটেছে কুঞ্জে ॥
ক্ষেত্র গুণে শস্য উৎপত্তি,
বংশগুণে সন্তানের গতি,
তেমি যুগের গুণে সকলের গতি দেখ সকলে।
সদা পরের কুচ্ছ গায়, অবলার মন যোগায়,
দৃষ্টি হয় না ইষ্টদেবে ভুলে ॥

বাহার মুলতান—কাওয়ালী।

সত্য বল্লে এখনি হবে বেজার।
অনিত্যেতে মত্ত সদা, চিত্ত আছে সবাকার॥
চেষ্টা নাই আর সাধুসঙ্গ,
কেবল নারীর গুণ প্রসঙ্গ।
সর্ব্বদা হয় অঙ্গভঙ্গ দেখ্‌ছি রঙ্গ ঐ মজার ॥
শুনি কথা রামচাঁদের মুখে,
নিমচাঁদ কয় হাস্যমুখে,
কলির দোষটা ব্যাখ্যা কল্লে ভাল।
কলিযুগ সব যুগের অধম, কলির নর নরাধম,
কলির দোষ এ‌ং কিসে বল ॥
দেখ সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে,
মুনি ঋষি বসে যোগে,
করিয়ে তাঁরা ইষ্ট-আরাধন।
আসে প্রমাণ বেদে তার, দয়া হয় না দেবতার
সহস্র বর্ষে হয় না যা সাধন ॥
কল্লে কলিতে দেব-আবাহন,
তিনদিনে বাক্‌সিদ্ধ হন,
হন সিদ্ধ গুটিকা নায়িকা পিশাচে।
দেখ, ব্যাপ্ত গুণ যার আছে ধরায়,
বিক্রমাদিত্য নররায়,
এক রাত্রে বেতালসিদ্ধ হয়েছে ॥
শুনে রামচাঁদ কয় মিথ্যা নয়,
যা কহিলে মনে লয়,
অল্প বড় গণ্য নয়, নায়িকে পিশাচেই বেশী।
দেখ, কলিতে বা নাই কে, সিংহতে নায়িকে,
পিশাচ-সিদ্ধ হলো সকল দেশী ॥
তা যদি বল আমাকেই সিদ্ধ হলো কেমনে,
বিচার করে দেখ মনে মনে,
নায়িকে নে নাই কে জগতে।
তাতেই ভাই সকলে মুগ্ধ, বাল্য যুবা কিবা বৃদ্ধ,
প্রায় বাধ্য সকলেই ত তাতে ॥
ভুলে যায় সবে আত্মতত্ত্ব, মাগ হয়েছেন ব্রহ্মপদার্থ,
মেগের গুণ বর্ণন যথা তথা।
কারো হাতে খেয়ে পান না সুখ,
মেগের যদি দেখেন অসুখ,
কোণে বসে কাঁদেন ধরে মাথা ॥
আর দেখ পদে পদে সব গুটিকা-সিদ্ধ,
হয়ে আপনার নালে আপনারা বদ্ধ,
ভেবে দেখ গুটিকা সিদ্ধ সকল লোকেই হয়েছে।
রামচাঁদের কথা শুনি,
নিমচাঁদ কয় ও কথা কি শুনি,
এতে কলির দোষটা কিসে আছে ॥
বল্লে ভার্য্যেয় রত এই ভারতে,
শ্রবণ করেছ ভারতে,
রামায়ণে লেখা বাল্মীক মুনির।
সুরাসুর আদি কিন্নরে, গন্ধর্ব্ব কি নর বানরে,
কে না বাধ্য আছেন রমণীর ॥

সুরটমল্লার—একতালা।

চিরদিন ভার্য্যের অধী- দেখছি শুনছি এই ভারতে
আছে রাষ্ট্র লেখা রামায়ণ ভারতে,
ভার্য্যের পদ হৃদে করি রেখেছেন ত্রিপুরারি,
ভাগীরথীকে ধরি স্থান দিয়েছেন মস্তকেতে ॥

শুনে রামচাঁদ কয় এ কি কথা,
এ কথার যোগ্য ও কথা,
কোথাও তো শুনিনে আমি ভাই।
এ কথার নয় ও তুলনা, ও সব কথার তুলনা,
সে তুলনার তুলনা নাই॥
কেমনে বল্লে গঙ্গাধরে, মস্তকেতে গঙ্গা ধরে,
হৃদয়ে পাদপদ্ম ধরে, যে নারীর পদ।
তুলনা তার দিতে নারি,
তার কাছে কি তুলনা নারী,
সেই ভবের নারী ভবের সম্পদ॥
বল্লে, দশরথ নারীর কথায়,
বনে দিলেন জগৎপিতায়,
এ কথা ত গ্রাহ্য হয় না মনে।
সুর নরে করিতে নিস্তার, তারক ব্রহ্ম রাম অবতার,
হয়েছিলেন বধিতে রাবণে॥
শুনে নীরব নিমচাঁদ, পুনঃ হেসে রামচাঁদ,
বলে ভাই কর আর শ্রবণ।
গুটিকা নায়িকার সিদ্ধির কথা,
শুনলে ও সব বিশেষ কথা,
পিশাচ-সিদ্ধ দেখ সে কেমন।
পূর্ব্বে পিশাচসিদ্ধ হতো যারা,
সর্ব্বদা অশুচি তারা,
এ সব পিশাচসিদ্ধ যারা হয়েছেন কলিতে।
কিছুমাত্র কষ্ট নাই, সে পিশাচ দৃষ্ট হতো নাই,
এ পিশাচ কেন দেখ না ভাই,
সাক্ষাতে সকলেতে॥
পিশাচসিদ্ধির আয়োজন,
এ পিশাচদের ভাই প্রয়োজন,
মদ্য মাংস মৎস্যাদি সকল
সে পিশাচ ছাড়ালে ছাড়ান যায়,
ছাড়ে না এ পিশাচ পেয়েছে যায়,
ভেবে দেখ আসল কি নকল॥
আর দেখ, কত মনের ভ্রম, করে নানা পরিশ্রম,
গুটিকা নায়িকায় সিদ্ধ না হবে।
পঞ্চতত্ত্বে হয়ে বিরত, পিশাচ হয়ে পিশাচে রত,
তোয় দেখে ভার্য্যাকে ত্যাজবে॥
হয়ে উঠেছে রীতনীত, পরবনিতের মনোনীত,
বারবনিতা ভিন্ন হয় না বিহার।
ব্যাপার বাড়াবাড়ি, মনে থাকে না ঘর বাড়ী,
রাঁড়ের বাড়ী তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার॥
মানে না গুরু পুরোহিত,
কেবল শয্যা-গুরু পুরোহিত,
ভাবে হিতাহিত থাকে না জ্ঞান।
ভুলে পিতার শ্রাদ্ধ-তর্পণ, বেশ্যা-চরণে মন অর্পণ,
করে কালযাপন হয়ে হতজ্ঞান॥
গ্রাহ্য হয় না কাশী গিয়া, রাঁড়ের পদ গঙ্গা গয়া,
একবারেতে দফা গয়া হয় জন্মের মত।
দেখ ভাই বন্ধু সমস্ত,
দেখ না কেন জগতে সমস্ত,
লোকে ত এতে রত কি বিরত।
খাম্বাজ—পোস্তা।
পার কি লজ্জার কথা বলিতে।
যে ব্যবহার কলিতে,
ত্যজে সতী গুণবতী,
রতি মাত বারবনিতে॥
মনের ভ্রমেতে ভ্রমণ ও পদে সদা,
প্রণয় থাকে না সমান, হত ধন প্রাণ মান,
কেবল পূর্ব্বপুণ্য শূন্য পায় গণিকা পরশেতে॥

তখন হেসে নিমচাঁদ বলে, এ কমটা নরকালে,
আছে বরং কলিকালে; কম দেখতে পাই।
ও হবে মনে বেজার, দোষগুণ যাতে যার,
ভারতে প্রচার ভারতে শুনেছি ভাই॥
বল্লে কলির নর, পাপী কেবল,
দেখ, এরা তত নয় প্রবল,
সে বলে বলবান্ ছিলেন তাঁরা।
এরা তত রত নয় পরস্ত্রীতে, কিংবা বারবনিতে,
যাতায়াতে ধর্ম্মভ্যক্ত এরা॥

দেখ, সৃষ্টিকর্ত্তা করেন সৃষ্টি,
তার দেখ কাজের সৃষ্টি,
দৃষ্টি করে কন্যাকে হলো মন।
এই ত কল্লেন প্রজাপতি, আবার দেখ সুরপতি,
গুরুপত্নী করিলেন হরণ॥
দেখ, শুনেছি সকলি জানি,
গুরুর শাপে সহস্রযোনি,
হলো ইন্দ্রের ইন্দ্রিয়দোষেতে।
যার গুণ অতি পরাশর, সেই মুনি পরাশর,
মদনশর নাশিতে দিবসেতে॥
করে কুজ ঝটীতে অন্ধকার,
ধীবরকন্যে তখনকার, দোষ কি তাতে নাই।
আবার মহা-ঋষি বেদব্যাস,
ভারী যাঁর বেদ অভ্যাস,
ভাদ্রবধূ-সহবাস, কল্লেন কেমনে ভাই॥
তখন সতীই বা ছিল কে বল দেখি ভূলোকে,
ইচ্ছা হলে যাকে তাকে, যেখানে সেখানে যেত,
দিলেন শুক্রাচার্য্য শাপ যে অবধি,
পরস্ত্রীহরণ সে অবধি,
হয় নাই প্রায় সেই অবধি, নিবারণ আছে কত॥
আর বেশ্যা আছে সর্ব্বকালে, সেকালে কি একালে
তাদের কাছে সকলে, গমন করে থাকে।
শুনে রামচাঁদ পুনরায় কয়,
শুনেছি ভারতে ভারতে কয়,
সে তুলনার তুল্য দিবে কাকে॥
তখনকার গণিকার, এদের ঘরে গণি কার,
তাদের নামে শুদ্ধ কায়, হয় প্রাতঃস্মরণে।
এদের সঙ্গে সহবাস, করিলে নরকে বাস,
কৃত্তিবাসবচন-প্রমাণে॥
আলিয়া—যৎ।
কলিতে কি নিষেধ মানে।
বচন প্রমাণ গণে না মনে,
জ্ঞান নাই ইত্যাকার, এ কি চমৎকার,
হলো একাকার সব সমানে॥

দেখ কেউ ভাবে না লঘু গুরু,
সদা আপনি বলেন আমি গুরু,
স্থান পান না মহাগুরু, বয়োগুরু বিদ্যমানে।
পুনরায় রামচাঁদ কয় চমৎকার,
দেখে শুনে জন্মে বিকার,
সকলকার একচাল হয়েছে।
ভদ্রের ঘুচায়ে আদর, আধুনিকে পায় আদর,
মুড়ি মণ্ডা সমান আদর এক হাটে করেছে॥
যারা ছিল সদর, তাদের কল্লে অন্দর,
অন্দর সদর হয়ে গেলো।
দেখ না কেন তার সাক্ষী,
কোর্টে কোর্টে দিয়েছে সাক্ষী,
এম্নি মজার করেছে অক্ষি,
সে মুর্খ্য কুলীন হলো।
যদি বল অসম্ভব, অসম্ভব সম্ভব,
যে বংশে যে উদ্ভব, তার তেম্নি নাম।
এখন ঘুচে গিয়েছে সে সব দিন,
ব্যাভার ফিরেছে দিন দিন,
নিশি দিন করেছে সমান॥
হলো অধিকার কলি রাজার,
রাজার গতিতে গতি প্রজার,
তা নইলে ইচ্ছা যে যার, করিছে অনায়াসে।
আবার কও যদি তোমার মিথ্যাকথা,
রাজা যিনি তাঁর বাস কোথা,
সরঞ্জমী আমলা কোথা, বিচার করেন বসে॥
সে কটা স্থান চাই প্রয়োজন,
সৈন্য সেনাপতি কত জন,
কে কে রাজার প্রিয়জন কন্যা পুত্র কয়।
রাজরাণী কত জন আছে,
পরিচয় সব তোমাদের কাছে,
একে একে কহিব নিশ্চয়॥
আছে পুত্র পুত্রবধূ কলি রাজার,
কলির কন্যেগুলি মজার মজার,
হাজার হাজার দেখছি শুনছি আছে।

এদের গুণ বলিব কিঞ্চিৎ পরে.
যে যে আছে পরে পরে,
আমলা উকীল রাজদরবারে.
যারা সকল রয়েছে ॥
বিশ্বাসঘাতকী সেরেস্তাদার,
দত্তাপহারী পেশকার,
মিঁছিলনবীশ বন্ধু পরিবার হরণ করেন যিনি।
শঠকে দিয়েছেন মহাফেজ্‌গিরী,
জাল হয়েছে মুহুরী,
ডিগ্রীনবীশ প্রবঞ্চক আপনি ॥
আমলা নাই বেশী আর,
ঋণছ্যাঁচড়া বেটা কেশিয়ার,
মিথ্যাবাদী উকীল কৌন্সলী।
কাত পেলেই করে সাত,
সিঁদেল রাহাদানী ডাকাত.
গাঁট কাটে দিন রাত, সৈন্য সেনাপতি সকলি ॥
চলে রাতদিন আদালত নাই বন্ধ,
সাক্ষীদের ঠকঠকর বন্দ,
বন্দোবস্ত করেছেন সকল অতি অল্প বাকী।
রেকর্ডে মজুত অল্প কেশ,
প্রায় সর্ব্ব হয়েছে নিকেশ,
দুই এক বৎসরে হবে শেষ,
দেশ দেশ গেলেই দেখি ॥
পরজ—একতালা।
কলি রাজার রাজ দরবারে।
রবে কি জেতে, যাবে যেতে হতে একেবারে ॥
কুচ্ছ যার ঘরে পরে, সে দোষী করে পরে,
ভাবে না পূর্ব্বাপরে, রঙ্গ লাগায় পরে ॥
হেসে রামচাঁদ কয় পুনরায়,
কলি রাজার রাজকন্যার পরিচয়,
শ্রবণ কর শ্রবণ-কুহরে।
কথা বলিলেই বল আছে কালে কালে,
কিন্তু সম্প্রতি একদিন বৈকালে,
ভ্রমণ করিতে কলিকাতা সহরে ॥

দেখিলাম রাস্তার দুই পাশে,
বারাণ্ডার পাশে পাশে,
আছে বসে বিদ্যুৎ সমান।
গহনায় ঢেকেছে গায়, সরিমিয়ার টপ্‌পা গায়,
কত বাবুরা মন যোগায়, ভৃত্যের সমান ॥
তামাকটী খান আলবোলায়,
নয়ন ঠেরে মন ভুলায়,
কত মিয়া পা'র তলায়, পড়ে গড়াগড়ি।
মন কেড়ে লন কথার ছলে,
শত সহস্র ক্রোরপতির ছেলে,
সদরে আছেন বাঁদরের মতন লাগিয়ে গাড়ীযুড়ী
একবার একবার উঠ্‌ছে হাসি,
পুরুষের গলায় দিচ্ছে ফাঁসি,
প্রেমবঁড়শীতে বড়শী লাগায়ে।
করে মন আচপাচ, ইচ্ছাতে যাচ্ছে খাঁচ,
ধরছে মাছ পড়ছে যত গিয়ে ॥
কোথায় আছেন বানর, বানায় একেবারে বানর,
তাই বলি বা নর, বানর কলিতে।
এড়ান যায় না কোন সূত্রে,
এমন বাঁধে প্রেমের সূত্রে, এক গেলাসে পিতাপুত্রে
মদ খাওয়ার কৌশলেতে।
দেখি বাকী হিন্দ একটী গাই,
ভারতবর্ষে মদ্যপায়ী,
আর দেখতে পাই কি না পাই,
কিছুদিন বাদেতে।
ঢাকে কি ধর্ম্মে ঢাক বাজায়,
থাকবে নাকো মান বজায়,
যোতে যাতে আর থাকে না বজায়,
ফেলবে প্রমাদেতে ॥
যার বল জাতি মান, যাবে যাতে তার প্রমাণ,
বিদ্যমান দেখ না সকলে।
কলিরাজার কন্যা যারা, ধর্ম্মকর্ম্ম জাতিমারা,
বেশ্যারূপে আছে তারা,
ফাঁদ পেতে কৌশলে ॥

বল যদি ভাই তা নয়,
জেটা খুড়া পিতা তনয়,
এক বেশ্যার করে প্রণয়,
এমন বাঁধে প্রেমে।
করে মজা তলে তলে,
ছেলেকে রেখে খাটের তলে,
তার বাপকে লয় খাটে তুলে,
ছাড়ে না কোন ক্রমে॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

হায় কি দেখি মজার রঙ্গ।
কি ঘটালে প্রমাদ, পেতে প্রেমফাঁদ,
যেমন ব্যাধে ফাঁদে অনায়াসে বাঁধে সব বিহঙ্গ
এমন তো শুনিনে কাণে,পিতা পুত্র এক স্থানে'
বিহরিছে এক নারীর সঙ্গ॥
ঐ পথেতে যায় সকলি, ধন্য ধন্য ধন্য কলি,
আমার হেরে মনে হয় যে আতঙ্ক॥
কিছু নাই কসুর, পিরীত যেন পশুর,
সুবাদে কি বাধা মানে মানে নিবারে অনঙ্গ॥
হেসে বামচাঁদ পুনরায় বলে,
হারায়েছি বুদ্ধি বলে,
ছলে বলে কলে কৌশলে, এমন পিরীত রাখে
ধন্য বেশ্যা বলি হারি, বুঝিতে সকলে হারি,
ধন মন হরি নিচ্চে ফাঁকে ফাঁকে॥
ভাবে না অধম উত্তম, ঠিক যেন পুরুষোত্তম,
জাতিভেদ কিছুমাত্র নাই।
কে যায় বল জেতের তল্লাসে,
মদ ঢেলে এক গেলাসে,
অনায়াসে খাচ্চেন দেখতে পাই॥
কেউ হচ্চে কুঁপোকাত,কেউ শুয়ে কাটান রাত,
কেউ খান খিচুড়ি ভাত, আচ্ছা মজার রুচ।
মদের ঝোঁকে কে কি বলে,
কেউ ডাকে মা মাসী বলে,
এমন তো দেখিনে ছেলে,এ সব যমের অরুচি॥

এতে কি আর থাকে মান,
বেশ্যালয়ে সব সমান,
দৃশ্যমান দেখ না সকলে।
হবে না কেন মরদানী,যে বিলাতী আমদানী,
ধুতি উড়ানী আমদানী,পরে মেথরের ছেলে॥
আবার কোন বেশ্যার বাড়ী,
গুলীর নেশা বাড়াবাড়ি,
ঘর-বাড়ী যে বেটাদের নাই।
পরণেতে কপ্নী আঁটা,
চেহারা যেমন বেহারা বেটা,
বস্‌বার আসন ছেঁড়া চেটা,শয়নেতেও তাই॥
অল্পবয়সী আশী পঁচাশী,
গল্প করেন লাকপঁচাশী,
যবঝাড়ুনীর বেটা কাঠকুড়ুনীর ভাই।
মাগ হাটে হাটে মাঠে,
ভুলেও যান না তার নিকটে,
বাতানে যেমন বেড়ায় বাতানে গাই॥
গুলীখোরের এমন বুদ্ধি সরু,
ঠিক যেন কলুর গরু,
থাকে চক্ষু মুদে দৃষ্টি হয় না ধরা।
নাই কিছু খোঁজ খবর, উড়ে গিয়েছে ছাপ্পর,
ভুতের আকার ঠিক যেন আদমরা॥
কথায় মারেন মালশাট,
শোলা ভিজিয়ে গুলীর চাট,
এমন নেশা কে করিতে বলে।
ও সব ছোটলোকের কর্ম্ম নয়,
আমীরের ছেলে যদি হয়,
তারাই নেশা করে থাকে সকলে॥
এদের ধিক্ ধিক্ গলায় দড়ী,
জোটে না যে দিন পয়সা কড়ি,
ঝেঁটার বাড়ী ষাঁড়ের বাড়ী গিয়ে।
এমন কুহক বলি হারি,
বেটা পরের ধন লতে যায় হরি,
ধরে বাঁধে প্রহরী, করে রশী দিয়ে॥

গুলী খেয়ে শরীর শীর্ণ, ধরা পড়ে সেই জন্য,
ষাঁড়ের দায়ে জ্ঞানশূন্য, ঠিক যেন বেটা পশু।
শুধালে কথার নাই উত্তর,
ভ্রম হয়ে যায় পূর্ব্বোত্তর,
বুদ্ধি বল হরণ হয় আশু॥

মূলতান—একতালা।

কলিকল্যার কি মাহাত্ম্য।
ভুলিতে হয় আত্মতত্ব॥
দেখে শুনে-হলাম হতজ্ঞান,
গেল মান কল্লে ঐ পথে সবে প্রবর্ত্ত॥
কেবা কারে নিষেধ করে
হলো আব কারী প্রায় ঘরে ঘরে,
মাগ বলে ভগ্নীকে ধরে,
গুলী খেয়ে হয়ে উন্মত্ত॥
হয় এইরূপে বাদানুবাদ, ঘুচাইতে সে বিষাদ,
গোরাচাঁদ তারাচাঁদ বলে।
শাস্ত্রপ্রসঙ্গে শুনেছি ভাই,
সাধু অসাধু আপনার ঠাঁই,
পর পরকে করে থাকে কোন্ কালে॥
ধর্ম্মে মন থাকে যার, কি রাজার কি প্রজার,
ধর্ম্মে ধর্ম্ম রাখেন তারে ভারতে।
নেশা বেশ্যা দস্যুবৃত্ত, কুকর্ম্মেতে প্রবৃত্তি,
বিশেষ প্রমাণ শুনেছি ভারতে॥

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি,যুগের ধর্ম্ম জানি সকলি
চারি যুগের কার্য্য সকলি, ভগবানের কথা।
যে যুগের যে বিধান,করেছেনগোলোকের প্রধান
তার কখনো হয়ে থাকে অন্যথা?
পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল, ভুগিতে সেই ফলাফল
সকল হয় বিফল কভু ফলে।
মিছা দোষ যুগধর্ম্ম,
যে যা করে আপনার কর্ম্ম,
মিথ্যে লোকের দোষ দাও সকলে॥
রাখিতে উভয়ের মান,
নানা শাস্ত্রের বচন প্রমাণ,
উভয়ের মন সন্তোষ করিয়ে।
কেউ হলো না অসন্তোষ,
উভয়ের বাক্যে উভয়ে সন্তোষ,
হয়ে রয় একত্রে বসিয়ে॥

বাহার—কাওয়ালী।

সার ভাব শ্রীগোবিন্দ-চরণ।
অধর্ম্ম আচরণ, ত্যাগ করিলে কালের হাতে,
তারিবেন বিপদতারণ,
সংসার অসার সাগরে,
কেন ডুবিলি, ও নাম ভুলিলি ভ্রমিলি,
সদা বিষয়মদে মত্ত হয়ে,
জঠরযন্ত্রণা কঠোর দায়ে,
কে করিবে নিবারণ॥

দাশরথি রায়ের পাঁচালী সমাপ্ত

কবির গান

ভবানীবিষয়ক।

—ঃ*ঃ—

(৺রাম বসুর প্রণীত সপ্তমী গীত)

১ চিতান। গৌরী কোলে করে
নগেন্দ্ররাণী করুণবচনে কয়।
১ পরচিতান। উমা মা আমার
সুবর্ণলতা শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয়॥
১ ফুকা। মরি জামাতার খেদে,
তোমার বিচ্ছেদে, প্রাণ কাঁদে দিবানিশি।
আমি অচল-নারী, চলিতে নারি,
পারি না যে দেখে আসি।
১ মেল্‌তা। আছি জীবন্মৃত হয়ে,
আশাপথ চেয়ে, তোমায় না হেরিয়া নয়ন ঝরে।
মহড়া। কও দেখি উমা, কেমন ছিলে মা,
ভিখারী হরের ঘরে॥
জানি নিজে সে পাগল, কিছু নাই তার সম্বল,
ঘরে ঘরে বেড়ায় ভিক্ষা করে।
খাদ। শুনে জামাতার দুখ খেদে বুক বিদরে॥
২ ফুকা। তুমি ইন্দুবদনী কুরঙ্গনয়নী,
কনকবরণী তারা।
জানি জামাতার গুণ, কপালে আগুন,
শিরে জটা বাকল পরা।
২ মেল্‌তা। আমি লোকমুখে শুনি,
ফেলে দিয়ে মণি, ফণী ধরে অঙ্গে ভূষণ করে॥
অন্তরা। মরি ছি! ছি! ছি! এ কি কবার কথা।
শুনে লাজে মরে যাই,
তোমা হেন গৌরী দিয়েছেন গিরি,
ভুজঙ্গেতে যার ভয় নাই, মাখে অঙ্গেতে ছাই।
২ চিতান। তুমি সর্ব্বমঙ্গলা, অকূলের ভেলা,
কূলে এনে দিতে পার।
২ পরচিতান। দেখে খেদে ফাটে বুক,
তোমার এত দুখ, সে দুখ ঘুচাতে নার।
৩ফুকা। তুমি রাজার বালিকা,
মায়ের প্রাণাধিকা,
ভাগ্যেতে মা হলি শিবদারা;
মরি দুঃখেতে শঙ্করী, শঙ্কর ভিকারী,
উপজীব্য ভিক্ষা করা।
৩ মেল্‌তা। সদা বলি মা গিরিকে,
আনগে গৌরীকে, কত কষ্ট উমার কৈলাসপুরে।

(৺মোহনলাল বসাকের গীত)

১ চিতান। গত নিশিযোগে আমি হে
দেখিছি সুস্বপন।
১ পরচিতান। এল হে সেই আমার তারাধন।
১ফুকা। দাঁড়ায়ে দুয়ারে, বলে মা কই,
মা কৈ মা কৈ আমার, দেও দেখা দুখিনীরে।
১ মেল্‌তা। অমনি দুবাহু পসারি,
উমাকে কোলে করি,
আনন্দেতে যেন আমি নয়।
মহড়া। ওহে গিরি গা তোল হে,
উমা এলেন হিমালয়।
সওয়ারি। উঠ দুর্গা দুর্গা বলে,
দুর্গা কর কোলে,
মুখে বল জয় জয় দুর্গা জয়।
খাদ। কন্যা পুত্র প্রতি বাৎসল্য,
তায়, তাচ্ছিল্য করা নয়।
ফুকা। আঁচল ধরে তারা বলে ছি মা,
কি মা, মাগো, ও মা, মা বাপের কি এমনি ধারা,
২ মেল্‌তা। গিরি তুমি যে অগতি,
বুঝে না পার্ব্বতী,
প্রকৃতির অখ্যাতি জগন্ময়।

অন্তরা। যা হওয়া মত জ্বালা,
যাদের, মা বল্‌বার আছে, তারাই জানে।
তিলেক না হেরিয়ে মর্ম্মব্যাথা পাই,
কর্ম্মসূত্রে সদা স্নেহ টানে।
২ চিতান। তোমারে কেউ কিছু বল্‌বে না,
দেখে দরেশ পাষাণ,
২ পরচিতান। আমার লোকগঞ্জনায় যায় প্রাণ,
৩ ফুকা। তোমায় ত নাই স্নেহ,
একবার ধর কোলে কর,
পবিত্র হ'ক্ পাষাণ দেহ।
৩ মেল্‌তা। আহা এত সাধের মেয়ে,
আমার মাথা খেয়ে,
তিন দিন বই রাখেন না মৃত্যুঞ্জয়।

—

(সপ্তমী গীত)
(কবিবর ৺জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত)
(উমার প্রতি মেনকার উক্তি)

চিতান। ভবনে ভবানী, পাইয়া পাষাণী,
পুলকে হয়ে মগনা।
১। পরচিতান। ঈশানী সম্বোধনেতে
রাণী কয় করুণা।
১ ফুকা। মা তোমায় নয়নপথে হারিয়ে
ত্রিনয়না,
কেঁদে কেঁদে তারা চক্ষের তারা ছিল না।
১ মেল্‌তা। আজি সেদিন ঘুচিল,
সুদিন হইল এ দিন হবে মনে না জানি,
মহড়া। একবার আয় মা করি কোলে
সুখপাসরা রঙ্গিনী।
চন্দ্রাস্যে প্রাণ উমা, ডাক মা বলে মা,
শুনে মা জুড়াই তাপিত প্রাণী।
যদি সুধাই তাই ওগো ঈশানী।
২ ফুকা। যার উমা জগতের মা,
তার কি মা এমন হয়;
কালো প্রাণের তারা, সেও কি উমা-হারা রয়।
ফুকার পর মেল্‌তা। মা তোর শ্রীমুখ না হেরে,
যে দুঃখ অন্তরে, ছিলাম মণিহীন ফণী
দিবা যামিনী।
অন্তরা। ভাল মা গো, মা তোর যেন পাষাণী,
তুই ত জগৎ-জননী,
ভাল তা বলে মা একবার, মায়ে তোমারে,
মনে কর কৈ গো তারিণী।
২ পরচিতান। কৈলাস-শিখরে,
শঙ্করের ঘরে, গিয়ে মা ভুলে থাক মায়।
৩ ফুকা। মা বলে করিস না মা মনেতে,
এ দুখ বলি গো মা কাকে,
বালিকা কালিকায়,
না হেরে মা নয়নে,
গেছে অশ্রুজলে দিন উমা হর-অঙ্গনে।
মেল্‌তা। আমি একে মা অবলা,
তাতে গো অচলা শক্তিহীন শক্তিরূপে ঈশানী

——

(কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত ও
নীলুঠাকুর কর্তৃক গীত)

চিতান। শ্রীদুর্গা জয় দুর্গা,
জয় জয় দুর্গা, দুর্গাসুরঘাতিনী।
পরচিতান। অমে, অম্বে, অন্নপূর্ণে,
অভয়ে ভয়ভয়বিনাশকারিণী॥
ফুকা। এহি মে, ভবদুর্গমে, ভবানী।
ত্বং হি তারা, আদ্যা নিরাকারা
পূর্ণপরাৎপরা ঈশানী।
মেল্‌তা। মা গো ন জনামি স্তুতি,
তোমার হৈমবতী,
সগুণে নির্গুণে তার নিস্তারিণী।
মহড়া। শরণাগতোহং তব শ্রীপদে তারিণী,
যদি কর হেন জ্ঞান ভজনপূজনবিহীন এ দীন,
কিন্তু বেদাদিতে শুনি, পতিতপাবনী,
নাম তোমার ওমা শিবসীমন্তিনী।
খাদ। কৃপাং কুরু কাতরে কৃপাকারিণী।

২ ফুকা। অভয় কৃতান্তভয়ে দেহ মা।
তোমা বিনা নিস্তারিতে
দীন নাই ত্রিভুবনে কেহ উমা।
দ্বিতীয় মেলতা। শুনি অসীম মহিমা,
তব দুর্গানামে মা,
তুমি গো নিশুম্ভশুম্ভবিনাশিনী॥

(৺দর্পনারায়ণ কবিরাজ প্রণীত)

চিতান। ত্বাং নমামি পরাৎপরা পতিতপাবনী
পরচিতান। কাতর কিঙ্করে হের হরমোহিনী॥
ফুকা। কঙ্কালী, করুণাময়ী,
কুলকুণ্ডলিনী ত্বং হি
(গিরিজা গণেশজননী মা গো)
মেলতা। ত্বং হি শক্তি ত্বং হি মুক্তি,
কলুষনাশিনী।
মহড়া। শিবসীমন্তিনী,
শিবাকার মঞ্চোপরে, মহাকাল সমিভ্যা র,
আনন্দে বিহারিণী।
খাদ। অভয়া অপরাজিতা কালবারিণী।
দ্বিতীয় ফুকা। অকূল ভব-সংসারে।
তার তারা কৃপা করে,
গতি নাহি তোমা বিনা আর (মা গো)
দ্বিতীয় মেলতা। পদ্মভরী দেহ,
তার মহেশমোহিনী।

(৺গদাধর মুখোপাধ্যায় প্রণীত সপ্তমী-গীত)
(কালীঘাটের দলে গীত)

১ চিতান। পুরবাসী বলে উমার মা,
তোর হারা তারা এলো ওই।
১ পরচিতান। শুনে পাগলিনীর প্রায়,
অমনি রাণী ধায়, কই উমা বলি কই।
১ ফুকা। কেঁদে রাণী বলে,
একবার আয় মা, একবার আয় মা,
একবার আয় মা করি কোলে।
১ মেলতা। অমনি দুবাহু পসারি,
মায়ের গলা ধরি,
অভিমানে কাঁদি রাণীরে বলে।
মহড়া। কই মেয়ে বলে আনতে গিয়াছিলে।
তোমার পাষাণ প্রাণ, আমার পিতাও পাষাণ,
জেনে এলাম আপনা হতে,
গেলে না গো নিতে,
রব না যাব দুদিন গেলে।

সখীসংবাদ।
(৺হরুঠাকুর প্রণীত)

১ চিতান। অঙ্গ অগোর-চন্দনে
চর্চ্চিত বনমালা গলায়।
১ পরচিতান। আ মরি এ রূপ ধরে
না ধরায়,
১ফুকা। গুঞ্জবকুলেরি মালে বাঁধিয়াছে চূড়া,
১ মেলতা। ভ্রমরা গুঞ্জরে তায়॥
মহড়া। কদমতলে কে গো সখি,
বংশী বাজায়; এত দিন আসি যমুনা-জলে,
আমি এমন মোহন মূরতি কখন,
দেখি নে এসে হেথায়,
অন্তরা। সই, সজল নবজলদবরণ,
ধরি নটবরবেশ।
চরণ-উপরে থুয়েছ চরণ, এই কি রসিক শেষ।
২ চিতান। চন্দ্র চমকে চলিতে চরণ,
নখরের ছটায়।
২ পরচিতান। অনঙ্গ এ অঙ্গ হেরে মোহ যায়।
২ফুকা। আমার হের লয় মন, জীবন যৌবন,
২ মেলতা। স পিব ও রাঙ্গাপায়।

(৺হরুঠাকুর প্রণীত)

১ চিতান। ভুবনমোহন, না দেখি এমন, ঐ বই
১ পরচিতান। রূপ কি অপরূপ,
রসকূপ, আ মরি সই।

১ ফুকা। কুলে শীলে কালী দিয়াছি আমি,
মেলতা। কালরূপ নয়নে হেরিয়ে।
মহড়া। ওগো, চিনেছি, চিনেছি, চরণ দেখে,
ওই বটে সেই কালীয়ে।
খাদ। চরণে চাঁদ ছাঁদ আছে দীপ্ত হয়ে।
২ ফুকা। যে চরণ ভরে ব্রজেতে আমায়,
২ মেলতা। ডাকে কলঙ্কিনী বলিয়ে।

(৺হরুঠাকুর প্রণীত)

১ চিতান। আজি সখি,
এ কি রূপ নিরখিলাম হায়!
১ পঃচিঃ। নীরমাঝে যেন স্থির সৌদামিনীরপ্রায়
১ ফুকা। ঢেউ দিও না কেউ এ জলে,
বলে কিশোরী,
১ মেলতা। দরশনে বাধা দিলে
হইবে সই পাতকী।
মহড়া। জলে জলে কে গো সখি,
খাদ। অপরূপ রূপ দেখি, দেখ সই নিরখি।
২ ফুকা। কৃষ্ণের অবয়ব সব ভাবভঙ্গী প্রায়!
২ মেলতা। মায়া করে ছায়ারূপে
সে কাল এসেছে কি?
অন্তরা। নিতি নিতি আসি সবে জল আনিতে,
ওগো ললিতে।
না দেখি এমন রূপ বারি-মাঝেতে।
২ চিতান। কত শত অনুভব হয় ভাবিয়ে।
২ পরচিতান। শশী কি ডুবিল জলে রাহুর ভয়ে
৩ ফুকা। আবার ভাবি সে যে
শশী কুমুদবান্ধব,
৩ মেলতা। হৃদয়কমল কেন তা দেখে হবে সুখী

(৺হরুঠাকুর প্রণীত)

১ চিতান। সই রজনী কি দিন, হয়ে জ্বালাতন,
২ পরচিতান। এই বাসনা করি অনুক্ষণ।
১ ফুকা। হয়ে বিহঙ্গম যাই সেই ধাম।
১ মেলতা। দেখি গিয়া শ্যাম, বংশীবদনে।
মহড়া। হায়! কোথা গেলে পাব,
সে প্রাণমাধব,
কিরূপে মিলিব তাঁর চরণে।
গৃহ পরিবার, সকলি অসার,
সেই মনোহর শ্রীকৃষ্ণ বিনে।

অক্রূর-সংবাদ।
(৺হরুঠাকুর-প্রণীত)

১ চিতান। এ কি অকস্মাৎ ব্রজে বজ্রাঘাত,
কে আনিল রথ গোকুলে।
১ পরচিতান। রথ হেরিয়ে ভাসি অকূলে,
১ ফুকা। অক্রূর সহিতে, কৃষ্ণ কেন রথে,
১ মেলতা। বুঝি মথুরাতে চলিলে।
মহড়া। রাধারে চরণে ত্যজিলে রাধানাথ,
কি দোষ রাধার পাইলে?
অন্তরা। শ্যাম, ভেবে দেখ মনে,
তোমারি কারণে, ব্রজাঙ্গনাগণে উদাসী।
নাহি অন্য ভাব, শুন হে মাধব,
তোমার প্রেমের প্রয়াসী।
২ চিতান। নিশাভাগ নিশি,
যথা বাজে বাঁশী, তথা আসি গোপী সকলে।
২ পরচিতান। দিয়ে বিসর্জন কুলশীলে।
২ ফুকা। এতেই হলাম দোষী,
তাই তোমায় জিজ্ঞাসি।
২ মেলতা। এই দোষে কি হে ত্যজিলে?
২ অন্তরা। শ্যাম যাও মধুপুরী, নিষেধ না করি,
থাক হরি, যথা সুখ পাও।
একবার সহাস্যবদনে, বঙ্কিমনয়নে,
ব্রজগোপীর পানে ফিরে চাও।
৩ চিতান। জনমের মত শ্রীচরণ দুটী,
হেরি হে নয়নে শ্রীহরি।
৩ পরচিতান। আর হেরিব আশা না করি।
৩ ফুকা। হৃদয়ের ধন তুমি গোপিকার।
৩ মেলতা। হৃদে বজ্র হানি চলিলে।

(হরুঠাকুর প্রণীত)

১ চিতান। তুমি রাধে অতি সাধে,
করেছ প্রণয়,

১ পরচিতান। সে লম্পট কভু নয় সরলহৃদয়।

১ ফুকা। তোমারে সঙ্কেত জানায়ে,
শ্যাম বিহরিছে অন্যেরে লয়ে,

১ মেলতা। দেখিবে ত এসো রাধে,
দেখাই তোমারে,

মহড়া। আছে চন্দ্রাবলীর ঘরে।
দেখে এলাম তোমার শ্যামচাঁদেরে।

খাদ। শুয়ে কুসুম-শয্যাপরে।

২ ফুকা। নিশির শেষে অলসে অচেতন,
শ্যাম-অঙ্গে নাহি বসন-ভূষণ,

২ মেলতা। ভুজে ভুজে বাঁধা যুক্ত অধরে অধরে

(৺হরুঠাকুর প্রণীত)

১ চিতান। কোন্ প্রাণে সে তোমারে দিলে
হে বিদায়।

১ পরচিতান। তুমি বা কেমনে ত্যজে
আইলে হেথায়।

১ ফুকা। বিদরে আমার বুক।

১ মেলতা। তব মুখ হেরিয়ে।

১ মহড়া। এসেছ শ্যাম কোথা নিশি জাগিয়ে।
শূন্যদেহ লইয়ে এলে কারে প্রাণ সঁপিয়ে।

খাদ। এখন কি হইল মনে রাধা বলিয়ে?

২ ফুকা। কি ভাবিয়ে শ্রীমতীরে।

২ মেলতা। গেলে শ্যাম ত্যজিয়ে?

(৺ভবানীচরণ বণিকের দলে গীত)

১ চিতান। নিতি নিতি লই,
এই যমুনার জল সখি।

১ পরচিতান। জলমধ্যে আজি এ কি দেখ দেখি

১ ফুকা। জলে কি এমন দেখেছ কখন?

মেলতা। বল দেখি ওগো ললিতে।

মহড়া। জলে কি জলে,
কি দোলে দেখ গো সখি, কি হেলে হিল্লোলে

খাদ। পারি না স্থির নির্ণয় করিতে।

২ ফুকা। শ্যামল কমল ফুটেছে বুঝি।

২ মেলতা। নির্ম্মল যমুনার জলেতে।

অন্তরা। সই দেখ দেখি শোভা, কিসের আভা,
হেরি জলমাঝেতে।
প্রস্ফুটিত তমালবৃক্ষ যার কালবরণ,
ঐ ছায়া কি ইথে।

১ চিতান। আর সখি কাল চাঁদ কি আছে?

১ পরচিতান। গগনমণ্ডলে, কি পাতালে রয়েছে

২ ফুকা। বল দেখি সখি, কালাচাঁদ কি,

৩ মেলতা। উদয় হয় দিবসেতে?

(৺নালুঠাকুরের দলে গীত)

(৺কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত)

১ চিতান। শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদে কালরূপ,
ভাবিতে ভাবিতে রাই।

১ পরচিতান। হলেন অচেতন,
দেখে সখীগণ, চাইতে রাই যেন আর নাই।

১ ফুকা। পরে চৈতন্য পেয়ে কমলিনী কয়,
এ কি দায়, বিশ্বম্ভরের প্রায়,
হলো কে আমার হৃদয়ে উদয়।

১ মেলতা। হেন জ্ঞান হয়, তায় আবার,
ব্রহ্মাণ্ডের যেন ভার, পশিল আমার হৃদিপিঞ্জরে

মহড়া। সজনি গো, আমায় ধর গো ধর,
বুঝি কি হলো আমারে।
তড়িত মেঘের বরণ, দলিত অঞ্জন,
কে যেন প্রবেশিল অন্তরে।

উত্তর।

(৺গদাধর মুখোপাধ্যায় প্রণীত)

(৺ভোলানাথ ময়রার দলে গীত)

১ চিতান। চিন্তা নাই চিন্তামণির
বিরহ ঘুচল এতদিনের পর।

১ পরচিতান। অন্তর জুড়াও ওগো কিশোরী,
হেরে অন্তরে বাঁকা বংশীধর।
ফুকা। যে শ্যাম-বিরহেতে ছিলে কাতর নিরন্তর,
সেই চিকণকালো হৃদে উদয় হলো,
এখন সুশীতল কর গো অন্তর।
১ মেলতা। যদি অন্তরে অকস্মাৎ,
উদয় হলো রাধানাথ,
আছে এর চেয়ে বল কি আর সুমঙ্গল।
মহড়া। বুঝি নিবলো রাধে তোমার
অন্তরের কৃষ্ণবিরহ-অনল।
হেরে অন্তরে কালাচাঁদ, অন্তরের পুরাও সাধ,
অন্তর কর না আর নীলকমল।
খাদ। এ সময়ে পরশিতে বলো না,
ভয় পাছে অমঙ্গল।
২ ফুকা। বিধি এই করুন,
ঘুচুক শ্যাম-বিচ্ছেদ রাই তোমার।
ওগো চন্দ্রমুখী কৃষ্ণসুখে সুখী,
তোমায় সদা দেখি সাধ সবাকার।
২ মেলতা। রাধে তোমার দুখ আর,
নাহি সহে গোপিকার,
করিলেন মাধব আজি বিরহানল বুঝি সুশীতল

দ্বিতীয় পালটা।
(৺কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত)
চিতান। অন্তরের ধন কৃষ্ণ অন্তরে রাখিতে,
কার বা অসাধ।
পরচিতান। কিন্তু ললিতে, কপালগুণেতে,
ঘটিল হরিষে বিষাদ।
১ ফুকা। কৃষ্ণ-বিলাসের সই আমার এ অঙ্গ,
দুঃসহ কৃষ্ণবিরহ তাতে আসিয়া জ্বালায় অনঙ্গ।
১ মেলতা। সে যে ত্রিভঙ্গ কালিয়ে,
মানসে হেরিয়ে জুড়াই সই,
তেমন কপাল আমার নয়।
মহড়া। এমন দুখের সময় কালাচাঁদ কেন,
দুখিনীর হৃদয়ে উদয়?
আমার অন্তরে প্রবল, বিচ্ছেদ-দাবানল,
পাছে তার শ্যামাঙ্গ সই দগ্ধ হয়।

(৺গদাধর মুখোপাধ্যায়-প্রণীত ও
৺লক্ষ্মীনারায়ণ যোগীর দলে গীত)
চিতান। দিবসে শ্রীকৃষ্ণরূপ ভাবিয়ে মনে।
১ পরচিতান। নিশিতে নিদ্রিত হয়েছিলাম
শয়নে।
১ ফুকা। আমি দেখিলাম ওগো বৃন্দে সখি,
অতি সহাস্যবদন রমণীরঞ্জন,
কালবরণ বাঁকা আঁখি।
১ মেলতা। করে আমার নিদ্রাভঙ্গ দিয়ে ভঙ্গ,
সখি সে ত্রিভঙ্গ অদেখা হল।
মহড়া কাল স্বপনে মাধব আমার কুঞ্জে এসেছিল,
রজনীতে ছিলাম কালাচাঁদের সহিতে,
ললিতে গো প্রভাতে, সেই শ্যাম কোথায় গেল
খাদ। স্মরণ আছে, সে আমারে এই বলেছিল।
২ ফুকা। বলে ওঠ গো রাই চন্দ্রমুখী।
তোমার হেমাঙ্গে দিয়ে, শ্যামাঙ্গ দিয়ে,
একাঙ্গ হইয়া থাকি।
২ মেলতা হেরে স্বপনে শ্রীহরি,
প্রাণে মরি, এখন কার কি উপায় বল?

ধরতা।
(৺ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তীর প্রণীত ও
আণ্টনি সাহেবের দলে গীত)
১ চিতান। প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণে নিকুঞ্জের নিকটে
হেরিয়ে বৃন্দে শ্রীমতীরে কয়।
১ পরচিতান। রাধে কেঁদেছ যার আশাতে
নিশিতে, সেই শ্যাম প্রভাতে উদয়।
১ ফুকা। কৃষ্ণ অতি ম্রিয়মাণ তাহে লজ্জাভয়,
মুখে আধ আধ ভাষা, গললগ্নবাসা,
কাতর মাধব অতিশয়।

১ মেলতা। দেখে রূপের ছাঁদ,
পাছে রাগে হয় উন্মাদ,
কৃষ্ণ আগে তাই পাঠিয়ে দিলেন আমাকে।
মহড়া। একবার বলিস্ ত আস্‌তে বলি মাধবকে
প্যারী তোর সম্মুখে,
ঐ দেখ কালিয়ে কুঞ্জের বাহিরে দাঁড়ায়ে।
কেঁদে বলতেছে দয়া কর রাধিকে।
খাদ। যদি স্বেচ্ছা হয় বল্‌গে প্রাধানা গোপীকে
২ ফুকা। কৃষ্ণ সেজেছেন অতি বিপরীত,
যেন গ্রহণান্তে শশী, উদয় হল আসি,
সর্ব্বাঙ্গে কলঙ্ক অঙ্কিত।
১ম মেলতা। নাহি সর্ব্বাঙ্গে সুরাগ,
হৃদে কলঙ্কেরি দাগ,
নাহি লাবণ্য কালাচাঁদের চাঁদমুখে।

উত্তর।
(৺রামসুন্দর রায়ের প্রণীত)
(৺ বলরাম বৈষ্ণবের গীত)
১ম চিতান। সখি, আর কৃষ্ণের কথা শুনাসনে
জ্বালাসনে প্রাণ গো আমার।
১পরচিতান। কাল রূপ চক্ষে হেরিব না আর।
১ ফুকা। কুল শীল লাজ পরিহরি,
যার বাঁশী শুনে দাসী হলাম চরণে,
করলে সেই হরি চাতুরী।
১ মেলতা। আর কাল রূপ হেরব না,
হেরিতে বল না,
কালার প্রেম কাল আমার হইল।
মহড়া। কৃষ্ণ যার প্রেমের অনুরাগী এখন গো,
সেইখানে যাইতে বল।
যদি আমারি হতেন শ্যাম,
হতেন না আমায় বাম,
জুড়াতাম লয়ে চিকণ কাল।
খাদ। মাধব আমার আশা, করি নিরাশা,
চন্দ্রাবলীর আশা পুরাইল।

ফুকা। সখি, জাগিলেম নিশি যার আশাতে,
সেই প্রতিকূল যদি আমায় হইল,
কাজ কি এ ছার প্রাণেতে।
২ মেলতা। কৃষ্ণ যার এখন তারই হোক্,
আমারই প্রাণে সোক্,
কৃষ্ণবিচ্ছেদে না হয় আমার প্রাণ গেল।
(৺গদাধর মুখোপাধ্যায়ের প্রণীত)
(৺নীলমণি পাটুনীর দলে গীত)
১ম চিতান। ত্রিভঙ্গ বিদেশিনীর সজ্জা দেখে
বঙ্গদেবী ডেকে কয়।
১ পরচিতান। তুই কি গো কুলের গোপিনী,
কি উদাসিনী, নিকুঞ্জের নিকটে উদয়।
১ ফুকা। একে স্বনঙ্গ অঙ্গ, তাহে কুরঙ্গনয়নী,
অতি কৃশাঙ্গ দেখ্‌তে পাই,
সঙ্গে কেউ সঙ্গী নাই, চলিস্ চলিস্,
চলিস্ যেন গজগামিনী।
১ মেলতা। হয়ে কন্দর্পপীড়িতা, বাগস্খলিতা,
চলিতে বাজে চরণকমলে।
মহড়া। কে গো তুই কাদের কুলের বউ,
কুল ত্যজে ভ্রমিস্ গোকুলে।
তুই কি অনাথা, নাকি বিচ্ছেদে উন্মত্তা,
আয় আয় কাছে আয়,মনের কথা যা বলে।
খাদ। হেন জ্ঞান হয় যেন তুই দগ্ধা বিচ্ছেদানলে।
২ ফুকা। যেমন আমাদের রাইয়ের দশা
কালিয়ে করেছে,
ওগো সেই দশা তোর কি, তাই সুধাই ও সখী,
হোক্ মেনে বল আমার কাছে।
২ মেলতা। হলি কি দুখে দুখিনী,
ওগো সজনি,
চক্ষের জল মুছিস্ কেন অঞ্চলে।
অন্তরা। একে নবীন বয়স,
তাতে সুসভ্য কাব্যরসে রসিকে।
মাধুর্য্য গাম্ভীর্য্য, তাতে দাক্ষর্য্য নাই,
আর আর বৌ যেমনধারা ব্যাপিকে।

১ চিতান। অধৈর্য্য হেরে তোরে সজনি,
ধৈর্য্য ধরা নাহি যায়।
২ পরচিতান। যদি সিদ্ধ হয় সেই কার্য্য,
কর্‌ব সাহায্য,
২ ফুকা। একে রমণীজাতীয় আমিও রমণী।
এমন ব্যথিত কোথায় পাবি,
কোথায় প্রাণ জুড়াইবি,
বল্‌বি কায় দুখের কাহিনী।
২ মেল্‌তা। আমায় বল গো খুলে মনের ভাব,
কি দুখে এ ভাব,
তোমার ভাব দেখে ভাসি নয়নসলিলে।

ধরতা।

(৺রাম বসুর প্রণীত)

(৺মোহনসরকারের দলে গীত)

১ চিতান। সাধ করে করেছিলাম দুর্জ্জয় মান,
শ্যামের তায় হল অপমান।
১ পরচিতান। শ্যামকে সাধ্‌লেম না,
ফিরে চাইলেম না,
কথা কইলেম না রেখে মান।
১ ফুকা। কৃষ্ণ সেই রাগের অনুরাগ,
রাগে রাগে গো পড়ে পাছে,
চন্দ্রাবলীর নব অনুরাগে।
১ মেল্‌তা। ছিল পূর্ব্বের যে অনুরাগে,
আবার এ কি অপূর্ব্ব রাগ,
পাছে রাগে শ্যাম রাধার আদর ভুলে যায়
মহড়া। শ্যাম কাল মান করে গেছে,
কেমন আছে, দূতি জেনে আয়।
করে আমারে বঞ্চিতে,
গেল কার কুঞ্জে বঞ্চিতে,
হয়ে খণ্ডিতে মরি হরির প্রেমের দায়,
খাদ। ছলে বুঝি মন ছলে গেছে শ্যামরায়।
২ ফুকা। আগে বুঝিবে মন,
দূরে থেকে চক্ষে দেখে গো,
কয় কি না কয় কথা ডেকে।
২ মেল্‌তা। যদি কাতরে কথা কয়,
তবে নয় অপ্রণয়,
অমনি সেধ গো ধরে দুটী রাঙ্গা পায়।
অন্তরা। যায় মানের মান আমায় মানে,
সে না মানে, তবে কি কর্‌বে এ মানে,
মাধবের কত মান,
না হয় তার পরিমাণ,
মানিনী হয়েছি সেই শ্যামের মানে।
২ চিতান। যে পক্ষে যখন বাড়ে অভিমান,
সেই পক্ষে রাখ্‌তে হয় সম্মান,
২ পরচিতান। রাখ্‌তে শ্যামের মান,
গেল গেল মান, আমার কিসের মান অপমান।
৩ফুকা। এখন মানান্তে প্রাণ জ্বলে,
জ্বলে জ্বলে গো,
জুড়াবে কি অন্য জলধরের জলে।
৩ মেল্‌তা। আমার সেই কাল জলধর,
রাধা চাতকী কারে দেখে প্রাণ জুড়ায়।

উত্তর।

(৺ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী প্রণীত)

(৺বলরাম বৈষ্ণবের দলে গীত)

১ম চিতান। যার মানে মানে রাই,
সাজে না তায় অভিমান।
১ পরচিতান। কমলিনী, এমন মানিনী,
হতে কে দিল বিধান।
১ ফুকা। যারে তিলেক না হেরে,
হও অধৈর্য্য অন্তরে,
ছি ছি! শ্রীমতী, তার প্রতি,
কর্‌লে এ মান কি করে।
১ মেল্‌তা। কর্‌লে যার উপর অভিমান,
শেষে তার লাগি ব্যাকুলিত হলো প্রাণ,
এমন মান করে কি লাভ কিশোরী।

মহড়া। ধিক্ তোর মানে মানময়ি রাই,
এ কি লাজ আ মরি মরি।
করে মান হলে অপমান,
এখন কোন্ লাজে আস্‌তে বল সে হরি।

মাথুর।

ধরতা।

(৺রাম বসুর প্রণীত)

১ চিতান। কুবুজা কহিছে তুমি
রাজা এই মধু-ভবনে ;
১ পরচিতান। রাজার উপর রাজা আছে
আগে জানিনে।
১ ফুকা। ওহে গোবিন্দ বড় সন্দ হতেছে,
করেছ প্রেম ধার তুমি কোন্ রমণীর কাছে।
১ মেলতা। তুমি করে কার দাসত্ব, পেয়েছ রাজত্ব
সে—তত্ব জানতে এসেছে তোমার।
মহড়া। আছে খত নে পথে বসে,
কে রমণী সে শ্যাম কি ধার কিছু তার ?
হয়ে আমাদের ভূপতি, ওহে যদুপতি,
কোটালী করেছিলে কোন্ রাজার ?
খাদ। প্রেমাধার ধার তুমি কার ?
২ ফুকা। খতে লেখা আছে ওহে শ্রীহরি,
খাতক ত্রিভঙ্গ শ্যাম মহাজন ব্রজ-কিশোরী ;
২ মেলতা। মনে আতঙ্ক করি ওই।
ত্রিভঙ্গ শুন কই, তোমা বই,
চেরা সই আর হবে কার ?

উত্তর।

(৺গদাধর মুখোপাধ্যায় প্রণীত)

(৺নীলুঠাকুরের দলে গীত)

১ চিতান। বৃন্দে নাম ধরে ও নারী,
বৃন্দাবনবাসিনী।
১ পরচিতান। রাসেশ্বরী আমার প্রাণেশ্বরী,
শ্রীমতীর প্রিয়সঙ্গিনী।
১ ফুকা। তুমি চেন না সখি ওই বৃন্দে,
বিরহে ব্যাকুলা, হয়ে কুলবালা
এসেছে দেখিতে গোবিন্দে।
১ মেলতা। মনে অনুমান করি সই,
রাধার প্রেরিতা হবে বুঝি ওই,
নাহি সুধালে কিছুই বুঝিতে নারি,
মহড়া। আছে বৃন্দাবনে আমার প্রেমের মহাজন
ব্রহ্মময়ী কিশোরী ;
রাধা মূলাধার আমার সই,
জানি না রাধা বই,
আমি সেই রাধার প্রেমের ভিখারী।
খাদ। দাসত্ব করেছি আমি গো তাঁরি,
২ ফুকা। রাধার প্রেম ঋণে আছি বদ্ধ সই,
দাসখত দিছি তায় এ কথা মিছে নয়,
খাতক আমি রসময়ী।
২ মেলতা। করে রাই-রাজার প্রেম ধার,
মথুরায় আসা গো আমার,
সে ধার শুধিতে সাধ্য নাই সহচরি।

ধরতা।

(৺রাম বসুর প্রণীত)

(৺নীলুঠাকুরের দলে গীত)

১ চিতান। বসন্ত ঋতু আসি
সসৈন্যে ব্রজেতে হইল উদয়।
১ পরচিতান। বিরহে ব্যাকুলা হয়ে বৃন্দে,
কোকিলের প্রতি কেঁদে কয়।
১ ফুকা। প্রাণের কৃষ্ণ ছেড়ে গিয়েছে,
কৃষ্ণবিরহিণী হয়ে কমলিনী,
ধূলাতে পড়ে রয়েছে।
১ মেলতা। বাঁকা ত্রিভঙ্গ বহনে,
শ্রীঅঙ্গ শ্রীহীনে রাই,
তারে কি হবে মধুরধ্বনি শুনালে।
মহড়া। সহে না কুহুস্বর, ক্ষমা দে পিকবর,
ডাকিস না শ্রীকৃষ্ণ বলে,

শুন বলি হে নিরদয়,
এ ত রাধার সুখের সময় নয়,
প্রাণে মর্‌বে রাই জ্বালার উপর জ্বালালে।
থাদ। ব্রজবাসী তবে ভাসি নয়নজলে।
২ফুকা। হয়ে কৃষ্ণ-শোকে শোকাকুল,
গোপ-গোপীকুল, পশু-পক্ষীকুল,
বিরহে সকলে ব্যাকুল;
২ মেলতা। ত্যজে বকুল-মুকুল,
অধৈর্য্য অলিকুল হে,
কোকিল এ সময় কেন এলি গোকুলে?
অন্তরা। এখন দুখের সময়
কেন তুই এলি কুঞ্জে,
ব্রজনাথ-অভাবে ব্রজে রাই কাতরা,
অলি, কি সুখে তবে বেড়াও ভুঞ্জে?
২ চিতান। অধীরা ধরাসনে পড়ে রাই,
চক্ষে জলধারা বয়।
২ পরচিতান। এ সময় সপক্ষ হও পক্ষী হে,
বিপক্ষ হওয়া উচিত নয়।
৩ ফুকা। এই ভিক্ষা করি পিকবর,
করিসনে ধ্বনি আর প্রাণ রাখ শ্রীরাধার,
দুখিনীর কথা রক্ষা কর।
৩ মেলতা। কোকিল, দেখলি ত স্বচক্ষে
মরণের অপেক্ষা নাই,
হয়ে রয়েছি জীবন্মৃত গোপী সকলে।

উদ্ধব।

(৺রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত)

(৺বলরাম বৈষ্ণবের দলে গীত)

১ চিতান। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধায়
সখি গো কভু ছাড়া নয়।
১ পরচিতান। রাধাকৃষ্ণ একই অঙ্গ,
জানি সই পুরাণেও এই কথা কয়।
১ ফুকা। রসবৃন্দাবন, নৃত্যধাম,
রাধে স্বর্ণলতা, ব্রজে বিরাজিতা,
বাঁধা রাধার প্রেমে আছেন শ্যাম।
১ মেলতা। আমি কুহুরবে রাধায় জ্বালাই না,
কেবল করি রাই-চরণ-কমল দরশন।
মহড়া। আমার কুহুরবে,
কেন দগ্ধ হবে, রাধার মন,
ইচ্ছাময়ী রাই-কমলিনী,
ইচ্ছাময় চিন্তামণি,
সকলি ইচ্ছা শ্রীকৃষ্ণের;
কৃষ্ণবিরহ রাধার নাই জানিয়া ডাকি তাই,
রাধা ছাড়া কি থাকেন সাধের কৃষ্ণধন।
থাদ। ভক্তের বাসনা জন্য শূন্য বৃন্দাবন।
২ ফুকা। আছে শ্রীদামের অভিশাপ,
কৃষ্ণ-বিরহিণী হবেন কমলিনী,
পাবেন কৃষ্ণ বিনে মনস্তাপ,
২ মেলতা। হবে সময়ে সেই জেনো দুখের শেষ,
পাবে অনায়াসে কৃষ্ণের কমলচরণ।

বিরহ।

(৺রাম বসুর প্রণীত)

১ চিতান। একে আমার এ যৌবন কাল
তাতে কাল বসন্তকাল;
১ পরচিতান। এ সময় প্রাণনাথ প্রবাসে গেল।
১ ফুকা। হাসি হাসি যখন সে আসি বলে,
সে আসি শুনিয়া ভাসি নয়নজলে।
১ মেলতা। তারে পারি কি ছেড়ে দিতে,
মন চায় ফিরাইতে,
লজ্জা বলে ছি ছি ছুঁয়ো না।
মহড়া। মনে রইল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে,
তারে বলি বলি আর বলা যায় না।
থাদ। সরমে মরমের কথা কহা গেল না।
২ ফুকা। যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে,
নির্লজ্জ রমণী বলে হাসিত লোকে।

মেলতা। সখী ধিক্ থাক আমারে,
ধিক্ সে বিধাতারে নারীজনম আর যেন করে না
অন্তরা। তার মুখ দেখে মুখ ঢেকে কাঁদলাম সজনি
অনায়াসে প্রবাসে গেল সে গুণমণি।
২ চিতান। এ কি সখী হলো বিপরীত,
রেখে লজ্জায় সম্মান,
২ পরচিতান। মদনে দহিছে
এখন প্রাণে বাঁচা ভার।
৩ মেলতা। কারে এ দুখ কব সই,
কত আর প্রাণে সই হল গো এ কি সখী যন্ত্রণা।

উত্তর।

(৺গদাধর মুখোপাধ্যায় প্রণীত)
(৺নীলুঠাকুরের দলে গীত)
১ চিতান। শীত বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা
আদি যত কাল ;
১ পরচিতান। পতি বিনা সকল জেনো
নারীর পক্ষে কাল।
১ ফুকা। সে কাল জেনো সুখের—যে কাল
পতিসুখে যায়,
সুখের মলাধার, প্রাণপতি অবতার,
পুরুষে অবলা জুড়ায়।
১ মেলতা। পতির সুখে সতীর সুখ,
পতিদুখে দুখ নারীর সই।
পতির বিচ্ছেদে অনেক জ্বালা সইতে হয়।
মহড়া। ধৈর্য্য ধর সই অধৈর্য্য হওয়া উচিত নয়,
আসবে প্রাণকান্ত, হবে দুখ অন্ত,
সুশীতল করো তাপিত হৃদয়,
খাদ। কমল ত্যজিয়া মধুকর,
স্বতন্তর কভু নাহি রয়।
২ ফুকা। কত দুঃখ দিলে রাবণ সীতা হরিয়ে,
ঘুচিল দুখের কাল, হইল সুখের কাল,
জুড়ালেন শ্রীরামে লয়ে।
২ মেলতা। নাথ-বিরহে সাবিত্রীও,
বিষাদিত হয়েছিল সই ;
আবার পুনরায় পেলে সে ত রসময়।

খেউড়।

(৺রাম বসুর প্রণীত)
(ইঁহার নিজের দলে গীত)
১ চিতান। সেই তুমি সেই আমি—
সেই প্রণয়—নূতন নয় পরিচয়।
১ পরচিতান। হলে প্রাণ, রসের অনুষ্ঠান,
তবে বিরস বদন কেন হয় ?
১ ফুকা। তোমায় লোকে কয়
রসময় মিথ্যা নয়, সে রস পরের কাছে হয়,
ঘরে এলে মুখ যেন সে মুখ নয়
১ মেলতা। তোমার আমার প্রতি ভ্রান্তি,
শিরে সংক্রান্তি,
যেন শান্তিশতকেতে পাঠ এ গুলো ;
মহড়া। ভাব দেখে করি অনুভব,
ভাব বুঝি ফুরাল।
দিনের দিন বসহীন হয়েছি আমি,
আছ সেই তুমি, তোমার প্রেম লুকাল।
খাদ। এই দুখে প্রাণনাথ প্রাণ দহিল।
২ ফুকা। ছিল নব রস,
ছিলে বশ, কত যশ,
করতে তুমি প্রাণধন,
দেখা হলে এখন তুলে চাও না ও বদন।
২ মেলতা। তখন হাস হাসি
তুষিতে প্রেয়সী-প্রাণ,
সে সব শশিমুখের হাস কোথায় গেল।

উত্তর।

(৺ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তীর প্রণীত)
(৺নীলমণি পাটুনীর দলে গীত)
১ চিতান। বল সই কি কথা
ভাবের অন্যথা নাহিক আমার।

১ পরচিতান। তবে কর্ম্মান্তরে হলে স্বতন্তর,
তুষ্‌তে নারি প্রাণ তোমার।
২ ফুকা। তা বলে ভেব না প্রিয়ে আমার পর।
আমি নহি ত পরের প্রাণ,
তুমি না পরের প্রাণ,
তোমারি বাঁধা নিরন্তর।
১ মেল্‌তা। পরের নিন্দা করা কেমন স্বভাব রমণীর
পুরুষ প্রাণ দিলেও নারী সুবশ করে না।
মহড়া। কও কে শিখালে হে তোমারে
এমন ঘরভাঙ্গা মন্ত্রণা।
বিনা দোষেতে দুষো না,
সুখের প্রেমে দুখ দিও না,
মিছে অপযশ কর্‌লে ধর্ম্মে সবে না।
২ ফুকা। আমি সাধে কি সাধি না সই তায়,
দেখ্‌লে সই আমায় শত্রু ফিরে চায়,
সে যেন চখের মাথা খায়।
২ মেল্‌তা। রেখে বিরহ-বাসরে,
যুবতী নারীরে প্রাণনাথ সুখেতে কর্‌ছে নিরাশ।

খরতা।

(৺রাম বসুর প্রণীত)

(৺মোহন সরকারের দলে গীত)

১ চিতান। পূর্ণ ষোল কলা, ষোড়শী বালা,
যৌবন ধরা নাহি যায়।
১ পরচিতান। কৃষ্ণপক্ষে যেমন দিনের দিন
হচ্চে কলানিধির ক্ষয়।
১ ফুকা। আমার এ ধনের সম্ভোগী যে জন,
করিল না রক্ষে দেখিল বিপক্ষে,
রক্ষা করি যক্ষের ধন।
১ মেল্‌তা। পোড়া মদনের মন্ত্রণা,
প্রাণে আর সহে না কান্ত, পুরাল না মন-আশ;
মহড়া। সখী বল্‌ব কি
এ দুখিনীর এই জ্বালা বারমাস,
গেল চিরদিন কাঁদিতে, বসন্তে কি শীতে,
আমার হয়েছে যেন সীতার বনবাস॥
খাদ। জান্‌লেম ভাগ্যে সই
পূর্ণ হলো না অভিলাষ।

উত্তর।

(৺কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত)

(৺নীলু ঠাকুরের দলে গীত)

১ চিতান। করিয়ে পিরীতি যুবতী,
সকলের না হয় সুখোদয়।
১ পরচিতান। কেউ বা করে প্রেমে সুখলাভ,
কারো বা দুখে অঙ্গ দয়।
১ ফুকা। তা বলে সই মনে দুখ ভেব না,
পাইবে সে কান্ত, হবে দুখ অন্ত,
১ মেল্‌তা। দেখ শ্রীরাম বিহনে,
জানকী বনে যে দুখ পেয়েছিলেন সই,
পুন পেয়ে রামে সে দুখ তাঁর রহিল না।
মহড়া। পতির বিচ্ছেদে,
ওগো প্রাণসই বিষাদ মনে ভেব না
পাবে সময়ে সে পতি জুড়াবে যুবতা,
ঘুচিবে রতিপতির যন্ত্রণা।
খাদ। প্রেমে দুখ অনেক সখী সইতে হয়,
তা কি জান না?
২ ফুকা। দেখ দময়ন্তী নলের তরে,
কত দুঃখ সহিয়ে, পুন নাথে পেয়ে,
জুড়ালেন তাপিত অন্তরে।
২ মেল্‌তা। আর পাণ্ডবের মোহিনী যাজ্ঞসেনী
হইয়া বিপিনবাসিনী।
পুন রাজ্যধন পেলেন পাণ্ডব-অঙ্গনা।

ধরতা।

(৺গদাধর মুখোপাধ্যায় প্রণীত)

(৺ভোলানাথ ময়রার দলে গীত)

১ চিতান। এক ভাবে পূর্ব্বে ছিলে প্রাণ,
সে ভাব তোমার নাই।

১ পরচিতান। পেয়েছ যে নূতন নারী,
এখন মন তারি ঠাঁই,

১ ফুকা। রাখ্‌তে আমার অনুরোধ,
প্রাণ তোমার প্রেমামোদ হবে,
সে করিবে ক্রোধ।

১ মেলতা। দ্বেষাদ্বেষী দ্বন্দ্ব করে কি—
দেশান্তরী করিবে॥

মহড়া। বল বঁধু হে কার কথন্ মন রাখিবে?
তোমার এক জ্বালা নয়,
দুদিক্ রাখা বল ইথে আর কিসে প্রাণ বাঁচিবে,

খাদ। সমভাবে এ প্রণয় কেমনে রবে?

২ ফুকা। সবে তোমার একটী মন,
তায় করেছ প্রেমাধীন দুঠাঁয়ে দুজন।

২ মেলতা। কপট প্রেমে এমন করে প্রাণ,
আমায় কতবার আর কাঁদাবে?

উত্তর।

(৺রামবসুর প্রণীত)

(৺ঠাকুরদাস সিংহের দলে গীত)

১ চিতান। যতনে মন প্রাণপ্রেয়সী,
করেছি তোমায় সমর্পণ।

২ পরচিতান। তোমারি প্রেমে আমি বিক্রীত
অন্যের নহি কদাচন।

১ ফুকা। কেমন পুরুষের কপাল বুঝিতে নারি,
নিরন্তর তুষি মন তবু বশ করে না নারী,

১ মেলতা। তোমার নারীজাতির স্বভাব,
কেবল অভাব করা প্রাণ,
এ ভাব শিখালে বল শুনি কে তোমায়।

মহড়া। অন্য কার নই, শুন লো রসময়ি,
মিছে দোষ দাও কেন আমায়,
অন্যের যদি হতাম,তবে তোমায় নাহি তুষিতাম,
হরি লয়ে মন বশ কর না এ কি দায়।

খাদ। নারীর স্বভাব—দোষে নাগরকে,
নিবৃত্তি না মানে কথায়,

২ ফুকা। তার প্রত্যক্ষ দেখ সীতা সুন্দরী
রামকে বলিলেন মৃগ দাও আমারে ধরি।

২ মেলতা। গেলেন কুটীর ত্যজে
সীতার কথায় রঘুনাথ,
তবু লক্ষ্মণে দুষ্‌লেন সীতা পুনরায়।

ধরতা।

(৺রাম বসুর প্রণীত)

(৺রাম বসুর নিজ দলে গীত)

১ চিতান। পঞ্চাক্ষর নাম মকরধ্বজ,
বিরহী-রাজ্যে রাজন্।

১ পরচিতান। সহ সহচর, পঞ্চজন।
তারাই রিপু হলো পঞ্চজন।

১ ফুকা। ভ্রমর-কোকিলাদির পঞ্চশর,
রাজা পঞ্চস্বর, অঙ্গে হানে পঞ্চস্বর

১ মেলতা। তাহে উনপঞ্চাশৎ,
মলয়-মারুত, সহ,
আবার ভানু দহে তনু পঞ্চযোগেতে,

মহড়া। এ বসন্তে সখী পঞ্চ আমার,
কাল হলো জগতে।
করে পঞ্চদুখে দাহ, পঞ্চভূত দেহ,
পঞ্চত্ব বুঝি পাই পঞ্চবাণেতে।

খাদ। পঞ্চ যাতনা প্রায় নিশি পঞ্চ প্রহারেতে,

২ ফুকা। যদি পঞ্চামৃত করি পান,
নাহি জুড়ায় প্রাণ, হৃদে বেঁধে পঞ্চবাণ,

২ মেলতা। দেখি পঞ্চানন
এখন সেই দহে দেহ পঞ্চ শরেতে।

অন্তরা। সই গ্রহ প্রকাশিলে পঞ্চম মঙ্গল,
ফুলপ্রাণ যেন পঞ্চবাণ,
পঞ্চদশ দিনে হ্রাস বৃদ্ধি যার,
তার কিরণেও দহে প্রাণ।
২ চিতান। পঞ্চম দ্বিগুণ বদন যার,
রাক্ষসের যে প্রধান,
২ পরচিতান। তার চিতা সম জ্বলছে সখী
সদা পঞ্চম দুখেতে প্রাণ,
৩ ফুকা। যদি দ্বিপঞ্চ দিকেতে চাই,
পঞ্চ রিপু পাই,
পঞ্চ সহকারী নাই।
৩ মেলতা। কেবল পঞ্চম অসাধ্যে,
পঞ্চ রিপুর মধ্যে,
সই আমি থাকি সখী যেন পঞ্চতপেতে।
(উত্তর পাওয়া গেল না।)

খবুণ।

(৺কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত)
(৺নীলু ঠাকুরের দলে গীত)
১ চিতান। প্রাণনাথ যে দেশে
আমায় করিছে বিহার,
১ পরচিতান। ঋতুরাজার সখী, তথা অধিকার
১ ফুকা। তার শুভ সংবাদ যত,
সকলি ত জানে বসন্ত।
১ মেলতা। সুমঙ্গল কথা তার,
শুনালে হব সুখী,
মহড়া। বসন্তেরে সুধাও সখী,
আমার নাথের মঙ্গল কি ?
খাদ। নিবাসে নিদয় নাথ আসবে না কি ?
২ ফুকা। তার অভাবে ভেবে তনু ক্ষীণ,
দিন শতবার গণি দিন।
২ মেলতা। অসার আশায় আছি,
আশাপথ নিরখি।

অন্তরা। হায় কাল আসিবে বলে নাথ
করেছে গমন,
ভাগ্যগুণে যদি, হল সে মিথ্যাবাদী,
উপায় কি এখন।
২ চিতান। সে যদি ভুলেছে আমারে,
মনে না করে,
২ পরচিতান। আমি কেমনে ভুলিব তারে
৩ ফুকা। পতি, গতি, মুক্তি, অবলার,
সুখ মোক্ষ সেই গো আমার,
৩ মেলতা। তাহার কুশল শুনে,
কুশলে কুল রাখি।

উত্তর।

(৺রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত)
(৺সৃষ্টিধরের দলে গীত)
১ চিতান। নিবাসে আসিবে নাথ
যাবে সব জ্বালা,
১ পরচিতান। বিপক্ষে হাসিবে সখী
হলে চঞ্চলা,
১ ফুকা। ষড় ঋতু সৃষ্টি বিধাতার,
নিয়মে উদয় হয়, বাধা কারো নয়,
দোষ দাও মিছে সখী তার।
১ মেলতা। কি আর সুধাব বসন্তে,
এ দুখ অন্তে,
কান্ত পাবে ধৈর্য্য ধরে রও।
মহড়া। পর হবে না নাথ প্রবাসে,
অল্প দিন দুখ সও,
তুমি কুলের কামিনী, তাহে পরাধীনী,
সই রে, কেন ঢেউ দেখে তরী ডুবাইতে কও।
খাদ। নববালিকা নিতান্ত তুমি নও।
১ ফুকা। ঋতুপতি দিবে পতির সংবাদ,—
বল সই কেমনে, ভেবেছ কি মনে,
ঘটলো কি বিরহ প্রমাদ।

১ মেলতা। পতি বিচ্ছেদে এমনি হয়,
সখী মিছে নয়,
তা বলে আশাত্যাগী কেন হও।

ধরতা।
(রামবসুর বিশেষ অনুগৃহীতা যজ্ঞেশ্বরী নাম্নী
এক রমণীর প্রণীত)
(৺নীলুঠাকুরের দলে গীত)

১ চিতান। কর্ম্মক্রমে আশ্রমে সখা
হলে যদি অধিষ্ঠান ;
১ পরচিতান। হেরে মুখ, গেল দুখ,
দুটো কথার কথা বলি প্রাণ।
১ ফুকা। আমায় বন্দী করে প্রেমে,
এখন ক্ষান্ত হলে হে ক্রমে ক্রমে,
দিয়ে জলাঞ্জলি এ আশ্রমে।
১ মেলতা। আমি কুলবতী নারী,
পতি বই আর জানি নে,
এখন অধীনী বলিয়ে ফিরে নাহি চাও,
মহড়া। ঘরের ধন ফেলে প্রাণ—
পরের ধন আগুলে বেড়াও।
নাহি চেন ঘর বাসা, কি বসন্ত কি বরষা,
সতীরে করে নিরাশা,অসতীর আশা পুরাও।
খাদ। রাজ্যে থেকে ভাগ্যের প্রতি
কার্য্যে না কুলাও।
২ ফুকা। তোমার মন হল বার বাগে,
গেল জন্মটা ঐ পোড়া রোগে,
আমার সঙ্গে দেখা দৈবার্থ যোগে।
২ মেলতা। কই কইছ আমার সনে,
মন রয়েছে সেখানে,
প্রাণ - মনে কর সখা পাখা হলে উড়ে যাও।

(উত্তর পাওয়া যায় নাই)

ধরতা।
(৺রাম বসুর প্রণীত ও
তাঁহার নিজের দলে গীত)

১ চিতান। নবীন বয়সে রঙ্গ-রসে
দিনে দেখা হত শতবার,
১ পরচিতান। নীরস নলিনী, এখন ভ্রমর
চাইবে কেন ফিরে আর।
১ ফুকা। আগে প্রাণ হল,
তার পরে হল যৌবন ঘটনা,
বিধাতার এ কি বিবেচনা,
যৌবন গেল প্রাণ ত গেল না।
১ মেলতা। আমি কি ছিলাম, কি হলাম,
আর বা কি হই,
সে অনুতাপে আমার তনু শুকাল।
মহড়া। কোথা যুবতীর যৌবন,
তোমা বিনা নারীর মান গেল।
নবীনকালে দেহে ছিল,প্রবীণকালে কোথা গেল,
তোমায় হয়ে হারা, হয়েছি কাতরা,
আপন বঁধু এখন পরের প্রাণ হল।
(উত্তর পাওয়া যায় নাই)

ধরতা।

(৺রাম বসুর প্রণীত ও
তাঁহার নিজের দলে গীত)

১ চিতান। প্রেমেতে মজিয়ে চিরদিন রব
প্রাণ জুড়াব, ছিল বাসনা।
১ পরচিতান। ত্রিরাত্রি না যেতে, তাতে
কি বিড়ম্বনা,
১ ফুকা। আমি তোমার জন্য হলেম পরের বশ,
আগে মান খোয়ালুম, কুল মজালেম,
দেশ-বিদেশ অপমান আর অপযশ।
১ মেলতা। আগে দেখিয়ে বাড়াবাড়ি,
করলে ছাড়াছাড়ি শেষ,
আমার মাথায় তুলে দিলে কলঙ্কের ডালি।

মহড়া। তোমায় ভালবেসেছিলামবলে কি রে
প্রেম, আমায় দুকুল মজালি।
দুমাস না যেতে দারুণ বিচ্ছেদের হাতে,
আমায় সঁপে দিয়ে কি রে ফেলে পালালি।
খাদ।.দিবানিশিপ্রাণে জ্বলি,তাই তোমারেবলি
২ ফুকা। আমি সাধে কি বিষাদে রয়েছি,
করে—না বুঝে—লোভ, শেষ পেয়ে ক্ষোভ,
বলি কাকে চখে দেখে শিখিছি।
২ মেলতা। যেমন মৎস্যমাংসভোগী,
হয়েছিল জম্বুকী,
তুই কি আমার ভাগ্যে এখন সেইটে ঘটালি।
(উত্তর পাওয়া যায় নাই।)

ধরতা।

(৺রামবসুর প্রণীত ও
তাহার নিজের দলে গীত)

১ চিতান। দৈবযোগে যদি প্রাণনাথ হ'লে
এ পথে আগমন,
১ পরচিতান। কও কথা, একবার কও কথা
তোল ও বিধুবদন।
১ ফুকা। প্রণয় ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে তায় লজ্জা কি,
এমন ত প্রেম ভাঙ্গাভাঙ্গি অনেকের দেখি।
১ মেলতা। আমার কপালে নাই সুখ,
বিধাতা হল বিমুখ,
আমি সাগর ছেঁচেও সখা মাণিক পেলাম না।
মহড়া। দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াওপ্রাণনাথ,
বদন ঢেকে যেও না,
তোমায় ভালবাসি তাই,
চখের দেখা দেখ্‌তে চাই,
কিছু—থাক থাক বলে ধরে রাখ্‌ব না।
খাদ। শুধু দেখা দিলে তোমার মান যাবে না,
২ ফুকা। তুমি যাতে ভাল থাক সেই ভাল,
গেল গেল বিচ্ছেদে প্রাণ আমারই গেল।
২ মেলতা। তোমার পরের প্রতি নির্ভর,
আমি ত ভাবি না পর,
তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুঃখ দিও না।
(উত্তর পাওয়া যায় নাই)

ধরতা।

(৺রাম বসুর প্রণীত)

(শ্রীনীলু ঠাকুরের দলে গীত)

১ চিতান। পতি পরতন্ত্রা ব্যবস্থা সতীর প্রতি নয়
১ পরচিতান। একাঙ্গ হলে ৬জনার,
তবেই ধর্ম্ম রয়।
১ ফুকা। হল তায় আমার সম্বন্ধ,
নামে ভার্য্যা কাজে ত্যাজ্য সই,
লোকের যেমন নদীর চড়ায় সনন্দ।
১ মেলতা। আমায় তাচ্ছিল্য দেখে তার,
দয়া হবে বল কার,
আমার পতিদত্ত জ্বালা জুড়াইবে—কে ?
মহড়া। পতি বিনে সই,
সতীর মান কই আর থাকে,
হায়! আমি যেন হলাম সতী,
বিপক্ষ তায় রতিপতি,
নারী হয়ে কি করবে তার শিব ডরাতেন যাকে
খাদ। যার মানে সই আমার মান,
সেই কই মান রাখে ?
২ ফুকা। ছি ছি। কি লজ্জা আই গো আই,
অন্য দিনের কথা দূরে থাক,
সর্ব্বনেশের পর্ব্ব কটা মনে নাই।
২ মেলতা। হলাম পতির পরিত্যাজ্য,
থাকতে দেয় না সে রাজ্যে সই,
আবার রাজার মশাল কালো কোকিল ডাকে।
অন্তরা। হায়! আমার এ কথা অকথ্য,
সত্যবাদী পতি আমার,
আসি আশা দিয়ে গেল মন ছন্দে,
যুগান্তে তার দেখা পাওয়া হল ভার।

২ চিতান। ফলে বন্দী হয়ে আগে সই
মূলে হারা হই।
২ পরচিতান। কত সব গো রমণী হয়ে
অনঙ্গবিজয়ী।
৩ ফুকা। আমার ধিক্ ধিক্ যৌবনে,
কাননের কুসুম যেমন সই,
আবার শুকাইয়ে রয় কাননে।
৩ মেল্তা। আমায় পেয়ে কুলনারী,
বধে সারি সারি সই,
যেমন কুরু সৈন্য বেড়া চারিদিকে।

নবৃতা।
(৺রামবসুর কৃত)
(ইঁহার নিজের দলেই গীত।
১ চিতান। বালিকা ছিলাম, ছিলাম ভাল,
ভাল ছিলাম সই—ছিল না সুখ-অভিলাষ।
১ পরচিতান। পতি চিন্তাম না,
ও রস জান্তাম না, হৃদপদ্ম ছিল অপ্রকাশ।
১ ফুকা। এখন সেই শতদল মুদিত কমল,
কাল পেয়ে ফুটিল,
পদ্মে মধু পদ্মে রেখে ভৃঙ্গ উড়ে গেল।
১ মেল্তা। একে মদনের পঞ্চ শর,
প্রাণনাথের বিচ্ছেদশর,
দুই শরে সারা হল যুবতী,
মহড়া। আমার কুলের নাশক হল রতিপতি,
আমার প্রাণনাশক হল প্রাণপতি,
আমি অবলা নই ত নই,
কি করি বল সই,
হয়েছি বিচ্ছেদে নূতন ব্রতী
খাদ। উভয় সঙ্কটে পড়ে গো সই,
হল এ কি দুর্গতি।
২ ফুকা। ও তার নামটী মদন,
গঠন কেমন দেখতে পাই না চক্ষে;
ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ যেমন বাণ মারে কোথা থেকে।

২ মেল্তা। একে অর্দ্ধরথী নারী,
তার সঙ্গে কি পারি,
তায় নাই আমার যৌবন-রথের সারথি।
অন্তরা। পোড়া মদন ত তাও সই বুঝে না।
দেখে অবলা নারী তাতে যুবতী।
আপন পতি হয়ে যদি বুঝ্লে না বেদনা;
রতিপতি বুঝবে কেন পরনারীর যাতনা?
২। চিতান। জ্বালালে পতি হয়ে
যদি নারীর প্রাণ,
দোষ কি দিব মদনে।
২ পরচিতান। ঘুচে সব জ্বালা, জুড়ায় অবলা,
ত্যজ্লে এ পাপ জীবনে।
৩ ফুকা। পোড়া যৌবন গেল,
জীবন গেলে প্রাণ জুড়ায় গো সখি।
নইলে জ্বালা জুড়াবার আর উপায় না দেখি।
৩ মেল্তা। আমার কুল বক্ষে,
সমভাব দুপক্ষে,
পাছে বিপক্ষে বলে আবার অসতী।

উত্তর।
(৺কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত)
(৺নীলুঠাকুরের দলে গীত)
১ চিতান। অধৈর্য্যে আকুল হয়ে অন্তরে,
অকূলে দুকূলে ডুবাবে।
১ পরচিতান। ধৈর্য্য ধর দুখ সও গো সই
দুদিন বই জ্বালা জুড়াবে।
১ ফুকা। সুখ দুঃখ কিছুই চিরস্থায়ী নয়,
সুখান্তে দুখ হয়, দুখান্তে সুখের উদয়।
১ মেলতা। এ দিন রবে না, ভেব না,
যাবে সই যন্ত্রণা, সময়ে পাবে প্রাণবল্লভে,
মহড়া। পতির বিচ্ছেদে প্রাণসই,
অধৈর্য্য হলে কি হবে।
থাক নাথেরে ভাবিয়ে, আশাপথ চাহিয়ে,
আসি যার জ্বালা সেই তোমায় জুড়াবে।

খাদ। কি সাধ্য রতিপতির বল গো,
সতীর অঙ্গ দহিবে।
২ ফুকা। পূজ বিল্বদলে সতী-শঙ্করে,
ঘুচিবে পতির দুখ, হেরিবে পতির মুখ,
জুড়াবে তাপিত অন্তরে।
২ মেলতা। পাবে সময়ে প্রাণধন,
জুড়াবে প্রাণধন,
দুঃসহ বিরহদায় ঘুচিবে।

ধরতা।
(৺রামবসুর প্রণীত)
(৺নীলুঠাকুরের দলে গীত)

১ চিতান। প্রেমে সুখী হব বলে সখী গো,
সঁপিলাম পরে প্রাণ মন।
১ পরচিতান। ভাগ্যগুণে সাধে—
বিষাদ ঘটলো আমার সই এখন।
১ ফুকা। প্রেমের রীতি নীতি পদ্ধতি ব্যভার,
জানলাম না আগে সই,
শিখিলাম ঠেকিয়া এইবার।
১ মেলতা। আমি অবলা সরলা,
এত কি জানি বল না।
আমায় বললে সে—মন দিলেই মন তুষিবে।
মহড়া। সঁপলাম এই ভেবে তায় আগে মন,
কে জানে সে মন না দিবে।
দিয়া আপনার ধন সেধে পরে,
পরের ধন পেলেম না পরে,
স্বপ্নে জানি না সে এই শত্রু হাসাবে।
খাদ। আগে তুললে সিংহাসনে কথাতে,
কে জানে শেষে কাঁদাবে।
২ ফুকা। ভাবলাম প্রাণ দিয়ে পাব
পরের প্রাণ,
জুড়াব দুজনায়—হবে সই সুখের অনুষ্ঠান।
২ মেলতা। মম সরল নাকি নারীর অতিশয়,
কপট বোঝে না;
তাতেই মজে গো পুরুষের শঠগুণে।

উত্তর।
(৺দর্পনারায়ণ কবিরাজ প্রণীত)
(৺রামসুন্দর স্বর্ণকারের দলে গীত)

১ চিতান। জান না সখী পুরুষ শঠের শেষ,
হৃদে বিষ মুখে মধুময়।
১ পরচিতান। ছল করে হরে আগে
পরের মন
মন পেলে সে যেন সে নয়।
১ ফুকা। আগে আকাশের চন্দ্র
এনে দেয় করে কথাতে;
এমনি ভাব জানায়, চললে ব্যথা পায়,
পাওয়া দায় প্রাণ পেলে হাতে।
১ মেলতা। তুমি নূতন ব্রতী,
প্রেমের রীতি, সই জান না,
পরের মন লয়ে ‘ রে মন হয় দিতে।
মহড়া। পর নয় আপনার, জানলে ত এবার,
অনেক দুখ পরের প্রেমেতে।
পরে তরুপরে তোলে ছলবাক্যেতে,
পরের প্রাণ গেলেও আসে না শেষ নামাতে॥
খাদ। মজতে হয় মজো সখী গো
পরমপুরুষের প্রেমেতে।
২ ফুকা। শঠের পিরীতে সুখের
লেশ কিছুই নাই সন্ধান,
দুঃখ অতিশয়,
কেবল জ্বলতে হয় নারীকে দিবস-রজনী।
২ মেলতা। তার সাক্ষী দেখ,
কমল রবির প্রেমেতে,
সারা দিবা দহে কোমল প্রাণেতে।

ধরতা।
(৺রামবসুর প্রণীত ও ৺ মোহন
সরকারের দলে গীত)

১ চিতান। গেল গেল এ বসন্তকাল,
আসিবে তৎকাল,

১ পরচিতান। কালে হল কাল
আমার এ যৌবনকাল।
১ ফুকা। কাল পূর্ণ রবে না
প্রবোধ প্রবোধে মানে না।
১ মেল্‌তা। আমি যেন রহিলাম
তার আসার আশায়,
মহড়া। যৌবন জনমের মত যায়,
সে ত আশাপথ নাহি চায়।
খাদ। কি দিয়ে গো প্রাণসখি রাখিব উহায়,
২ ফুকা। জীবন যৌবন গেলে আর,
ফিরে নাহি আসে পুনর্ব্বার।
২ মেল্‌তা। বাঁচি ত বসন্ত পাব,
কান্ত পাব পুনরায়।
অন্তরা। হয়ে ষোলকলা পূর্ণ হল
যৌবনে আমার,
দিনের দিন ক্ষয় হল সই ফল পাব কি তার।
২ চিতান। কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদে হয়
শশিকলা ক্ষয়,
২ পরচিতান। শুক্ল পক্ষে হয় পুন পূর্ণোদয়,
৩ ফুকা। যুবতীর যৌবন হলে ক্ষয়,
কোটি কল্পে পুন নাহি হয়।
৩ মেল্‌তা। যে যাবে সে যাবে
হয়ে অগস্ত্যগমন প্রায়।
(ইহার উত্তর পাওয়া যয় নাই)

(৺রাম বসুর প্রণীত)

(৺নীলু ঠাকুরের দলে গীত)

১ চিতান। সকল ভণ্ড কাণ্ড ভোলা তোর,
তুই পাষণ্ড নচ্ছার।
১ পরচিতান। ভজিস্ ঢেঁকি,
বলিস্ কিনা গৌর অবতার।
১ ফুকা। কিসে করিস্ দ্বেষ,নাই ঘটে বুদ্ধিলেশ,
বুঝিস্ না স্থূক্ষ্ম,ও মূর্খ,দিস্ কোন ঠাকুরের ঠেস্,
মেল্‌তা। তুই কাঠের ঠাকুর টাটে তুলে
দিয়ে করিস্ পচা ভুর,
মহড়া। সেই হরি কি তোর হরুঠাকুর ?
যিনি বাম করেতে গিরি ধরে রক্ষা করেন
ব্রজপুর,
যাঁর অভয়চরণ শিরে ধরে জীব তরাচ্চেন
গয়াসুর

(ইহার ধরুতা পাওয়া যায় নাই। এই উত্তরে ৺ভোলানাথ ময়রা পরাভব হওয়ায় পাল্‌টা গাত হয় নাই। কিন্তু ৺রাম বসু পাল্‌টা উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল)

১ চিতান। এখন বুঝ্‌লিত এই হরু নয়।
সেই হরি সারাৎসার,
১ পরচিতান। পূর্ণ ব্রহ্ম সেই হরি,
ইনি প্রকাণ্ড অসার।
১ ফুকা। শুন রে বলি মূঢ়,
এর খুঁজে পাই না কুঁড়,
তোর ঠাকুরকে বল্‌তে বল ভেজে এর নিগূঢ়।
১ মেল্‌তা। হরির সকল ভক্তে সমান দয়া,
এর সে বিষয়ে অনেক থাম।
মহড়া। বুঝব রহিম কি ইনিই রাম।
ইনি তোমার বেলা সিদ্ধির গোঁসাই,
আমার প্রতি কেন বাম।
ইনি হিন্দুর দেবতা স্থির, কি মুসলমানের পীর,
তাই বল্ দখি জিগীর,
পূজো পঞ্চ উপচারে,
খান কি এক পিঁড়িতে পাঁচ মোকাম,
হরু দৈবকীর নন্দন কি,
আবার ফতমা বিবির হন এমাম॥

নিধুবাবুর গান।

নিধুবাবুর গান।

ললিত,—আথড়াই।

ছিল না মনেতে নিশি প্রভাত হইবে।
অরুণ কিরণ হৃদি-কমলে দাহিবে॥
করিয়ে অতি যতন, যদি হ'ল মিলন,
চাহিয়ে কামিনীমুখ যামিনী কি রবে॥

ভৈরব,—আথড়াই।

সুখে দুখ দিয়ে নিশি প্রভাত হইল।
অরুণ-উদয়ে দহে হৃদয়-কমল॥
কামিনী-মুখ না চেয়ে, যামিনী শশীকে লয়ে,
দেখিতে দেখিতে দেখ গমন করিল॥

ভৈরব, আথড়াই।

অরুণ সহিত শশী আইলে প্রভাতে।
অমিয় কোথায় তব চকোরী তুষিতে॥
কি ভাব মনে ভাবিয়ে,
দেখা দিলে প্রাণ আসিয়ে,
আশায় নিরাশ হলো তোমার আশাতে॥

কালাংড়া,—পিড়েবন্দী।

পীরিতি করিলে ভয় এই কি করিতে।
ভুলায়ে বিনয় ছলে না হয় তোষিতে॥
চাঁদের পীরিতি দেখ কুমুদী সহিতে।
বিধু আসি দেয় দেখা না পারে সহিতে॥

ভৈরব,—পিড়েবন্দী।

উদয় হইল আসি নিদয় অরুণ।
সুখে দুখ হবে মনে ছিল না এমন॥
প্রভাত হইল আসি, কুমুদী সজল আঁখি,
মলিন কমল হৃদি প্রকাশ নলিনী॥

ললিত, পিড়েবন্দী।

আশা না পুরিতে কেন নিশি পোহাইল।
কামিনী বধিতে এই অরুণ আইল॥
একে ত কুলের ভয়, যামিনী স্বাশ নয়,
সাধের মিলনে কেন বিষাদ হইল॥

ভৈরব,—পিড়েবন্দী।

ওই যে অরুণ এলো কামিনী দহিতে।
নিবারি শশীর শোভা কুমুদী সহিতে॥
না হলো সুখের লেশ, রজনী হইল শেষ,
চকোর চাঁদের আশা ত্যজিল দুঃখেতে।

ভৈরব—জলদতেতালা।

সুজন সহিত প্রেম কি পরমাধিক সুখ,
যে করেছে সে জানে।
চকোরের পীরিতি, চাঁদের সহিত,
শশীও তেমতি তারে তোষে সুধা দানে॥

ভৈরব,—জলদতেতালা।

যুগল খঞ্জন হেরি নয়ন-কমলে। (প্রাণ)
উপায় না হয়ে প্রাণ যাইছে বিফলে॥
সবে ধন মন ছিল, হেরিয়ে তা না রহিল,
লাভ ত হইল ভাল, গেল বিনা মূলে॥

ভৈরবী—জলদতেতালা।

আমার এ যাতনা কে কবে তারে।
না থাকিলে কুলভয়, তবে কি সাধি কারে।

তারে পেলে যত সুখী, জানে মোর মন-আঁখি,
লাজ প্রতিবাদী হ'য়ে মজালে মোরে ॥

ভৈরব—জলদতেতালা।

কাজল নয়নে আর দিও না কখন।
শবে কেবা নাই মরে, বিষযোগ তাহে কেন ॥
তোমার কটাক্ষে কেহ, না বাঁচিত প্রাণ,
বাঁচিবার এক হেতু আছে তাহে শুন।
সুধা হলাহল সুরা, নয়নের তিন গুণ ॥

ভৈরবী—হরি।

মনে বুঝি প্রাণ পড়েছে মোরে।
তেঁই সে এসেছ নাথ এত দিন পরে ॥
পীরিতি করিয়ে প্রাণ, কে কোথা এসে পুন,
ভুলিয়ে এসেছ বুঝি, মন রাখিবারে।

আশা ভৈরবী—ঢিমেতেতালা।

যতনে রতনলাভ শুন মনোমোহিনী।
অযতনে প্রেমধন কোথা হয় ধনি ॥
যে ভাবে ভুলায়ে মন, হরিয়ে লইলে প্রাণ,
সে ভাবে অভাব-লাভ, ভাব বিনোদিনী ॥

খট—ঢিমেতেতালা।

মনের যে আশা তাহা, যদি না পুরিত।
তবে কি পরাণ কেহ, রাখিতে পারিত ॥
দেখ না চাতকী ঘন, দিবা-নিশি করে ধ্যান,
বারি দানে তোষে পারে, না রাখে তৃষিত ॥
তার সাক্ষী প্রদীপ পতঙ্গ আশ্রিত।
হইয়ে আগেতে, দেখ হয় প্রজ্বলিত ॥
তার আশা পূরাইতে, পতঙ্গ পুলকচিতে,
আপনি জলয়ে তাতে রাখিতে পীরিত ॥

কালাংড়া—ঢিমেতেতালা।

হেরিলে হরিষচিত না হেরিলে মরি।
মন তার মনে মিলে, প্রাণ লয়ে সমর্পিলে,
নয়ন তৃষিত সদা দিবা বিভাবরী ॥
অনিবার দহে মন, না হেরে তব বিধুবদন,
হেরিলে কি সুখ পাই না যায় কথন,—
আপনারে ভুলে আমি থাকি হে তখন ॥

কালাংড়া—ঢিমেতেতালা।

বদন শারদ-শশী পাষাণ হৃদয়,
অমিয় সমান ভাসি মৃদু হাসি তায় ॥
লইয়ে যে কুন্তল ফাঁসি, আঁখি চোর আছে বসি,
মনের গলেতে দিয়ে প্রাণ হরে লয় ॥

কালাংড়া—ঢিমেতেতালা।

মুকুরে আপন মুখ সদত দেখো না ধনি।
আপনার রূপ, দেখি অপরূপ,
অধানে ভুল কি জানি ॥
দেখ আপনার ধন, সদত দেখে যে জন,
করিতে যে ব্যয় তার হয় দায়, সকলের মুখে শুনি

কালাংড়া—ঢিমেতেতালা।

মুকুরে আপন মুখ হেরিলে যে হয় সুখী।
নয়নে, আমার, বাস হে তোমার,
এই সে কারণ দেখি ॥
আদর্শে দর্শন মুখ, সৌন্দর্য্য হয় অধিক,
রূপের যতন, তোমার কারণ,
জানে হে তোমার আঁখি ॥

কালাংড়া,—ঢিমেতেতালা।

মিলনে যতেক সুখ, মননে তা হয় না।
প্রাতনিধি পেয়ে সই, নিধি ত্যজা যায় না।
চাতকার ধারাজল, যাহাতে হয় শীতল,
সেই বারি বিনা আর অন্য বারি চায় না ॥

কালাংড়া চিমেতেতালা।

মনে মনে মান, করিলে হে প্রাণ প্রকাশ বদনে।
হুতাশন আচ্ছাদন হয় কি বসনে॥
যে যার অন্তরে থাকে, অন্তর অন্তরে দেখে,
মান কি কখন প্রাণ থাকয়ে গোপনে॥

কালাংড়া চিমেতেতলা।

যে গুণে ভুলাসে, অবলা সরলে,
সে কি গুণ গুণমণি।
আমার কি আছে গুণ, বুঝিব তোমার গুণ,
নিজ গুণে বল শুনি॥
শয়নে স্বপনে আর, অদর্শনে নিরন্তর,
মননে দেখি তোমারে, ভুলি আমি আপনারে,
চাক্ষুষে সুখে তেমনি॥

কালাংড়া—চিমেতেতালা।

নিবিড় নীরদ সহ উদয় শারদ-শশী।
দেখ সৌদামিনী, তা হতে বাখানি,
তার মৃদু মৃদু হাসি॥
যুগল খঞ্জন তায়, বোধ হয় অভিপ্রায়,
কি কমলদল, শোভেছে ভাল,
মৃগ-আঁখি ভালবাসি॥

কালাংড়া,—জলদ-তেতালা।

সেই সে পীরিতি প্রাণ পারে লো রাখিতে।
দুখে সুখ অনুভব যাহার মনেতে॥
প্রেম করা নাহি দায়, রাখিতে কঠিন হয়,
মান অপমান ভয়, নাহি যার চিতে॥

মালকোষ,—হরি।

মনে মনে ভুলে তোরে থাকিব সুখেতে।
না দেখিলে দহে প্রাণ মরি হে দুখেতে॥
কি জানি কেমন আঁখি, না দেখলে সদা দুখী
প্রাণ দেবে বল দেখি করি কি ইহাতে॥
নিদয় হইয়ে কেন, চাতুরী কর হে প্রাণ,
আপন হইলে তারে, হয় কি ত্যজিতে॥

সরফর্দা কালাংড়া,—জলদতেতালা।

কেমনে বল তারে ভুলিতে।
প্রাণ সঁপিয়াছি যারে অতি যতনেতে॥
ইথে যদি দুখ হয় হইবে সহিতে।
দিয়ে ফিরে লওয়া এবে, হয় কেমনেতে॥

সরফর্দা কালাংড়া—জলদতেতালা।

আর কি দিব তোমারে, সঁপিয়াছি মন।
মনের অধিক আর আছে কি রতন॥
ইহার অধিক আর, থাকে যদি জান।
তাহে দিয়ে নহি আমি কাতর কখন॥

সরফর্দাকালাংড়া,জলদতেতালা।

কেন বিধি নিরমিল কমলে কণ্টক।
দেখ শশধর, নাশয়ে তিমির, তাহে করিল কলঙ্ক
বিষধর মাণ ধরে, মুকুতা শুক্তি-উদরে,
এমন বিচার, সংসারে যাহার,
ইথে খেদের কি অন্তক॥

ঝিঁঝিট—জলদতেতালা।

কেন লো প্রিয়ে কি লাগি মানিনী।
ইহার কারণ আমি কিছুই না জানি॥
হরি হরি মরি মরি, মানতরে ভয় করি,
নয়ন সহিত বারি হেরিয়ে ধরণী॥
এলায়ে পড়েছে কেশ, বিষাদিনী হীন বেশ,
তোমার বিরস শেষ দংশে মোরে ধনী॥
মলিন বদনশশী, তাহে নাহি হেরি হাসি,
চকোর কাতর আসি, ও বিধুবদনি॥

কালাংড়া চিমেতেতালা।

অনিবার দহে মন, না হেরে তব ও বিধুবদন
হেরিলে কি সুখী হই না যায় কথন,
আপনারে ভুলে আমি থাকি হে তখন॥

যোগিয়া-গান্ধার—জলদতেতালা।

কেমনে রহিব প্রাণ, না দেখিয়ে তোমারে।
চকোরী কি হয় সুখী না হেরে শশীরে॥
প্রাণ বিনা শূন্য থাকে দেহ,
থাকে কি প্রকারে।
শশী বিনা নিশি কোথা বল শোভা করে॥

হাসিতে হাসিতে মান, সহনে না যায়।
করিয়ে অমিয় পান, বিষ কোথা খায়॥
বিধুমুখে মৃদু হাসি, সদা আমি ভালবাসি,
তাহাতে বিরস হ'লে, প্রাণ বাহিরায়॥

নয়ন মন ডুবিল প্রাণ নয়নে তোমার,
ত্রিবেণী নয়ন, বেগ অতি ঘন,বহে তিনধার॥
পলক-পবন বয়, যমুনা প্রবল হয়,
প্রলয় যেমন তরঙ্গ তেমন, অপার পাথার॥

মালকোষ—হরি।

এমন চুরি চন্দ্রাননি শিখিলে কোথায়।
হানিয়ে নয়ন বাণ, হরিয়ে লইলে প্রাণ,
কথায় কথায়॥
মনের বান্ধিল কেশ, তুমি মৃদু মৃদু হাস,
ইথে কি উপায়;—
চোরের নাহিক ভয়, সাধুজন ভীত হয়,
বিচার হে তায়॥

দরবারী টোড়ী—জলদতেতালা।

যবে তারে দেখি অনিমেষ আঁখি,
হয় লো তখনি।
সুখে অচেতন, হয় মোর মন, শুন লো সজনি॥
তৃষিত চাতকী যেন, নিরখিয়ে নবঘন,
বিনা বারি-পানে, কত সুখী মনে,
কে জানে না জানি॥

টোড়ী—জলদতেতালা।

তোমার নয়ন রক্ষক আমার ও মৃগনয়নি।
মৃগের গমন দ্রুত, আমি পলাইব কত,
পথ নাহি পাই ধনি॥
তাহার সহিত হাসি, দেখ আর কেশ ফাঁসি,
শ্রবণের তব আঁখি কহে কি না জানি;—
আমি হইয়াছি ভীত, ভরসা বচনামৃত,
বাঁচিবার হেতু জানি।

ঝিঁঝিঁট- জলদতেতালা।

প্রাণ তুমি জান না যেমন আমার মন।
রতি নিজ পতি প্রতি, যেমন তাহার মতি,
তব প্রতি আমিও তেমন॥
চকোরী চাতকী যেন, হেরিবারে শশী ঘন,
চঞ্চলিত থাকে যেমন;—
মণির কারণে ফণী, যেরূপ কাতর জানি,
ততোধিক তোমার কারণ॥

ঝিঁঝিঁট—জলদতেতালা।

আমি কি কখন তোমারে, (ওরে)
না দেখে রহিতে পারি।
বিনা দরশনে প্রাণ, শূন্য দেহ হয় প্রাণ,
সচেতন হয় পুন, তব মুখ হেরি॥
প্রথম মিলনাবধি, বুঝিয়াছি মনে,
কদাচিৎ নহি সুখী, তোমার বিহনে,
এবে এই নিবেদন, বিচ্ছেদ না হয় যেন,
নয়ন-নিকটে থাক, সদা সাধ করি॥

বাগশ্রী বাহার,—হরি।

আসিতে এখানে কে বারণ করিলে॥
অবলা-বধের ভয় সে নাহি করিলে॥
ষট্‌পদ মধুকর, নিরন্তর অন্যান্তর,
দ্বিপদ কি ষট্‌পদ, স্বভাব পাইলে॥

বাগেশ্রী,—জলদতেতালা।

তুমি বুঝি জান না হে প্রাণ,
বেঁধেছ প্রেমের ডোরে॥
কেমনে জুড়াবে তুমি,
আশা আশা ধরে আপন জোরে॥
হৃদয়-মন্দিরে রাখি, রক্ষক করেছ আঁখি,
সেখানে প্রবেশ করো, তোমা বিনে আর,
রাখিব কারে॥

—:—

ভীমপলাসী বাহার,—হরি।

বিরহী বধিতে আইল প্রবল বসন্ত।
প্রাণ দহে, স্থির নহে, বিনা প্রাণকান্ত॥
ফুল বিকসিত, কোকিল-কূজিত, মলয় দুরন্ত,
তাহাতে মদন আবার, নিদয় নিতান্ত॥
দহে অনিবার, জীবন আমার, নাহি হয় শান্ত;—
উপায় ইহাতে না দেখি, কান্ত কি কৃতান্ত॥

আড়ানাবাহার,—জলদতেতালা।

বিরহ-যাতনা, সখী রে, অতি বিষম হইল,
আইল বসন্ত।
কুসুম সৌরভ, কোকিলের রব,
সহে না ও রব নিতান্ত॥
সুধাকর দিবাকর সম মম মনে,
জ্বালায় জীবন মন্দ মলয়-পবনে,
উপায় ইহাতে না পাই দেখিতে,
উপায় সেই প্রাণকান্ত॥

———

ললিত,—জলদতেতালা।

যতন করি হে যারে, থাকে না সে অন্তরে।
যাহারে না চাহি আমি, সে ত্যজে না আমারে॥
বিচ্ছেদেতে সতত করি অনাদর,
সে জন সদয় মোরে হয় নিরন্তর,
মিলনের প্রাণ ভাবি চাতুরী সে করে॥

———

বাগেশ্রী—জলদতেতালা।

তারে ভুলিব কেমনে।
প্রাণ সঁপিয়াছি যাঁরে আপন জেনে॥
আর কি সে রূপ ভুলি, প্রেম-তুলি করে তুলি,
হৃদয়ে রেখেছি লিখে অতি যতনে॥
সবাই বলে আমারে, সে ভুলেছে ভুল তারে,
সে দিনে ভুলিব তারে যে দিন লবে শমনে॥

———

আড়ানা—হরি।

আগে কি জানি প্রাণ বিরহে যাবে (হে)
জানিলে এমন প্রীতি করি কি তবে॥
সুখের লাগিয়ে কুল, মজিল কলঙ্ক হ'ল,
সে সব দূরেতে গেল, এ দুঃখে ডুবে॥
তাহার লাগিয়ে মরি, মিছে আপনার করি,
না হেরে নয়নে হেরি মনেতে এবে॥
পীরিতি সুখের নিধি, কারয়ে এখন কাঁদি,
অবলা করেছে বিধি, সহিতে হবে॥

———

আড়ানা—জলদতেতালা।

বিচ্ছেদে যে ক্ষতি তার অধিক মিলনে।
আঁখি কি আশা পূরে ক্ষণ-দরশনে॥
প্রবল অনল দেখ কিঞ্চিৎ জীবন।
নির্ব্বাণ হইতে কেহ দেখেছ কখনে॥

———

আড়ানাবাহার,—জলদতেতালা।

আইল বসন্ত, (সখী রে)
সঙ্গে লইয়ে আপন সকল সামন্ত।
একে একে শত, সৈন্যগণ যত
কহিব হে কত দুরন্ত॥
দ্বিজরাজ অলিরাজ, সিতাসিতরূপে
শশধর, বিষধর, বুঝহ স্বরূপে
ভ্রমর গুঞ্জর, হলাহল শর,
কুটিল কোকিল কৃতান্ত॥

———

ললিত—জলদতেতালা।
পীরিতি পরম সুখ সেই জানে।
বিরহে না বহে নীর যাহার নয়নে॥
থাকিতে বাসনা যার চন্দনবনে।
ভুজঙ্গের ভয় সেই, করে কি কখনে॥

ইমন—জলদতেতালা।
কত বা মিনতি করিয়ে, আমারে ভুলালে।
এবে অপরূপ দেখ, দেখা না দেয় সাধিলে॥
এমন হইবে আগে, কেমনে জানিব,
জানিলে আপন মন, কেন বা সঁপিব,
না জেনে এই সে হোলো, ভাসি হে দুখ-সলিলে

মুলতান—আড়াঠেকা।
নয়নের দোষ কেন,
মনেরে বুঝায়ে বল নয়নের দোষ কেন।
আঁখি কি মজাতে পারে, না হলে মনোমিলন॥
আঁখিতে যখন হেরে, সকলই কি মনে ধরে,
যেই যারে মনে করে, সেই তার মনোরঞ্জন॥

আলাইয়া ঝিঁঝিট,—জলদতেতালা।
নয়ন-নিকটে থাক অন্তর হইও না।
অন্তর হয়ে অন্তর আমার জ্বালাইও না॥
আমার অন্তরে আছ তুমি জান না,—
জানলে অন্তরে ভয় কখন হইত না॥

কামোদ—জলদতেতালা।
প্রাণ জান তো তুমি পীরিতের রীত।
বিচ্ছেদ হইলে মন সুখেতে থাকয়ে যত॥
সুখের আশয়ে মন, উভয়েতে সমর্পণ,
করিয়ে এখন কেন, দুঃখেতে স পেছ চিত,—
সতত এই বাসনা, নয়ন-অন্তর হইও না,
জ্বালাতে জ্বলিতে হয়, অধিক কহিব কত॥

কামোদ—জলদতেতালা।
মনে নাহি ছিল প্রাণনাথ, পাইব তোমারে
সদয় হইবে শশী, কাতর চকোরে॥
পুনঃ অনুকূল নাথ, হইবে অধীনে,
হেরিব ও বিধুমুখ তৃষিত নয়নে,
পুরিবে মনের আশা দুঃখ যাবে দূরে।
যখন মদন মোরে, করিত দাহন,
কোথা গেলে প্রাণনাথ বাঁচাও জীবন,
এই চিন্তা বিনে আর, না হতো অন্তরে॥

কেদারা—জলদতেতালা।
সাধিলে করিব মান, কত মনে করি।
দেখিলে তাহার মুখ তখনি পাসরি॥
মনে মনে কহে আঁখি, আর না হইব সুখী,
দরশনে হয় পুন, অধীন তাহারি॥

কেদারা—জলদতেতালা।
কহিও তারে যারে সখী দেখি সে কি আসিবে।
বিরহ নিরুপায়ে, তব মুখ না দেখিয়ে,
রাত্রিদিন জ্বালায়, এ কি শীতল হইবে॥
মনের মানস এই, কহিবে তাহারে সই,
যদি হয় অনুকূল, তবে থাকে শীল,
লজ্জা ভয় সকল রয়, নিতান্ত জানিবে।

কেদারা—চরি।
শারদ নীরদ রবে, প্রাণ কি করিবে,
প্রাণকান্ত বিদেশে।
এমন মধুর স্বর, বোধ হয় বিষশর, আমার পরশে
এমন সুখময়, এক বিনে দুখময়,
বিষাদ হইবে;—
দামিনীকিরণ দেখি শিহরে শরীর,
আঁখি দুঃখেতে বরষে॥

ট্‌ ভৈরবী—আড়াঠেকা।

না হতে পতন তনু, দাহন হইল আগে।
আমার এ অনুতাপ তাহাকে ত নাহি লাগে ॥
চিতে চিত সাজাইয়ে, তাহে দুঃখ তৃণ দিয়ে,
আপনি হইব দগ্ধ, আপনারি অনুতাপে ॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কি জানি কি ছলে ছিল বাসে
আমারে ত্যজিবার আশে।
আমি ত জানিতাম ভাল, আমায় সে ভালবাসে ॥
অভিমান ছল পেয়ে, প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়ে,
মনোমত ধন লয়ে, রয়েছে উল্লাসে ভেসে ॥
আমার মর্ম্মবেদনা, সে কি তা জেনেও জানে না?
কিসে যাবে এ যন্ত্রণা, তাই ভেবে মরি হুতাশে ॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

এমন যে হবে, প্রেম যাবে, তা কভু মনে ছিল না
এ চিতে নিশ্চিত ছিল,
ভেবেছিলাম নিরন্তর, হয়ে রব একান্তর,
যদি হয় প্রাণান্তর মনান্তর তার হবে না ॥

খাম্বাজ—জলদতেতালা।

প্রাণ তুমি বুঝিলে না, আমার বাসনা।
ঐ খেদে মরি আমি, তুমি তা বুঝ না ॥
হৃদয়-সরোজে থাক, মোর দুঃখ নাহি দেখ,
প্রাণ গেলে সদয়েতে, কি গুণ বল না ॥

খাম্বাজ—জলদতেতালা।

হেরিতে হেরিতে পথ, কাতর আঁখি (সই)
একবার এই হয়, চারিদিকে দেখি ॥
কবে হবে সে সুদিন, মন-পুরে পাব মন,
আশা নিষেধ না মানে, ইহাতে অসুখী ॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

তোমারই তুলনা তুমি প্রাণ, এ মহীমণ্ডলে ॥
আকাশের পূর্ণশশী, সেও কাঁদে কলঙ্ক-ছলে ॥
সৌরভে কে তব তুলনা হবে,
আপনি আপন সম্ভবে,
যেমন গঙ্গা-পূজা গঙ্গাজলে ॥

খাম্বাজ—জলদতেতালা।

যেন ঘন হতে বাহির হতেছে শশী।
নিরন্তর ঐ রূপ দেখি দিবানিশি ॥
অমিয় সমান স্বর, ইথে বুঝি শশধর,
মৃগ-আঁখি শোভা তায়, সৌদামিনী হাসি ॥

খাম্বাজ—জলদতেতালা।

কেশ ফাঁসি গলে দিলে, প্রাণ, হাসিতে হাসিতে
তোমার বদনশশী, হেরিতে হেরিতে ॥
ভুরু শক্র-শরাসন, অনঙ্গ হয়েছে গুণ,
অস্থির তব নয়ন, বাণেতে বাণেতে ॥

খাম্বাজ—জলদতেতালা।

তুমি যারে জান লো আপন।
সে জন নিতান্ত তব কভু নহে আপন ॥
ইহাতে সন্দেহ তুমি, করো না হে প্রাণ,
যে যারে যেমন ভাবে সে ভাবে তেমন,—
সুজনে সুজনে সুখ, হয় ত বিধান,
সুজনে কুজনে সুখ, না হয় কখন ॥

খাম্বাজ—জলদতেতালা ॥

আর আমি কারে কহিব আপন।
জানিয়া না জান যদি শুন ওহে প্রাণ ॥
যেরূপ যতন মোর তোমার কারণ।
কহিতে সে সব দুখ, বিদরে পাষাণ ॥
তোমার অধিক আর, আছে কি রতন।
তোমারে ভুলায়ে তাতে, মজাইব মন ॥

মধুসূদন কান।

অক্রূর-সংবাদ

সরস্বতী-বন্দনা।

মূলতান।

শ্বেত-পদ্মাসনা দেবী চন্দনচর্চ্চিতা।
শ্বেতবীণাপাণি শ্বেতাভরণ-ভূষিতা॥
শ্বেতাঙ্গী বরদা শুভ্রা অমৃতভাষিণী।
বেদাঙ্গ বেদান্ত স্মৃতি-বেদ-প্রকাশিনী॥
নীরস-রসনা তব গুণ নাহি গায়।
অবিরত বিষময় বিষয়ে জড়ায়॥
বারেক ও পদে মা গো নাহি যায় মন।
মনের মনস্থ নাই করিতে সাধন॥
তবে যদি নিজগুণে তার গো জননি।
জানিব তা হলে তুমি পতিত-পাবনী॥
মন্দকুলে জন্ম মোর মন্দ আচরণ।
কুভক্ষ্য ভক্ষণ করি কুকথা-কথন॥
অশেষ-কুকর্ম্মান্বিত পুত্র যদি হয়।
তথাপি মাতার স্নেহ কভু নাহি যায়॥
বিদ্যাহীন জ্ঞানহীন অতি অভাজন।
পায় যেন স্থান পায় অন্তিমে সুদন॥

শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা।

মূলতান।

পতিত-পাবন বলে সবে।
এবার আমা হ'তে জানা যাবে॥
ও পদ সার করি, ওগো ভবের কাণ্ডারী,
অনায়াসে যাব তার, দুর্গম ভবার্ণবে॥

স্তুতি।

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্॥
চৈতন্যদেব! তব নাম সত্যম্।
সংসারসারং তব হে মহত্ত্বম্॥
ব্রহ্মাদিপূজ্যং গুণাদিগুহ্যম্।
বেদাদিমূলং তব নাম ধন্যম্॥
যোগীন্দ্রবন্দ্যং চরণারবিন্দম্।
নমামি কৃষ্ণ! তব পাদপদ্মম্॥

সুরট—কাওয়ালী।

কি জানি কি হলো আমার মনে,
কি শয়নে কি স্বপনে,
কৃষ্ণরূপ হেরি দু-নয়নে।
যদি না ভাবি অন্তরে, তবু না রহে অন্তরে,
কি আছে তার অন্তরে,
অন্তরে তা বুঝিতে পারিনে॥
যদি থাকি আপন মনে,
না করি মনে,—(ঐ),
সে কেমনে মনে মনে উদয় হয় মনে—(ঐ),
মনে পাইনে মনের কথা,
তাইতে সদাই মনে ব্যথা,
কারে বা কই মনের কথা,
তোমা বিনে মন দিয়ে কে শুনে॥
যে দিকে যাই, যে দিকে চাই,
দেখতে কৃষ্ণ পাই,—
কৃষ্ণ ভেবে কৃষ্ণবর্ণ বুঝি কৃষ্ণ পাই,
কালরূপ চিনিনে কে সে,

নাম বুঝি তার হৃষীকেশ,
ধরিল আমার কেশে,
সূদন বলে শেষে জানবে মনে ॥

বাহার—মধ্যমান।

বল হরে কৃষ্ণ হরে হরে। (ভাব রে—)
জান না মুরারে হরে,যে ভজে সে মুরহরে,
তার কি প্রাণ শমনে হরে ॥
মন বাঁধিলে মনোহরে,
কার সাধ্য তার মন হরে,
দেখে ভেবে মুরহরে,
হরির গুণ জেনেছে হরে ॥
শুন নাই প্রহ্লাদের কথা, ভজে গুণমণি,
একেকালে হইল বৈষ্ণব-চূড়ামণি,
ভুজঙ্গে না দংশে কায়, মাতঙ্গে না বধে তায়,
জীবনে না জীবন যায়,
বিষপানে না মরে ॥
শুন নাই যে ধ্রুব মুদিত করে দুনয়ন,
একমনে ছিল, পদ্মপলাশলোচন—
রক্ষা করিল বনে বনে কি মরণে, কি জীবনে ;
মধুসূদন ভজে সূদন কভু কি পড়িবে ফেরে ॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

হও রথ, যাও রথে, এ মন-রথে,
ত্যজ্য করে ন্যায্যপথে, কেন ভ্রম পথে পথে,
পেয়ে সুপথ ভুলো না পথ,
এখন চল ব্রজের পথে ॥
পথের সম্বল মন হরির বল, হবে পথের জয়,—
জেনো সবাই পথের পথিক পথের পরিচয়,—
ধর্ম্মপথে রেখ যতন, যদি পথে হও রে পতন,
হবে তোমার কালের দমন,
কালিয়-দমন তার হৃদে ॥
সম্প্রতি দুর্ম্মাত,—তাইতে পাঠাইল কংস,
যে করে ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস, তারে করবে ধ্বংস,
হলে হরির কোপের অংশ,কংস যে হইবে ধ্বংস,
সূদন কয় এমন কুবংশ,
কি কাজ থেকে মথুরাতে ॥

বিভাষ—ঢিমে-তেতালা।

ব'লো তারে, কারাগারে
আর কত দিন রইতে হবে।
সে দিনের আর বাকী কদিন,
চিরদিন কি কেঁদে যাবে ॥
এমনি কপাল পাতর-চাপা,
বুকের মাঝে পাষাণ-চাপা,
নয়ন-জলে নয়ন ঝাঁপা,
শ্রীকৃষ্ণের পুণ্য প্রভাবে ॥
পুণ্যফলে পুত্র কোলে পেয়ে যে ছিলাম,
তেমনি সুখে বন্দিশালে জন্ম গোঁয়ালাম ,
যে সুখেতে হেথায় আছি,
একবার কৃষ্ণ দেখলে বাঁচি,
কিংবা কৃষ্ণ পেলে বাঁচি,
এ বাঁচায় আর কি ফল হবে ॥
অসিত-অষ্টমী রেতে এই কারাগারে,
ব্রহ্মমূর্ত্তি দেখাইল করুণা ক'রে,
কোন্ পুণ্যে বা গর্ভে ধরে,
কোন্ পাপে বা কারাগারে,
সূদন বলে ব'লো তাঁরে এ বন্ধন ঘুচিবে কবে ॥

দেওগিরি—ঢিমে-তেতালা।

যাচ্চ যদি গোকুলে।
ব'লো তায় যেয়ো না ভুলে,
পাষাণ চাপা মায়ের বুকে,
স্বচক্ষেতে দেখে গেলে ॥
যত দ্বারী করে বন্ধন, তত ডাকি আয় কৃষ্ণধন,
মনে নাই দুঃখিনীর বেদন,
হ'য়ে যশোদার ছেলে ॥
জনকের যন্ত্রণা বলো, শুনে হবে সুখজনক,
পাসার র'য়েছে জনক,গোকুলে পেয়েছে জনক,

ঐ দেখ দাঁড়ায়ে পায়ে, আরও প্রহার পায়ে ২
দিনান্তে না খেতে পেয়ে
বাঁচে কেবল কৃষ্ণ ব'লে ॥
ব'লো তারে ভাল ক'রে, গয়াছে খুব ভাল ক'রে
মাতা-পিতা-হত্যা-পাতক কিছুই না মনে করে,
সুদন বলে ও দেবকী ও কথা আর বলিব কি,
চিরকাল ত এমতি দেখি,
পাতকী তোমার ছেলে ॥

জয়জয়ন্তী—টিমে-তেতালা।

কেমনে ত্যজিব এখন গোকুল।
কিরূপে হ'বে প্রতিকূল,
যাবে ব্রজের এ কুল ও কুল, দুকুল ॥
ঘুমালে পর মা জননী,
ডাকিয়ে খাওয়াব নবনী,
সে মা হবে কাঙ্গালিনী,
ত্যজবে প্রাণী, যে দিন যাব ও কুল ॥
যে পিতার লইয়ে বাধা থাকিতাম পথে,
সে বাধায় কাল পড়্‌বে বাধা ফেলিবে মাতে,
মর্‌বে সকল বৎস ধেনু, খাবে না খাবে না তৃণ,
শুকাবে সব তৃণ-বন,
বন হবে বৃন্দাবন হবে আকুল ॥
যে কিশোরী বাঁশরী বিনা না শুনে কাণে,
সে বাসে বাঁশের বাঁশী বাজ্‌বে কেমনে,—
সে রয়েছে আপন মনে,
তার মন ল'য়ে যাই কেমনে,
বল্‌বে এই তার ছিল মনে,
মর্‌বে সুদন পাবে না কোন কূল ॥

ঝিঁঝিঁট—মধ্যমান।

দেখিলাম তোমার জননী জনক তারা বন্দিশালে
বন্ধন করে, ক্রন্দন করে, মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ॥
যখন দূতে ধরে গলে, তখন কাঁদে কৃষ্ণ ব'লে,
তাঁদের দুঃখে পাষাণ গলে, কাঁদে দোঁহে গলে গলে
দাঁড়্‌কা পায় উঠিতে না পায়,
এমনি তাদের কপাল ভগ্ন অপরাহ্নে পায় না অন্ন,
উঠিতে চরণ সংলগ্ন, কারে কিছু বল্‌তে নারে;—
পদাতি সবদ্বারে দ্বারে, খেতে চাইলে অমনি মারে,
"মলেম মা রে" তোর মা বলে ॥
দেখি দ্বারিগণের নেত্র সবাই নেত্র মুদে থাকে,
দেখি দন্ত গাত্র কম্প কভু দন্তে দন্ত লাগে,
পুনরায় চৈতন্য হলে, নয়ন মেলে কৃষ্ণ বলে,—
সুদন কয় জানে সকলে, ওই দশা হয় ওনাম নিলে

মঙ্গলবিভাষ টিমে তেতালা।

রাই তুমি অমূল্য মালা গাঁথিছ যাহার কারণে।
মথুরায় তার মাল্যবদল হবে না জানি কা'র সনে
কেন গাঁথি চিকণমালা, ছেড়ে যাবে চিকণকালা,
শেষে কেবল ঐ মালা জপমালা হবে মনে ॥
মালা হেরে হবে জ্বালা, মরবি প্রাণ জ্বলে,
শেষে মালা ভেসে যাবে নয়নের জলে,
কেন গাঁথ বনমালা, দিতে হবে বনে মালা,
মথুরায় সব চাঁদের মালা, মণির মালা দিবে এনে,
কাল হারাবি মোহনমালা মালা পরিবে কে—
কাঁদ্‌বি বলে মদনমোহন, মরবি সেই দুঃখে—
রথ লয়ে এসেছে মুনি, হরে নিতে মাথার মণি,
সুদন বলে বিনোদিনি! বৃথা মালা গাঁথ কেনে ॥

সিন্ধু—টিমে-তেতালা।

শুন গো মা দে ক্ষমা আজি এই বিপদে।
যেন হরিহারা হইনে তারা এই মিনতি ও পদে
মা তুমি কৈলাসে কালী কৃষ্ণকালী ব্রজেতে—
শ্মশানকালী ভদ্রকালী রক্ষাকালী জগতে—
ব্রজের কালা কালী তুমি—কালী তব কৃপাতে—
যদি ঘুচাও কালী মনের কালী,
কালা বল্‌বে জগতে,
কয় কেঁদে যাই, আজ কি হারাইনু

অনেক দুখজনের হরি,
কংসালয়ে যাবে লয়ে আমার শ্রীহরি—
এ কি বাক্য শুনে বাক্য না সরে মা! স্বরেতে,
যদি হও বিপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ হবে গো কাল প্রভাতে,
তুমি গো মা শিবশক্তি দেও সর্ব্বশক্তি মা—
হরশক্তি! যার হর শক্তি সে হয় নিঃশক্তি মা—
তুমি গো মা আদ্য-শক্তি শুনেছি বেদবিধিতে,
সূদনের কি আছে শক্তি তব শক্তি বর্ণিতে॥

কীর্ত্তন।

মারিব পাঠাতে রে রাম। আমার দুখের গোপাল
এ দধিমন্থনকালে, অঙ্গন-বাহিরে খেলে,
ননী দে দে ব'লে, সদাই কাঁদেরে রাম॥
ছাওয়ালে ছাওয়ালে খেলে,
ঘরকে যেতে পথ ভুলে,
ভুলে দুটী হাত দিয়া মাথে কাঁদে রে রাম॥

কীর্ত্তনাঙ্গ—ধুয়া।

তুই রে আমার কৃষ্ণ গোপের নন্দন।
তোর কেন হলো এমন ঈশ্বর-লক্ষণ॥
কৃষ্ণ রে তুই গোপের ছেলে,
শঙ্খ চক্র দে রে ফেলে।
কেন ছাঁদ দড়ী নাহি স্কন্ধের উপরে,—
গাভী-দোহনের ভাণ্ড নাহি তোর করে॥

ভৈরবী—ঢিমে-কাওয়ালী।

কিরূপে এরূপ হলি।
কোথায় বা ভোজবিদ্যা পেলি॥
তুই রে মানুষ ছেলেমানুষ, এ কি মানুষ হলি,
চতুর্ভুজ আমারে দেখালি॥
তুই রে গোপাল, গোপের গোপাল;
থাকিস গো-পালে—
ছেড়ে গো-পাল গেলে গোপাল!
কে যাবে পালে—
তুই রে আমার দুখের গোপাল জানে সকলে,
ত্যজি দুধের ভাণ্ড রে ব্রহ্মাণ্ড দেখালি—
ছাঁদন-দড়ী ছিন্ন করে কোথায় লুকালি—
সূদন কয় চেন মা রাণী কেমন ছেলে পেলি,
ও ছেলের ছেলে সকলি॥

পরজ—ঢিমে-কাওয়ালী।

বুঝি হরি যায়, আমাদের প্রাণ হরি যায়।
ঐ শুন রাই নন্দের ভেরী,'যায়' বলে বাজায়॥
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য,করিলে না এই ছিল ধার্য্য,
সে কথা হলো অগ্রাহ্য, না বলে যে যায়॥
জন্মের মত দেখ্‌বি যদি চল গো প্যারী চল,
ফুরালো বল কি করি বল গিয়ে দুটা বল,
যার লাগি সকলে বলে,
সে ত তোমায় যায় না ব'লে,
গিয়ে দুটা দেখ্ না ব'লে দেখ কি ব'লে বা যায়,
কাঁদিলে কি হয়,বুঝিতে হয়,একবারে যেতে হয়,
কেহ গিয়ে ধর চক্র, কেহ ধর হয়-
সূদন বলে কি হয়,না থাকিলেহয় ধরিলে কিহয়,
প্রভাসে মিলন পুনরায় যদি প্যারী যায়॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

আয় না গো রথ দেখ তেথাই প্যারী! ত্বরাকরি,
সকলে সকালে গেল আমরা কেনে কেঁদে মরি॥
আয় না শুভযাত্রা হেরি,
এক যাত্রায় যাত্রা পরিবর্ত্তন করি,
কি কাজ থেকে আর এ যাত্রায়,
এক যাত্রায় যাত্রা করি॥
কই কিশোরি আর কিশোরি কি কাজ শরীরে,
হরি যদি হরে তবে আয় না লো মরি।
প্রাণ তুল্য বল যারে,
সে ভাললো ব্রজের বাজারে,
সূদন কয় রথের বাজারে,
একবার এসে দেখ না প্যারী॥

কীর্ত্তন।

তখন বেরুলো রাই কমলিনী।
চারিদিকে চায় রে আলু থালু পাগলিনী॥
উড়ে পড়ে যায় দায়,কেঁদে বলে বল বল গো আমায়,
ফুরালো বল বল গো আমায়,
আমার মদনমোহন কোথায় গেল,
প্যারীর দুই নয়নে শতধারা,
করে ডুবু ডুবু নয়নতারা,
যেমন মণিহারা ভুজঙ্গিনী,
দাবদগ্ধ কুরঙ্গিণী॥

তখন—
উন্মত্তা গোপী ধায়, বসন নাহিক গায়,
ধায় রাধা যেন পাগলিনী।
আলু-থালু কেশে যায়, আর কাঁদি কাঁদি কয়,
কোথা গেলে পাব গুণমণি॥
(আহা!) নিতম্বে চরণ ভারী,
সত্বর চলিতে নারি,
ব্রজনারীগণ-করে ধরি,—
কভু রাই যায় ধীরে, কভু ধায় ত্বরা করে,
হেরিতে পরাণ বধু হরি॥
(আহা!—একে ব্রজের কঠিন মাটী,
তাহে কমলকোমল পদ দুটী,
কমলিনীর—
চরণে তৃণটী ফুটে,
কৃষ্ণ উঃ উঃ করে উঠে॥

খাম্বাজ—ঠুংরি।

ধীরে ধীরে চলিল রাই হংসগতি।
কিবা চরণ-দুখানি অগতির গতি॥
রাশি রাশি শশী, পদনখে বাস,
অধোমুখে থাকে রজ লাগে
যত গুল্ম লতা, হেঁট করি মাথা,
বলে দিন পাই রজ লাগে যদি॥

ঝিঁঝিঁট—মধ্যমান—

রথ রাখ অমনি ও মুনি, হেরি গুণমণি।
যাব নিলে নীলকান্তমণি ঐ এলো সেই চাঁদবদনী
রমণীর শিরোমণি,যারে ধ্যানে না পায় মুনি,
ঐ এলো সেই চন্দ্রাননী, যেন মণিহারা ফণী॥
কি মোহিনী বলে নিলেমনোমহিনীর মদনমোহন
মন চোরকে করেছ চুরি সাধু হয়ে কিঅকারণ,
গায় হরি-নামাঙ্কিত,দেখতে যেন সাধুর মত,
সুদন বলে যে চোর এত, কে বলে ইহারে মুনি

বিভাষ—তিওট।

দাঁড়াও হরি এলো প্যারী, সকলে বদন হেরি,
আর হেরব না হরি।
রথযাত্রা হেরে, জনম হয় না ফিরে,
জন্মশোধ লই হেরি বাঁচি কি মরি॥
ভাল, পুনর্জন্ম না হয় তাতে দুঃখ নাই,—
আমাদের এই মানস মানুষ হয়ে যাই,—
আমরা যত মানুষ তোমায় জানি মানুষ,
কোন গুণে আর মানুষ বলিব মুরারি॥
দেখিলাম রথযাত্রা যাত্রার মত,
এক যাত্রায় যাত্রা ক'র হে যত,
অক্রূরের কি যাত্রা সকলের সুযাত্রা—
সুদনের অযাত্রা ভাব শ্রীহরি॥

জয়জয়ন্তী—ঢিমেতেতালা।

রথ রাখ সারথি দেখাও রথী,
দয়া নাহিক এক রতি।
যুগল করে করিব এই আরতি॥
কালসোণা কাঁচা সোণা, যুগল মন্ত্রে উপাসনা,
হরে নিলে কালসোণা,
হেরিব না আর এ যুগলাকৃতি॥
হরি ত চলেছ পথে এ পথের পথী,
দাঁড়াও হে পথের পরিচয় কেহ কার নয়,
প্রত্যুষেতে যাবার বেলা বলেও যেতে হয়,

তোমার নাইক দলাদলি,
আমরা কেবল ভুলায় ভুলি,
সুদন কয় কি ভুলায় ভুলি,
আর ভুলি না এবার বাঁচি যদি ॥

—

পরজ—মধ্যমান।

ও মন রথ রাখ রথ রাখ থাক,
বারেক ফিরিয়ে দেখ।
আর হবে না দেখা দেখি,
দেখি দেখি দেখ দেখ ॥
ত্যজ্য করি মনোরথ, আরোহিলে মুনিরথ,
আমরা কেবল অবিরত কাঁদতে রত চেয়ে দেখ
একবার মনে করেছিলাম হয় গিয়ে হয় ধরি,
হেরিয়ে তুরঙ্গরঙ্গ আতঙ্কেতে মরি,
একবার ভাবি ধরি চক্র ঘুচাই অক্রূরচক্র,
এখন দেখি চক্রীর চক্র, তুমি এত চক্র রাখ ॥
আবার ভাবি সে ভাবে না আমরা কেন ভাবি,
কি করি বুঝে না যে মন,
মন তোমার পাষাণ কেমন,
সুদন কয় কথা কেমন বলেছিলেন যা'ব নাক

—

পরজ—মধ্যমান।

এই কি তব দয়া দয়াময়। কও আমায়।
এ দয়া দেখে দয়া হয়, তব অনুগত যে হয়,
তার কি দশা এমনি হয় ॥
যা'র পদ ধরেছ শিরে,
ত্যজিলে সেই প্রেয়সীরে,
সে করাঘাত করে শিরে,
ফিরে একবার দেখনা তায় ॥
যে রাধার কারণে বাধা বহিতে মাথাতে,
ধেনু সনে গোচারণে ভ্রমিতে বনেতে,
তোমায় যোগে পান না যোগী,
যার লাগি সেজেছ যোগী,
এখন তাঁর করেছ বা কি,
যজ্ঞেশ্বর যাও হে কোথায় ॥
রসময়! কে তোমায় বলে ওহে বিশ্বময়,
দেখ্‌লাম আমি অসময়ে কেবল বিষময়,
দেখ্‌লাম তোমার যত মায়া,
কেবলমাত্র সকল ছায়া,
সুদন বলে মিছা মায়া,
করে রেখেছ জগন্ময় ॥

—

বেহাগ—আড়া।

ক্ষণেক দাঁড়াও বঁধু আগে আমি যাই।
মরিতে হ'বে তবে আর কেন যাতনা পাই।
হইল প্রেমের ব্রত সাঙ্গ, তরঙ্গে ডুবিল অপাঙ্গ,
একবার দাঁড়াও হে ত্রিভঙ্গ,
ত্যজি অঙ্গ দেখ তাই।
আজ আমাদের শুভযাত্রা,
দেখ্‌লাম তোমার রথযাত্রা,
আমরা করি গঙ্গাযাত্রা,
বঁধু ফিরে দেখ তাই ॥
কেন বব কৃতাঞ্জলি, করে যাও হে অন্তর্জ্জলি,
সুদন বলে কেন জ্বলি,
এখন জ্বালা ঘুচাই ॥

—

দেওগিরি—ঢিমে কাওয়ালী।

চেয়ে দেখ কে কাল, দেখি নাই ত এমন কাল,
হেরিয়ে চিকণ কাল, গেল যে মনের কাল ॥
দেখেছি ত এত কাল, দেখেছ ত কাল,
দেখি নাই এমন কাল, কালোতে এত ভাল ॥
শশিমুখে হাস্য করে আরও করে করে বাঁশী,
শ্রীরাধিকার মন ভুলাত সে বুঝি গোকুলবাসী,—
কোন প্রাণে ধরিয়ে প্রাণ, দিলে হেন ধন,
কি বধে এলো তার প্রাণ,
জ্ঞান হয় তাহারি কাল ॥

সেই রমণী দুঃখিনী যে নারীর ঐ কালছেলে,
কেমনে বাঁচিবে সেই, কাল হবে কিছু কালে,
সুদন বলে হাসি, কলসী তোর যায় গো ভাসি,
দেখ্‌তে পারিস্ ঘরে বসি, ঐ কাল চিরকাল ॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

সে হাটে সুতো ভবের হাটে পাওয়া ভার।
যার কলে হয় কলের সুত,
যার কলে হয় সুতাসুত,
সেখানে সেই নন্দসুত পারিবে এবার ॥
এবার সুতার বাজার গরম ভবের বাজারে—
সে হাটে নাই কমী বেশী চল রে সত্বরে,
সে হাটের এমনি বাখানি
রবি-সুতের নাই আমদানী,
নাই সেথা অধিক রপ্তানী হবে রে ব্যাপার।
সাধু মহাজন কেবল যাচ্ছে সে হাটে,
তা নইলে কে যেতে পারে সুতের নিকটে,
খেই হারালি ভবের তাঁতে, চল রে তুই বৈকুণ্ঠেতে
সুদনে লয়ে যাও সাথে, দেখিতে বাজার ॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

ও মা আমি কি ছিলাম কি হলাম কি।
আর বা হইবে কি, কান্ মুখে এ মুখ দেখাব,
কালি কিনিবে না দেখি ॥
যেমন বা মুদেছি আঁখি,
তেমনি আমায় কি বানালে,
ঘুচালে শ্যাম বাঁকাপাকি,
তার কিছু নাহি বাকী ॥
মথুরা-নাগরা যত, কার রূপ দেখি নাই এত,
আগে তাদের দেখাই গে ত,
তারা কি বলে দেখি ॥
আগে দেখে হাস্‌তে সবে,
তেমনি এখন দেখ্‌তে পাবে,
সুদন কয় রাজরাণী হবে,
তোমার আর ভাবনা কি ॥

বিভাষ—ঢিমে-তেতালা।

মথুরা-নাগরী যত নাগর হেরে নয়নে।
বলে ত্বরায় আয় লো সখি
কে যাবি শ্যাম-দরশনে ॥
কোন ধনী বলে সখী, ধরে দে ঐ কালপাখী,
হৃদি-পিঞ্জরেতে রাখি হেরিব রূপ মনে মনে ॥
কোন ধনী বলে সখি কে আনিল উহায়,
কেমনে বাঁধিয়ে মন ছাড়ি দিল মায়,
বুঝি হবে মাতৃহীন, কিবা মাতার ব'ধে প্রাণ,
অথবা করিতে ত্রাণ, ছাড়ি এলো বৃন্দাবনে ॥
কোন ধনী বলে সখি, আয় লো দেখ্‌ে অসায়,
গগন হ'তে শশী খসি পড়েছে ধরায়,
দেখেছি ত পূর্ণশশী দেখিনি ত কালশশী,
সুদন বলে রাশি রাশি পূর্ণশশী ঐ চরণে ॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

আয় কৃষ্ণধন আমার অঞ্চলের ধন,
কোলে আয় রে দুঃখিনীর প্রাণধন।
কৃষ্ণ তুই কি এত পাষাণ,
জানিস না রে বুকে পাষাণ,
মোদের দুঃখে গলে রে পাষাণ ॥
থাক্‌তে মোদের তুই নন্দন
পায় দাঁড়্‌কা করে, বন্ধন,
আবার তুই নাকি রে শ্রীনন্দের নন্দন ॥
পেয়ে তুমি যশোদা মায় ভুলে গেছ মায়,
মায় পাসরি আস্‌তে নার দেখিতে আমায়,
কিঞ্চিৎ নবনীর তরে, বেঁধেছিল যুগল করে,
সেই দুঃখেতে মরি ওরে দিত নাকি গোচারণে,
ধেনুর সনে বনে বনে,
তাতে কত পেয়েছিস্ বেদন ॥

ডুবেছিলে কালীদহে, শুনে প্রাণ দহে,
বেড়েছিল দাবানলে, আর এত কি সহে,
সুদন বলে ও দেবকী,আর পরিচয় দিব বা কি,
যে সুখেতে ছিলেন নারায়ণ ॥

অক্রুর-সংবাদ সমাপ্ত।

—

কলঙ্কভঞ্জন।

পরজ—ঢিমে কাওয়ালী।

প্রাণ দিতে চাও আমায়।
(প্যারী ত বেঁধেছে হৃদয়,
তবে যে দেও যাবে তারে কথায় কথায় ॥
প্রাণদান গ্রহণ করি, পতিত হয়েছেন প্যারী,
সে কেন আজ দিবে ফিরি, হরি হে তোমায় ॥
প্রাণ হতে চরণ ভাল জানি গুণকারী,
প্রাণ দিয়ে প্রাণে মার শুনেছি হরি.
পায়ে পাষাণ মানব হলো,
প্রাণ লয়ে পিতার প্রাণ গেলো,
হয়ে বনবাসী হলো কাষ্ঠের তরী স্বর্ণ পায়,
হ্লাদিনী রাই বিনোদিনী রাজনন্দিনী,
প্রাণদান গ্রহণ করে হয় কাঙ্গালিনী,
চরণ দেও চরণে ধরি,
অন্তে মম প্রাণ হরি রেখো রাঙ্গা পায়

—

সুরট মল্লার—একতালা।

দেখ শ্যামের প্রেমে
কেবা না মজেছে সখি এই গোকুলে।
সবার হয় আনন্দ, হেরে ওই গোবিন্দ,
কলঙ্ক হয় কেবল আমার কপালে ॥
দেখ এ বিশ্বমণ্ডলে, যে না হরি বলে,
যে না বলে সে জন বিহ্বল,
নারদ-আদি ঋষি, যে পদ আশ্বাসী,
দিবানিশি তারা বলে হরি বল,
আমি যদি বলি হরি, ননদী কয় কিশোরী,
অমনি মরি কি না মরি,
ভয়ে মরি আজ না জানি কি বলে ॥
দেখ গয়াসুর শিরে যে চরণ ধরে,
বিশেষ পিণ্ডদানে ভবের তরণী,
যে পাদপদ্ম হতে গঙ্গা অবতীর্ণ,
হয়েছেন তিনি ত্রিলোকতারিণী,
আমার ভাগ্যে এই হলো,কুল বাড়াতে দুকুল গেল
সুদন বলে আর কি বল,
কপালের কপালে এমনি কি ফলে ॥

—

মঙ্গলবিভাষ—তিওট।

আমি কারে কি বলি কি বলে,
সকলে আমারে বলে, আমায় কে বলে।
বল্লে কৃষ্ণকথা, বলে কৃষ্ণের কথা,
ভয়ে কইনে কথা, পাছে কি বলে ॥
যদি যাই গো নদী, পিছে ননদী,
আর যত বধূ করে গো গতি,
শুনিলে বংশীর ধ্বনি, যত কুলধনী,
সবে করে কাণাকাণি ঐ কথা বলে ॥
একবার বলি বলি আবার বলিলে,
বল্লে বা কি বলে ভয়ে বলিনে,
বলিব যাহার বলে, সে বাঁশীতে বলে,
সুদন হেসে বলে বলুক যে বলে

—

পরজ—ঢিমে-কাওয়ালী।

দুঃখে পায় হাসি, সবাই বলে শ্যামপ্রেয়সী, খ
অকলঙ্ক শশী ভজে কলঙ্কে ভাসি ॥
যে পদ আশ্রয় করে, ভব কলঙ্ক যায় দূরে,
সেই পদ আশ্রয়ে আমি হয়েছি দুষী ॥
যথা তথা হরিকথা শুনি জগতে,
জ্ঞানে হরি ধ্যানে হরি হরি পায় অন্তে,
আমি যদি বলি হরি, ননদী হয় বিষহরী,
নিতে এসে প্রাণ হরি, ধরিয়া অসি ॥

যে চরণবারি ভবে ত্রাণকারিণী,
সেই পদ আশ্রয় করে অপবাদিনী,
সুদন কয় কি ব্যঙ্গ কর,কলঙ্কের অলঙ্কার পর,
হরিনামে ডঙ্কা মার, শমনে নাশি ॥

খাম্বাজ—তেতালা।

চিনেছি তোমায় তুমি নয় মানুষ,
যে বলে তোমারে মানুষ,
সে আর কোন্ মানুষ।
দেখেছি অনেক মানুষ, সকলি ত মানুষ,
দেখি নাই ত এমন মানুষ,
মানুষের পায় হয় যে মানুষ ॥
তোমায় চিন্‌তে কেবা পারে, কেবা না পারে,
যে পারে সে পারে, সে থাকে না এ পারে,
তোমায় ভেবে কে পাবে পার,
না ভেবে কে বা পাবে পার,
কি তোমার মানুষ অবতার,
মানুষ ভাব্‌লে হয় যে মানুষ ॥
আর কিছু দেও পদরজ রাখি অঞ্চলে করে,
যদি ফিরে সে দশা হয় তবে ভয় কারে,
একে আমার কপাল পোড়া,
পোড়ার পর যদি পোড়া সুদন কয় এ ধূলা পড়া'
যে পাবে সে হবে মানুষ ॥

বিভাষ—তিওট।

দেখ ঐ পায় কি শোভা পায়।
এ ধূলা নয় তেমন ধূলা ধোয়ালে না যায় ॥
কি হবে ধোয়ালে ধূলা, ধূলাতে কি দোষ,
(নাবিক) চেয়ে দেখ চরণতলে
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ শোভিত,
নৈলে কেন এ পায়, পাষাণ মানবী জন্ম পায় ॥
আর শুনেছি জাহ্নবীর জন্ম এই পায়,
বলিরাজা শুনেছি, বান্ধা এই পায়,
সনকাদি ঋষি মিলে তারা ঐ পদ ধেয়ায়,
(নাবিক) মনে ভাব এ পায় যে পায়,
সে ভবযাতনা না পায়,
সুদন বলে এমন পায়, কেবা কোথা পায় ॥

বিভাষ—ঢিমে-তেতালা।

কভু এমন দেখি নাই,
জলমাঝে নারী হেরি আহা মরে যাই।
রাঙ্গা চরণ কালজলে,
অরুণ যেন মেঘের কোলে,
কামিনী দামিনী চলে, জলে দেখতে পাই ॥
পরশে চরণ-তরণী, পাষাণী হয়েছে তরুণী,
তরণী তরুণী হবে ভাবে জান্‌তে পাই,
সুদন কয় মাধবে বাণী,ডুবাও রে তোমারতরণী
এ তরণী ডুবিলে রে চরণতরণী পাই ॥

জয়জয়ন্তী—ঢিমে-কাওয়ালী।

কি বল কি বল সহচরী,যে কলঙ্ক লেগে মরি,
সেই কলঙ্ক এড়াইতে না পারি।
গোলোকে করে কলঙ্ক,নিতে এলাম এ কলঙ্ক,
এত সাধের যে কলঙ্ক,
সে কলঙ্ক ঘুচাতে কি পারি।
গোঠে মাঠে ধেনু চরাই বাঁশরী বাজাই,
বনে বনে ভ্রমণ করি কলঙ্কেরি দায় ;—
যে কৃষ্ণের কলঙ্ক নিতে,জগতের বাঞ্ছা মনেতে,
প্যারী কয় তাই ঘুচাইতে,
এত কি কলঙ্ক হল ভারী ॥
শ্রীচরণে বাজে বলে করিলাম কান্ধে,
তবু রাইয়ের খেদ মেটে না, কলঙ্কে কাঁদে,
কত ভেবে মাথায়,মাথায় দুটী চরণ নিলামমাথায়
সুদন কয় ঘুচ্‌বে না কথায়,
ঘুচ্‌বে যখন যাবেন মধুপুরী ॥

জয়জয়ন্তী—ঢিমে কাওয়ালী।

নীলবরণ হইল নীলমণি, দেখে যা দিদি রোহিণী,
কপালেতে কি হয় না জানি।
দন্তেতে লাগিল দন্ত, কি হলো পাছে তদন্ত,
হেরে আমার লাগ্‌লো দন্ত,
কারু মন্দ করি নাই ত জানি।
ত্যজে গো-পাল,এসে গোপাল কোলে বসিল
বসে কোলে, কয় নে কোলে,
কয় এলো মেলো তার পরে হইল অজ্ঞান,
আমি জানি গোপাল অজ্ঞান,
এখন দেখি অজ্ঞান অজ্ঞান,
বুঝি অজ্ঞান করেছে কোন জ্ঞানী॥
হেরে কৃষ্ণের গায়ে উষ্ণ উষ্মায় বাঁচিনে,
ধরে মা গো নে না কোলে,অরে বাচিনে.
কইতে কইতে কয় না কথা,
হেরে মোর সরে না কথা,
সুদন কয় কি কথার কথা॥
যে কথায় জ্বরেছে যাদুমণি॥

--

কালাংড়া—গড়-খেম্‌টা।

বলে উঠ রে কা কা কা কানাইরে,
ও তোর ভয় নাই রে;
মোরা সে খেলা আর খেলিব না রে।
গোঠে না যাস যদি ও ভাই কানাই রে,
মোরা রাখাল-রাজা কবব কারে॥

——

দেওগিরি—ঢিমে-কাওয়ালী।

জীবন যাদব বাধা নে,যে কথা ছিল তোব সনে,
নৈলে যে ত্যজিব জীবন যমুনার জীবনে॥
বলেছিলি আছি বাঁধা,ডাকিলে এসে নিবি বাধা
বাধা নিতে কে দেয় বাধা,কে এমন বৃন্দাবনে॥
ত্যজ্‌বি যদি এবে গোপাল
ছিল যদি তোমার মনে,
গোপ-গোপালে গিরি ধবে কেন বাঁচাইলি প্রাণে
কালীদহের বিষ-জীবনে,
বাঁচালি তোর সখাগণে—
যে ছিদাম মরে তোমার জন্য,
তারে বা বাচালি কেনে॥
তাপিত প্রাণ মোর শীতল কর,
জনক বল চন্দ্রমুখে,
যশোদাকে ডাক একবার
শুনুক রে গোকুলের লোকে—
সুদন কয় জানিলাম হরি,
রাধার প্রেমে হল ভারী,
এত প্রেমে দিলে ডুবী,
এত ছিল তোমার মনে॥

— —

বিভাষ—ঢিমে কাওয়ালী।

শুন মা জনম কথা
নয়কো কবার কথা।
সে দুঃখের কথা
কোথা জন্ম নাহি জানি,
মাতা পিতা নাহি চিনি,
কেবল লোকের মুখে শুনি সে সকল কথা॥
জন্মের পরে পরোপরে ফেসেছি জলে,
মা কেমন চিনিনে মাগো কারে মা বলে,
বহুকাল ভাসিয়া জলে,
পরে এসেছিলাম কূলে,
দশভুজা নারী পেলে সেহ হবে মাতা॥
তার পরে এক দ্বিজনারী তাঁকে মা বলিলাম
খবরূপে আমি তথায় কিছুকাল ছিলাম,
তার পরে এক রাজা রাণীকে,
মা বলিয়া ছিলাম সুখে,
তার পরে মথুরায় আছে দুঃখী এক মাতা,
মথুরায় মা বলি তাঁকে গোকুলে এখন,
এখানে আছে এক মাতা তোমারি গঠন,

সুদন কয় মাতৃহীন ছেলে,
যারে পায় তারে মা বলে,
চিকিৎসা নাই নিদানকালে বিনা সেই কথা ॥

সরফরদা—ঢিমে-কাওয়ালী।

ননীর গন্ধ কয় বদনে,
কেমন বৈদ্য জানিব কেমনে,
যেন গোপাল সেই হতেছে মনে।
সেই ভঙ্গী ত্রিভঙ্গিমা সেই ঠাট সেই ঠঙ্গিমা,
হেরি যেন সেই চাঁদমুখ,যার পূর্ণচন্দ্র চন্দ্রাননে ॥
দেখতে কাল, যেন কা ", আমার কালাচাঁদ
চাঁদ পড়েছে ফান্দে এসো এসো বৈদ্যচাঁদ,
সেই চাঁদ হয়েছে গ্রহণ,
করগে তারে রাহু গ্রহণ,
গ্রহণে ঘুচিবে গ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ দিনমানে।
কোন্ শাস্ত্র পড়েছ বাছা আছ কোন্ ধ্যানে,
বৈদ্য বলে আর জানি না কিঞ্চিৎ নিদানে,
সেই নিদান করিতে সংখ্যে,
দেখিলাম যে অসংখ্যে,
সুদন বলে আছে সংখ্যে,শ্রীরাধার ঐ শ্রীচরণে ॥

জয়জয়ন্তী—ঢিমে কাওয়ালী।

যে জ্বরে জরেছে মা তোর কানাই,
মা তোমায় কেমনে জানাই।
এমন ছেলের এমন রোগ দেখি নাই ॥
বসেতে হয় অপচার,
বাত পৈত্তিকে জ্বরের বিকার,
এ ব্যাধি ঘুচায় সাধ্য কার,
এ ব্যবস্থা শাস্ত্রেতে শিখি নাই ॥
হৃদয়-দাহ মোহ হচ্ছে এমনি বোধ,
কইতে নারে মনের কথা তাইতে ব্যাক্যরোধ,
বায়ুকে ঢেকেছে কফে,ক্ষণে ক্ষণে গাত্র কাঁপে,
তার পরে পিপাসা হবে,
তখনি প্রমাদ ঘটিবে জানাই ॥
আমায় এনেছিলে ভাল,
তাই চিনিলাম এ রোগ,
যে জনা এ রোগে ভোগে সেই জানে কি রোগ
সুদন বলে যেমন ব্যাধি,
বাধা জানেন এর ঔষধি,
আমায় দিলে অনুমতি,
ত্বরায় ডাকি তাঁকে আর বেলা নাই ॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

কাজ নাই ঘটে, জেনেছি যে ঘটে,
ও ঘটে কলঙ্ক ঘটে।
দেখিতেছ এ যে ঘটে এ ঘটে কি ভাল,
তা নইলে আমার কুঘটে,
কিছু নাইত তোমার ঘটে,
তাইতে যেতে চাও ঘাটে।
জান না যে কখন কি ঘটে,
এ নহে সামান্য লাও, অখণ্ড নির্মিত জল,
যে অখণ্ড ভাণ্ডোদর তাহারি ঘটিত জল।,
নৈলে কি আজ ছিদ্র ঘটে,
সতীর কভু ছিদ্র ঘটে,
জান না কিসে কি কু ঘটে,
যারে দেখ গোঠে মাঠে,সে বিরাজে বংশীবটে,
সেই বুঝি ঘটেছে এ ঘটে ॥
কুম্ভের কথা কইতে আমার দুঃখে বেরোয় হাসি,
কেবা চিনতে পারে এত কলসে কলুষ জল,
সুদন বলে বটে তুমি ত চিনেছ ঘটে,
তা নৈলে বা কার এমন ঘটে,
যারে পূজে ঘটে পটে,যে জন বেড়ায় ঘটে ঘটে,
সেই ত ঘটেছে এ ঘটে ॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

ও কুটিলে ভাল ত দেখালি সতীত্ব।
মায়ে ঝিয়ে ব্যাকুল, বারি এনে বাড়াবি কুল,
ভেসে যে গেল ও কুল,

এখন কুল কুল হাসি পায় হে,—
জগদীশ্বর যথার্থ ॥
বারি আনতে বাধালি ভুল,
ও মা তোরা এমনি বাতুল,
নাই মেয়ে তোদের সমতুল,
কল্লি এত বাড়াবাড়ি,কেমনে ফিরে যাবি বাড়ী,
সুদন কয় শমনের বাড়ী, যাওয়া এখন নিতান্ত ॥

দেওগিরি—ঢিমে কাওয়ালী।

গণায়ে পেয়েছি সতী, জাবটে তার বসতি,
চিনতে নারে কেহ তারে,
সবাই বলে অসতী।
কে সতী সে সতীর কাছে,
মিছে তার কলঙ্ক রটেছে,
যে জল দিলে জলধর বাঁচে,
দেখি নাই এমন সতী ॥
সে নহে এমন সতী, যাকে বলে আদ্যাশক্তি,
চরণতরী দিয়া ত্রাণ করেন কত সতী,
সবাই বলে রাধা প্যারী,
আমরা কি তাঁয় চিনতে পারি,
চেনেন কেবল ভববারী,
যিনি তাঁর সাধের সাথী।
সতীকে জানিতে সতী,
গণনায় পেয়েছি সতী,
কে জানে তাঁহার মায়া, মায়া সেই প্রকৃতি,—
মহামায়ার মায়া করি,
আজ মায়া দেখালেন হরি,
সুদন বলে মরি মরি,
আজি সতী হবেন সতী ॥

কানেড়া—গড়খেমটা।

দেখে ললিতা সখী, নিরখি দেখি,
কেন্দে কয় উচ্চৈঃস্বরে।
দেখ না দূতি মোদের ধনী,
কেনে এমন হল আজি রে ॥
আমি, কি বলিতে কি বলিলাম,
শ্যাম বাঁচাতে রাই হারালাম,
আগে জানি না এরা এক মরণে দুজন মরে ॥

মঙ্গলবিভাষ—তিওট।

দেখ না গো জলে;
নিরখিয়ে দেখ সকলে জলধর জলে।
একে জল কালো, তাহে কালা কালো,
পাছে কালোয় কালো মিশে যায় জলে ॥
নয়ন ঠেরে বলে তোল রাই জলে,
পড়িবে না এ জলে,আমি যে জলে,
প্যারী লয়ে যায় জল,দূরে থাক নয়নজল,
হেরে যেন এই জল বিপক্ষ জলে ॥
বলে, হেসে হেসে আর জলে ভাসে,
ভেবে মরি ত্রাসে, পাছে যায় ভেসে,
সুদন কয়, কেন ডর, ভাসায়ে নূতন তার,
ভেসেছিল একবার বহুকাল জলে ॥

জয়জয়ন্তী— কাওয়ালী।

দু-আঁখি মুদিত করে, দেখেন হৃদয়-মন্দিরে,
মুরলী অধরে ধরে,
বিরাজে রাধাকান্ত।
একে যমুনা-তরঙ্গ, তাহে হৃদয়ে ত্রিভঙ্গ,
উথলিল প্রেম সিন্ধু বাড়িল মনের আনন্দ ॥
প্যারী দেখেন এ শুভযোগ কৃষ্ণ করে মনোযোগ,
ঘুচালে এ দুর্য্যোগ,যোগাযোগ হলো গোবিন্দ ॥
ঘুচাইল প্যারীর অত্রযোগ
উদযোগেতে সিদ্ধিযোগ,
ভাঙ্গিল এই নিদ্রাযোগ অন্তরে পেয়ে অনন্ত ॥
যে দেখিলাম নন্দালয়ে, কুম্ভমধ্যে জলে গিয়ে,
সেই রয়েছে মনে লয়ে,এই হবে নিতান্ত;—

সুদনের মনে এই লয়, সৃষ্টি স্থিতি এই লয়,
যার মনে লয় না লয়, সে ভ্রান্ত হয়েছে একান্ত ॥

— —

দেওগিরি ঢিমে-কাওয়ালা।

দিলাম আমি লও সোণা তবু ত ভালবাস না।
তুমি চাহ যে সোণা দিয়াছি সেই সোণা ॥
ও সোণা হৃদয়ের সোণা,
কেলে সোণার সমান সোণা এই কাঁচা সোণা,
ঘুচে যাবে উপাসনা, নিলে এই সোণা,
তবে আর দাঁড়াও কে। পেলে ত যা শোনা ॥
লসে সোণা আর এস না, রাখঅতি সাবধানে,
সুদন কয় করো না সোণা,
ওতো আনা সোণা ও সোণা যোগশাসনা ॥

দেওগিরি ঢিমেকাওয়ালা।

এসেছিলাম ঠেকে দায়, তেমনি দিলে বিদায়
ঘুচিল সে দায় পেলেম বিদায়,
চিকিৎসা করিব আর কি দায় ॥
পেলেম যে অক্ষয় সোণা,
আর কি করব উপাসনা,
কেবল রসনায় মিশাব সোণা,
সদাই রাখব হৃদয় হৃদয় ॥
এ নহে সামান্য বিদায়,
বিদায় হলে দায় থাকে না,
যে হয়েছে এখন বিদায়,
সে দায় বিদায় আর ঠেকেনা,
(এই) বিদায়ের লাগি :--
বজে উদয় বনে বনে ভ্রমি সদায়,
ঠেকে এইবিদায়ে দায়ে বাঁশীতে বলি সর্ব্বদায়
এই বিদায়েরদায়ে আমি যোগী হয়ে ভিক্ষাকরি
বিদেশিনী জহরিণীসেজেছি যা কত নারী।
এবার হলেম বৈদ্যরূপ,
আর বা ঘটিবে কিরূপ,
সুদন কয় ঐ কালরূপ, বুঝি গৌরাঙ্গ হতে হয়।

সিন্ধু—মধ্যমান।

কে জানে তোমাকে কেমন সতী,
জানে না যে আত্মা সতী।
তোমা হতে সৃষ্টি প্রলয় স্থিতি তব শকতি ॥
অজ্ঞান কুমতি জনে বৃথায় জীবন ধরে,
তোমারে চিনতে নারে নরে,
তুমি রাধে পুরুষ কি প্রকৃতি ॥
ত্যজে গোলোক, শিখাতে লোক, জনম নিলে,
করে লীলা অবলীলায় কলঙ্ক নিলে,
তুমি করিলে কলঙ্ক, তুমি ঘুচালে কলঙ্ক,
এ কেবল তব কলঙ্ক,
সতী, ফিরে হন নূতন সতী ॥
বৈদ্য প্রতি রেখো দয়া ও প্রেমময়ি,
তুমি রাধে ব্রহ্মময়ী হও শক্তিময়ী,
তব লাগি বৈদ্য হলাম, মন-আশা পুরাইলাম,
সুদন বলে ঐ পদে থাকে যেন রতি মতি ॥

— —

মিলন গীত।

বসিলেন রাই সিংহাসনে,
আপন বঁধুর সনে।
উভয় যুগল মিলন হলো, গেল বিচ্ছেদ হুতাশনে,
ললিতা কয় আয় দরশনে ॥
কালাচাঁদের করে ভানু কত চন্দ্র পায়,
রাইকিশোরী চাঁদের মালা চাঁদে চাঁদ মিশায়,
তুল্য অতুল্য তুলনা রূপ দেখি নে,
শ্যামের তুল্য রাই বিনে ॥
কোন ধনী বলে ধনি দেও হরিধ্বনি,
মিলন মিলিল বামে হের রাইধনী,
সুদন বলে ও যে রূপ ত্রিলোক না পায় ধ্যানে,
ধন্য ব্রজবাসিগণে ॥

মাথুর।

—:০:—

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

কোন গুণে আর কর হে গুণ্ গুণ্
রে নিগুর্ণ অলি।
এ গুণে সে বাড়ে আগুন,
আমরা দ্বিগুণ জ্বালায় জ্বলি॥
যার গুণেতে তুমি গুণী, হারায়েছি সেই গুণী,
সদা মরি সে আগুনি,
আবার কি গুণ গুণ শুনালি॥
মধুসূদন বিনে ভৃঙ্গ হতেছ বিহ্বল,
মধুসূদন বিনে মধুর আশা ত বিফল,
তবে কেন মধুকর, বৃথা মধু মধু কর,
যাও না কেন মধুপুর সেখানে মধু সকলি॥
ও ভৃঙ্গ ত্রিভঙ্গ বিনে সকলি বিগুণ,
যে ছিল অতি নিগুর্ণ বেড়েছে তার গুণ,
আমরা সব হয়েছি নিগুর্ণ,
কেবল বৃদ্ধি বিচ্ছেদ-আগুন,
সূদন কয় জুড়াবে আগুন,যদি এসেন বনমালী

জয়জয়ন্তী—ঢিমে-কাওয়ালী॥

ষট্‌পদ রাইপদ ধরি কাঁদে,
যার ছায়া না লাগে চাঁদে,
সেই ধনী আজ পথে পথে কাঁদে।
যার পদ সবার সম্পদ, পরশে হয় নিরাপদ,
গিরিধর ধরে যে পদ,
সেই পদ আজ পদার্পণ বিপদে॥
যে বিরাজে কুঞ্জবনে,সেই রাই আজ বনে বনে,
এ কি হলো বৃন্দাবনে, যাব কোন্ বনে,—
হারায়ে সেই বনবিহারী,প্যারী হলেন বনচারী,
কি সুখে আর বনে চরি,
মরি মরি প্রাণ ত্যজি ঐ পদে॥

আর কি বিপিন-পুলিনে শ্যাম আসবে ফিরে,
এসে গোপাল সকল গোপাল চরাবে চরে,
আর কি এই বিপিনে বাঁশী,
শুনবে সকল গোকুলবাসী,
রাস করিবে রাসবিলাসী,
সূদন এসে হেরবে যুগল পদে॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

ধর্ম্ম অবতার, কি ধর্ম্ম রাখলে তার,
গুরুমারা বিদ্যা হে তোমার।
রাধা তোমার প্রেমের গুরু,
শুনেছিলাম ওহে চারু,
এখন দেখি তুমি গুরু তার॥
যে তোমারে প্রেম শিখালে,
তারে তুমি খুব শিখালে,
ধর্ম্ম খেলে লয়ে ধর্ম্মভার॥
পদ পেয়েছ গুরু এখন গুরু,
চিনলে না গুরু সেবে গুরু,
হয়ে সে গুরু মান না হরি,—
রাইকে করে কুলত্যাগী,
তুমি হলে গুরুত্যাগী,
দেখ দেখি ধর্ম্ম রইল কি—
সইলাম যত কুলাঙ্গনা, কিন্তু শ্যাম ধর্ম্মে সবে না,
কেহ সবে না তোমারি এ ব্যবহার॥
গোচারণ ঘুচেছে কিন্তু আচরণ ঘুচে নাই হরি,
গুরুমারা পাতকের ফল কিছু কি ফলবে না হরি
বলে যাব কুব্জাকে বড় ভালবাস যাকে,
গুরুত্যাগী জানবে তোমাকে,
গুরুনিন্দা অধোগতি,গুরু বধলে কি তার গতি,
সূদন বলে কি গতি আমার॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

বলব কি অধিক আর,
নাই আর তব অধিকার।

তব পুত্র অধিকারী, হয়েছে শ্রীরাধিকারি,
এখন করের জন্য তশীল ভারী হচ্চে রাধিকার ॥
নিষ্কর ভূমে ছিলাম ব্রজে নিকুঞ্জ-কাননে,
তাতে জরিপ কল্লে গিয়ে দশম কাননে,
যে রাধার ছিল দেবোত্তর,
তিনি হয়েছেন নিরুত্তর,
কে কবে আর প্রত্যুত্তর সদাই হাহাকার।
থাকৃতে কৃষ্ণ বর্ত্তমানে প্যারী কৃষ্ণ পায়,
বল্‌ব কি হে দুঃখের কথা বলতে কান্না পায়,
একবার ব্রজে যাও না পায় পায়,
রাই বাচায়ে এস সেই পায়,
মদন বলে ধকক্ না পায়, কি শঙ্কা তোমার ॥

——

ঝিঁঝিট – মধ্যমান।
এখন বাঁশী ভালবাসিনে, তাইতে আসিনে।
নইলে থাকতো যাওয়া আসা,
আর সে আশা রাখিনে ॥
যখন ছিল ব্রজে বাঁশী, তখন ভালবাসতেম বাঁশী,
এখন নাই সে ভালবাসাবাসি,
এ কোন্ বাঁশী তা চিনিনে।
বাঁশী ভালবেসে মোদের আছে কি বাকী,
আবার দিতে চাও যে বাঁশী বিবেচনা কি,
শুন্‌লে তোমার বাঁশের বাঁশী,
থাকতেম না হে বাসে বসি,
গেছে মাসামাসি এখন দেশাদেশি রাখিনে ॥
যে বাঁশীতে কুল নাশি এসেছ ফেলে,
আর কেন সে বাঁশীর কথা গিয়েছি ভুলে,
শুনলে হতেম বনবাসী,
না শুনলে ত উপবাসী,
মদন বলে দেখ্‌তে আসি,
বাঁশী নিতে আসিনে ॥

——

খাম্বাজ- তেতালা।
কে গো রমণী বুঝি রাজার রাণী।
দেখিতেছি বড় গৌরব ভাঙ্গিব এখনি ॥
বেন্ধেছি তোদের রাজারে,
এখন বান্ধিতে এলাম তোরে,
লয়ে যাব কুজনোরে,
নূতন দাসী করবেন তিনি ॥
মনে বুঝি ভেবেছ হয়েছ রাজরাণী,
রাজার পর যে রাজা আছে তা কি শুনান,
শুনে দাসের দাসীর কথা
তাই আমায় পাঠালেন হেথা,
লয়ে যাব তোমায় তথা
দেখ্‌বেন ব্রজের রাজনন্দিনী ॥
জান কি না জানে কে না,
জান্‌বে কে না বলে কেনা,
জানে কে না রাজা যে কেনা,
আমি রাধার দাসীর দাসী
নিতে এলেন তুলা দাসী,
মদন বলে হাসি হাসি,
এমন ত কভু শুনিনি ॥

খাম্বাজ- মধ্যমান।
কুবুজী কি বলিব কি বুঝি, জান ত বড় বুঝি,
যা বুঝে করেছ এখন আমরা কি তা বুঝি।
তিন বাঁকাতে আমরা ব্যাকুল,
পাঁচ বাঁকাতে তুমি আকুল,
ভাসাইয়ে গোকুল এক কুল করেছ বুঝি ॥
রাই হতে কুলিনী কুবুজী, গরবে রেকেছ বুঝি,
নতন কুল করে লয়েছ কুলীন রাজাজী,
দাসীকে করেছ রাণী, রাজনন্দিনী কাঙ্গালিনী,
মদন বলে দেখ্‌লে তিনি হবে বোঝাবুঝি ॥

——

মঙ্গলবিভাষ—ঢিমে-কাওয়ালী।

লাজে মরি, হেসে মরি, দুঃখে মরি হে কৃষ্ণধন।
যে তোমায় দান কল্লে চন্দন,
সেই হয়েছে প্রেম-মহাজন॥
কভু দুঃখ-সাগরে ভাসি,
কভু তোমায় দেখতে আসি,
রাজরাণী হইল দাসী, শুনে হাসি তার কারণ॥
রাজা নয় এ সাজা তোমার বুঝিতে ভুলেছ,
গঙ্গা ত্যজে কূপে ডুবে ভাগ্য মেনেছ,
মথুরায় পেয়ে রাজটীকে,
রাণীর বিসয় দিলে টীকে,
এত দিন যে আছ টিকে,
কেবল সেই বিধাতার ঘটন
রাজা নয় এ সাজা তোমার তা ত বুঝেছ,
কি বুঝে কুব্জার বোঝা মাথায় করেছ,
সুদন কয় বুঝেছ বোঝা, তুমি রাজ চতুর্ভুজা,
ত্যজে রাধা মাথার বোঝা,
পাক বেন্ধে হয়েছ রাজন॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

শ্রীপতি ত্যজলে শ্রীমতী এ আর কি রীতি,
নাই সে রীতি নীতি ও সে প্রেম-পিরীতি।
ত্যজিলে রাই চাঁদের মালা, কুব্জা হল জপমালা,
কাচ পেয়ে কাঞ্চনাকে নতিতে মতি॥
আমাদের রাই গজগতি,
আর তার মন এক মতি,
তোমা বিনা মলিনমতি, এমনি দুর্মতি,
দেখতে এলেম এখন কি ভাব,
যায় নাই রাখালের স্বভাব,
সুদন বলে বাকায় ঠেকেছে মতি॥

প্রভাস।

সুললিতরাজিতচন্দনতিলকম্।
তেজোময়রবিমণ্ডলসদৃশম্।
অঘগরাতিপাতিকাম্বুকবুক্তম্।
প্রেমজলার্দ্রনিমীলিতনেত্রম্।
করকমলেন বাদিতবংশম্।
বসনাব্রজপাতিভাগবতত্বম্।
হরিনামাঙ্কিতসর্ব্বশরীরম্।
সিক্তলোচনপুষ্করনীরম্।

বেহাগ—ঠেকা।

কে এলি আমার যদুমণি,
বুঝি মনে পড়েছে জননী।
ওরে যাদু পাসরে ছিলি পেয়ে মাতা দেবকিনী॥
কিঞ্চিৎ ননীর তরে,
আমি বেঁধেছিলাম তোরে,
তাই কি ত্যজে আমারে
কার মাকে বল জননী॥
বসু মাতা পিতা বলেছিলি মথুরাতে,
পরের মাকে মা বলিলি মরি ঐ দুঃখেতে,
মনে বুঝিলি ননী দিবে,
পিতা বল্লে বসুদেবে,
সে ননী কোথা পাবে,
ঐ দেখ রেখেছি ননী—
গোচারণভয়ে কি তোর এ সব আচরণ,
নন্দের রাখাল এত ভারী হলো রে এখন,
কুপুত্র হইলে তুমি,
কুমাতা নই মা আমি,
সুদন কয় কি বল রাণী,
কোথায় তোমার নীলমণি॥

কানেড়া—একতালা।

নারদ রে কেনই বা এখানে এলি রে।
এলি এলি রে ও তোর বীণা কেনে বাজাইলি রে
ও তোর বীণা-ধ্বনি শুনে কাণে,
কৃষ্ণের বেণুর রব পড়লো মনে রে—
নারদ তুই এসে এই করিলি,
আমার নেত্রা অনল জ্বালাইলি রে॥

পরজ-বাহার—ঢিমে কাওয়ালী।

আর কি হবে সে কপাল,
আজ কি ফিরে হবে সে কাল।
দেবকী দিবে কি গোপাল,
চরাবে গোপাল॥
গো পালিতে গোপাল যাবে
গোপের গোপাল সঙ্গে লবে,
মোহন বেণু বাজাইবে, বনে ধাবে পাল।
চঞ্চল হয়ে অঞ্চল ধরে ননী দে বলে,
বল্‌তো মা চরণে ধরি
একবার নাও কোলে করি,
এখন জাতি-কুলে, কুল পেয়েছ যদুকুলে,
দ্বিজ হ'ল গোপের ছেলে
আর নাই সে রাখাল ;
আর কি দেখিতে পাব গোকুল-
চাঁদের চন্দ্রানন,
সাজাইব নাচাইব পাঠাইব বন ;—
মদন কয় বুঝ নাতি কাযা,
রাখালে পেয়েছে রাজ্য,
রাধা বওয়া করে ত্যাজ্য,
হয়েছে ভূপাল॥

সরফরদা—ঠেকা।

আর কি আনাম বাজাবল,
আর কি আছে সে ঘনশ্যাম বন্ধু,
হারাইয়াছি সে সম্বল।
ছেড়ে গেছে সে রাজলক্ষ্মী,
পড়ে ধেনু নব লক্ষ্মী,
এখন কেবল উপলক্ষ্মী,
অলক্ষ্মী আছেন প্রবল॥
যে হতে গিয়েছে কানাই,
চরে না রে গাই,
গয়ে সকল, গোপাল কেবল,
গোপালের গুণ গাই ,—
খায় না তারা তৃণ বারি,
কিসে দুঃখ নিবারি,
যেমন বারিহীন মীন মরিল॥
যশোমতীর নাইকো মতি, হারায়ে মতি,
সদত উন্মত্তা মতি এমন দুর্গতি,
নাইকো ঘরে ছানা ননী,
কি দিব তোমারে মুনি,
মদন বলে মাতমণি, দোষের করে তাই বল॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

দেখা দে কানাই, মনে কি কিছু নাই
মনে ভাবি মরেছিলাম মরে ত মরি নাই॥
যখন মোরা মরে থাকি,
হৃদয়ে তোমাকে দেখি,
চেতন পেলে দেও রে ফাঁকি,
কিছু দয়া তোমাতে নাই॥
আমরা যে এই দ্বাদশ গোপাল,
ত্যজেছি গোপাল,
বিনা পিতা নন্দের গোপাল,
মরে যে গোপাল—
যখন রাণী ডাকে গোপাল,
হাম্বারবে ডাকে গোপাল,
একবার এসে দেখ রে গোপাল
তৃণ বারি খায় না গাই॥
আমরা এ প্রাণ নারি ধত্তে,
হলেম যে হত্যে,

মাতৃ-হতো পিতৃ হতো আর গোহত্যে.
হলি এত পাপের ভাগী,
কিছুতে ভয় নাইক দেখি,
স্দন কয় নূতন কিছু নয়,
বরাবরি দেখিতে পাই ॥

পরজবাহার —চিমে-কাওয়ালী।
হায় কি না জানি,
কমলে রাই কমলিনী।
কমলবদনী, হচ্চেন কমলকামিনী ॥
কিবা শোভা পদ্মপাতায়
পদ্মমুখীর দুটী পা তায়,
পদ্মলোচন যে পা মাথায় করেছেন শুনি ।।
আহা মরি উহু মরি করছে সব লোকে,
লোকনাথ বিহনে প্যারী যায় পরলোকে.
ও মা কি বল্‌বে লোকে, ব্রজের বালক-বালিকে,
ঘোষণা হইল ত্রিলোকে.
এই প্রেমের ধ্বনি ॥
কেহ বলে মৈল প্যারী শুনাও কৃষ্ণনাম,
কেউ বলে যে নামে মরে সে নামে কি কাম,
স্দন কয় বিনা শ্যামবরণ,
প্যারীর ত লীলাসম্বরণ,
যে ভজে তার দুঃখে মরণ, চিরদিন শুনি ॥

পরজ-বাহার—ঠেকা ।
এ সময়ে কে শুনালি বীণে পুলিনে।
ফিরে কি আর বাজাবি নে,
শুনি নাই সুমধুর বীণে, সেই মধুস্দন বিনে,
বীণায় কৃষ্ণনামের ধ্বনি,
বিনে কৃষ্ণ নাহি শুনি,
যে নাম শুনে পেলাম প্রাণী,
সেই কৃষ্ণ নাম কি আর বল্‌বি নে ॥
ও আমি মরি মরি আবার যে মরি,
কত সবে সই লো বল সবে হরি,

যে নাম শুনিলে প্রাণ বাচে,
সেই কৃষ্ণ কি ব্রজে আছে,
তবে কে বাচালে মিছে,
কি কাজ বেচে কৃষ্ণ বিনে ॥
এই ত কৃষ্ণ পেয়েছিলাম পেয়ে অতি কষ্ট,
এমন সময়ে কেবা বীণায় বল্লে কৃষ্ণ কৃষ্ণ,
বীণায় শুনি কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণ পাওয়ায় হলেম বাম,
স্দন বলে এমনি নাম,
মলে বাচে ধ্বনি শুনে ॥

খাম্বাজ- ঠেকা।
হবি পারি ন হরি ত পারি নে,
শুন রে অবোধ বীণে।
তবে কেন জেনে শুনে শুন না শুনাও না বীণে
আমি ভাবি পর পারে,
ভাবনা যে যাবে পারে,
ভাবিলে পরে কি ভাবনা পারে.
আমি বলি পারি পারি,
তোমার ত নাই পারাপার,
তাইতে তোমারে না পারি,
পারবিনে কি পারাব নে ॥
তুমি মিশেছ আকরে,
কর যদি বে মনে করে,
তোমায় লয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে, (বীণে)
যখন এসে বান্ধিবে করে,
বেন্ধে বল্‌বে দে রে করে,
স্দন কয় কি কর্‌বে,
তখন ত আর পার পারি নে ॥

সাহিনী—মধ্যমান।
ভবদারা ভবে তারা নাম শুনি তোমার।
তাইতে এবার দিয়াছি ভব-তার তার না তার ॥
মাযূপণ্ডভাণ্ডোদরী ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিকা,
কে জানে তোমারে তুমি কালিকা রাধিকা,

গোলোকে সর্ব্বমঙ্গলা ব্রজে কাত্যায়নী,
কাশীতে মা অন্নপূর্ণা অনন্তরূপিণী,
তুমি সৃষ্টি স্থিতি লয় মা তুমি স্বর্গ মর্ত্ত্য,
কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি পঞ্চতত্ত্ব,
ভক্ত জন্য চরাচরে তুমি গো সাকার,
পঞ্চে পঞ্চ লয় হলে তুমি নিরাকার ॥
তুমি গো মা আগম তন্ত্র তুমি বেদমাতা,
কে জানে তোমারে তুমি দেবের দেবতা,
ঘটে ঘটে সর্ব্বঘটে আছ গো আপনি,
মূলাধার কমলে মাগো শিবের কামিনী,
তদূর্দ্ধে আছে স্থান মা নাম স্বাধিষ্ঠান,
ষড়্দলপদ্ম আছে তথায় অধিষ্ঠান,
চতুর্দ্দলে আছ তুমি কুলকুণ্ডলিনী,
ষড়্দলপদ্মে সিংহাসনে মা আপনি,
তদূর্দ্ধে নাভিস্থল মা শ্রদ্ধা-সরোবর,
রক্তবর্ণ পদ্ম আছে তাহার ভিতর,
পাদপদ্ম দিয়া যদি সে পদ্ম প্রকাশ,
হৃদে আছে বিভাবরী তিমির বিনাশ,
তদূর্দ্ধে স্থান তার হৃদিস্থল কয়,
নীলবর্ণ দ্বাদশদল পদ্ম যে তথায়,
সুষুম্নার পথ ক্রমে এল গো জননি,
কমলে কমলে এস কমলকামিনী,
তদূর্দ্ধে আছে স্থান মা নাম কণ্ঠস্থল,
ধূম্রবর্ণ পদ্ম আছে হয়ে ষোড়শদল,
সেই পদ্মমধ্যে আছে অম্বর আকাশ,
সেই আকাশ রুদ্ধ হলে সকলি আকাশ,
তদূর্দ্ধে ললাটে স্থান মা আছে দ্বিদলপদ্ম,
সেই পদ্মে থাকে মন হইয়া আবদ্ধ,
মন যে শুনে না আমার মন ভাল নয়,
দ্বিদলে বসে কু-রঙ্গ করিছে সদায়,
তদূর্দ্ধে মস্তকে স্থান মা অতি মনোহর,
সহস্রদলপদ্ম আছে তাহার ভিতর,
তথায় পরমশিব আছেন আপনি,
সেই শিবের স্থানে আসিবে শিবে গো আপনি,
তুমি গো মা দশেন্দ্রিয় জিতেন্দ্রিয় নারী,
কত যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ভাবে নগেন্দ্রকুমারী।
হরশক্তি হর শক্তি সূদনের এইবার।
যেন না আসিতে হয় মা এ ভব-সংসার ॥

পরজ-বাহার—ঢিমে-কাওয়ালী ॥

গোকুলের যে দীপ কোন দীপ ছিল না যে দীপ
অন্ধকার কচ্ছে সে দীপ নিভাইয়ে দীপ
তাদের ত জ্ঞান নাই দ্বীপাদ্বীপ,
হারায়েছে ব্রজের প্রদীপ,
আমি গো হলেম অপ্রতিভ,
তারা দিনে চায় প্রদীপ ॥
অন্ধকার করেছ গোকুল নাইক দিবাকর,
কেবল শ্রীরাধারে মদন বল্‌ছে দিবা কর,
তুমি হলে স্থানান্তর, তারা হল প্রাণান্তর,
কেনে হলে দ্বীপান্তর তাদের করে নিষ্প্রদীপ।
বাঁশীতে গাইতে যার নাম—জয় রাধে, জয় রাধে,
এখন ত্যজিলে সে রাধে, কি অপরাধে,
সূদন বলে শুন ঋষি, এখন আর থাক্‌বে না বাঁশী,
করঙ্গধারী সন্ন্যাসী, হবেন নবদ্বীপ ॥

পরজ-বাহার—ঢিমে-কাওয়ালী।

গোকুলেতে তুমি যারে ডাক্‌তে মা বলে,
সে কান্দে আজ ধূলায় পড়ে শ্রীকৃষ্ণ বলে ॥
অঞ্চলে বান্ধিয়া ননী, বলে কোথা রে নীলমণি,
শুন্‌লে তার ক্রন্দনের ধ্বনি,
অমনি, পাষাণ যে পাষাণ গলে।
শিশুকালে লালন পালন করে থাকে মায়,
জননীর মত দয়া দেখ্‌তে না পায়,
সময় পেলে, কার বা ছেলে, কা কস্য পরিবেদনা,
দেখ্‌তেছি তাই তোমা হতে,
মা বলে সেই মা চিন্‌লে না,
মা পেয়ে দেবকীরে, ভুলেছ মা যশোদারে,
সূদন কয় কান্দায় গো তারে, যারে মা বলে

জয়জয়ন্তী—ঢিমে-তেতালা।

ডাক্‌লে কথা কয় না কারু সনে।
গোচারণে ধেনু সনে, অচেতন আছে নিরশনে।
বারেক চৈতন্য পেলে,
একবার একবার কেন্দে বলে,
আয় রে গোপাল আয় রে কোলে,
বারিধারা বহে দুনয়নে॥
কেউ যদি কয় কৃষ্ণকথা, অম্‌নি কয় কথা,
সে নয় কোন কাজের কথা, পাগলের কথা,
দেখে আমি এলেম ফিরে,
তুমি যদি না যাও ফিরে,
পড়্‌বে তারা বিষম ফেরে,
সুদন বলে বাচ্‌বেনাক প্রাণে॥

জয়জয়ন্তী—ঢিমে-কাওয়ালী।

তীরে নীরে রেখে শ্রীরাধারে,
বলে কোথায় কর্ণধার রে।
সখীগণ কান্দিছে ধারে ধারে॥
কেউ বলে হইল সময়, এ সময়ে কোথা রসময়,
এস দেখা দেও এ সময়,
পেয়ে সময়, এ কি বাদ সাধ রে॥
হইয়ে প্রসন্ন শূন্যপথে এস শ্যাম,
স্বর্ণময়ীর জীবনশূন্য দেখ গুণধাম,
কেউ বলে আর কেন ডাক,
রাই-শ্রবণে ঐ নাম ডাক,
প্যারীর ত পরকাল রাখ,
এই কাল ত গেল ধারে ধারে॥
এস করি অঞ্জলি কোন তরুণী,
কর বৈতরণী যাতে পাবে তরণী,
সুদন কয় শুন তরুণী,
নাই যার চরণ বৈ তরণী,
তার কেন আর বৈতরণী,
যে তারে সেই পড়ে ঐ ধারে॥

ঝিঁঝিট ঠেকা।

চল প্রভাসে, আর কার আশে রব সুখবাসে।
বুঝিলাম কথার আভাসে,
আর কানাই এসে না এসে॥
এতদিন ছিলাম যার আশে,সে যদি নাহিক এসে
তবে চল কানাই-নিবাসে,এ বাসে না প্রাণ বসে
ব্রজনাথ হইতে কি ভাই হল এত ব্রজের মায়া,
এ কি মায়ায় ভুলে আছি মিছে,মায়ার কেন মায়া
ত্রিজগৎ ভুলে যার মায়ায়,
সে ভুলে আছে যার মায়ায়,
চল গিয়ে দেখি গে মায়া,কি মায়া জানে সে দেশে
সুদন বলে কর সজ্জা হবে না নৈরাশে॥

পরজবাহার—ঠেকা।

কি কাজ আছে দুঃখিনীর ভূষণে,
দরশনে যাইতে শ্যামের সনে।
বেশ করিলে ভূষণ কেবা দেখে কেবা শুনে॥
যাব শ্যামের অন্বেষণে,
যত মহিষীর সনে,
আমায় দেখে হাস্‌বে সবে বদনে দিয়ে বসনে॥
হেসে বল্‌বে এই কি তোমার শ্রীরাধা রূপসী,
এসেছেন বেশভূষা করে হতে রাজমহিষী,
তখন আমি মরিব লাজে,
লুকাব অবনী-মাঝে,
আরও রমণী-সমাজে, হরি যে মর্‌বে গঞ্জনে॥
বেশে কি কাজ আছে সখি! এই বেসময়,
বিনা সেই বিশ্বমিত্র বিষয় বিষময়,
সুদন বলে বিশ্বময় বিস্মরণ হয়েছে তাই,
তুমি রাধে বিশ্বজয়ী কে বা না তোমাকে জানে॥

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

আমি কাঙ্গালিনী নই, দ্বারি! শোন রে কই।
যার ধনেতে তুমি ধনী,
সেই ধন-হারা কাঙ্গালিনী,

আর কিছু নিতে আসিনি,
আমার সেই কৃষ্ণধন কই ॥
অন্য ধন কি গণ্য করি,মান্য যে ধন সেই ধন গণি,
আমার সে ধন অতুল্য ধন,
অমূল্য ধন রতনমণি ,—
নীলমণি নীলকান্তমণি,তার কাছে কি পরশমণি,
দ্বারি তোরে দিব মণি, দেখাও যাদুমণি কই ॥
রজত কাঞ্চনের কথা, তুলনা দিতে তুল না,
আমার সে যাদু বাছাধন,
একবার পেলে আর ভুলবে না,
সুদন বলে তুলি মণি, তুচ্ছ করে অন্য মণি,
যে ধন সাধন করে মুনি,
সেই ধনের কাঙ্গালিনী হই ।

ঝিঁঝিট- একতালা ।

আমার যে কেশব, চিনিস্‌নে তোরা সব ।
যে চেনে না আমার কেশব তারা রে কে সব ।
যে হেরে মোর প্রাণের কেশব,
তখনি ভুলে যায় সে সব,
কেশবের রূপ বলিব কি সব,
কেশব বিনা হোলেম রে শব ॥
আমার কেশব কেলে সোণা,
তোদের নাই শুনা,
কালিয়ে সোণার কাছে কি আর কোন সোণ ,
হারাইয়ে সে অঞ্চলের সোণা,
করছি তোদের উপাসনা,
দেখাও রে পুরাই বাসনা,
তোরা দেখতে পাবি রে সব ॥
সে যে আমার প্রাণের দুলাল,
তার পদ দুই লাল,
কর দুই লাল তাইতে তারে বলে নন্দলাল,
অতি যতনে সে লালন,করেছিলাম লালনপালন,
সে করলে না প্রতিপালন,
সুদন কর শুনলে কি সব ॥

ভৈরবী—টিমে-কাওয়ালী।

আয় রে গোপাল আয় রে কোলে ।
যা ছিল হ'ল কপালে,
মারে রে তোর দ্বারের দ্বারী,
কাঙ্গালিনী বলে এসে দেখ নয়ন তুলে ॥
আর আমি বান্ধিব না রে তোর করযুগলে,
সামান্য বন্ধনে বেঁধে মরি জ্বলে,
প্রেম-ডোরেতে বাধতাম্ যদি ওরে কাঁচা ছেলে;
তবে কি আর আস্‌তে ফেলে ॥
আয় নইলে প্রাণ ত্যজিব কৃষ্ণ রে বলে,—
মাতৃহত্যার পাতক আমি হবে রে গোলে,--
সুদন কয় সেই ভাব ভাব বড় তোমার ছেলে,
ধনবীরে [illegible] ।

জয়জয়ন্তী— টিমে-কাওয়ালী ।

দেখতে যেন কাঙ্গালিনীর মত ।
কিন্তু নয় কাঙ্গালী এত,
তা হলে বা কাঁদবে কেন এত,
আয় রে গোপাল গোপাল বলে,
করাঘাত হানে কপালে,
বলে এই ছিল কপালে,
আসতাম না জানতাম যদি এত ॥
মলিন বেশে এমন বরণ যেন রাজমাতা,
শুনেছি গোকুলে আছে রাজার এক মাতা,
যদ্যপি কাঙ্গালিনী হত,
তবে তখনি ধন চাইত,
ধনহারা কাঙ্গালী নয় ত,
কেবল উহার প্রাণ কৃষ্ণগত ॥
মুক্তকেশে, মুখ ত ভাসে নয়নের নীরে
বলে মলাম দ্বারীর হাতে মুক্ত কর মোরে,
সুদন কয় চেন না দ্বারি,
উনি ত রাজার মাতারী,
ঐ দশা হয় যে মাতারি,
দেখলাম এ মাতারি কত বার ।

বিভাষ—তেওট।

তোদের সে কানাই হেথায় নাই।
আমাদের সে মহারাজা তোদের সে কানাই।
আমাদের সে ভূপাল,
তোদের সে গো রাখাল,
কা বলিস্ রে রাখাল বিবেচনা নাই॥
এ বিশ্ব সব যা হতে হল রে,
তোদের সঙ্গের রাখাল বলিস্ রে তারে,
ধর ধর রাখাল, যেখানে তোর গোপাল,
পাবি রে প্রতিফল রাজার আজ্ঞা নাই।
আমাদের রাজার উপরে কে আছে রাজা,
যারে যা গোরক্ষক, চিনিস না গো রক্ষক,
স্বদনের যে রক্ষক তা বিনে কেউ নাই।

পরজবাহার,—ঢিমে-কাওয়ালী।

গঙ্গাতে কি পায়।
বলিতে আমাদের লজ্জা পায়,
গঙ্গা জন্মেছেন যাহার পায়,
সেই ধনে এই পায়॥
যেমন গঙ্গা ভবের তরী
তাঁর তরী এই চরণতরী,
বিপদে তোরে যাব তরী,
সে ধনে তরী পায়॥
কৃষ্ণপূজা কর্ত্তে বল আমা সবারে,
সেই কৃষ্ণের পরমপূজনীয় দাঁড়িয়ে আছে দ্বারে
দ্বারি তোদের রাজা যিনি,
তিনি খাতক ইনি ধনী,
একবার শুনতে পেলে ধ্বনি,
এসে পড়্‌বে পায়॥

পরজ-বাহার,—ঢিমে-কাওয়ালী।॥

এলে দ্বারিকায়,
যে লজ্জা বলিব দ্বারি কায়,
যজ্ঞ কি আমাদের যোগ্য ও যজ্ঞ এই পায়।
যাগ-যজ্ঞ যাহার জন্যে,
এই দেখ সেই যজ্ঞকন্যে,
তোদের রাজার কত পুণ্যে, এসেছেন হেথায়॥
আমরা এসেছি কি যজ্ঞে কর অনুমান,
রাধার দাস এসেছি নিতে পাইয়া সন্ধান,
রাজনন্দিনী দিলে আজ্ঞে,
যা থাকে তোর রাজার ভাগ্যে,
বন্ধন করিব এই প্রতিজ্ঞে দেখাব সবায়॥
নাতক খাতক বলে আমরা আসি নাই হেথা,
শুনে এলাম ঋষিমুখে বৈভবের কথা,
স্বদন বলে দিলাম শমন,
ভাক্তির কর রাধারমণ,
রোকা করে দিব এখন ধরাইয়ে পায়।

খাম্বাজ,—ঠেকা।

দ্বারি দেখ রে খত এনেছি দাসখত,
শুধু খত বলে নয় খত॥
চেয়ে দেখ রাধার পায়ে,
তোদের রাজার দস্তখত।
জান না এই খতের সন্ধি,
পড়ে এক বিপদে বন্দী,
করেছিলেন কিস্তিবন্দী,
তবে তুই যুগে শোধ বাদ,
খত দিতে যে সাধাসাধি,
স্বদন তার আছে ইসাদী,
এখন কপালগুণে তোদের সাধি,
যদি পথ পাবি দে পথ॥

কানেড়া—ঠুংরী।

নন্দ ডাকে আয় রে গোপাল
এনেছি গোপাল
এই দুঃখের বেলা দেখা দে রে।
আমি বাচি বাঁচি আমি মরি মরি,
আয় আয় রাধা নে রে মাথায় করে॥

পরজ-বাহার—ঢিমে-কাওয়ালী।

এস এস দেবকি,
তোমারে গোপাল দিব কি।
এস দোঁহে ডাকি,
কারে মা বলে দেখি॥
যার গোপাল তার কোলে যাবে,
তাবে মা বলে ডাকিবে,
পায়ের ধূলা মাথায় লবে,
সভায় সব সাক্ষী॥
স্তন্যদুগ্ধ দেও না মুখে দেখি কেমন মা,
নইলে আমি দিব মুখে দেখ মা কি না,
যারা জানে না এ সূত্র,
তারাই বলে পুত্র পুত্র,
সে কেবলি কথামাত্র
এখন বলবে কি॥
যজ্ঞসূত্র দিয়ে এখন করেছে ব্রাহ্মণ,
জান নাই শুন নাই ব্রজে নন্দেরি নন্দন,
সুদন বলে দেখ্‌লাম এত,
যার ছেলে তার ছেলে নয় ত,
কেবা মাতা কেবা সুত সকলি ফাঁকি॥

বিভাষ,—তেওট।

নে রে খা রে ফল দে বদনে।
তো বিনা আর খাই নাই বনফল শুষ্কফল বনে।
এনেছি যে ফল, এক্ষণে আর কি ফল,
তুমি খেলে ফল জানি রে মনে॥
তো বিনা সব বিফল,
একবার দিয়া বনফল,
পেয়েছি প্রতিফল,
আবার দেই এঁটো ফল,
(কিছু) করিস্‌ না মনে॥
আমরা দিলাম বনফল,
তুমি দেও কোল,
শত বৎসর যে ফল দেও না সে ফল,
আমাদের জনমের ফল হ'ল সে সফল,
এখন সুদন চায় মোক্ষফল রাজা-চরণে॥

সরফরদা,—ঢিমে-কাওয়ালী।

ফল কেন দেও কানুর হাতে,
একবার ব্রজে ফল দিয়ে ঐ হাতে,
ফল পেয়েছি সবাই হাতে হাতে॥
এক যাত্রায় পৃথক্ ফল,
গোকুলের ফল হলো বিফল,
সফল হল দ্বারিকাতে॥
পাব বলে অমূল্য ফল,
যোগাইতাম বন-ফল,
আমাদের কপালের ফলে গরল হল ফল,
দিয়েছ তায় খুব প্রতিফল,
আর কেন দেও তার প্রতিফল,
একবার দিয়া উচ্ছিষ্ট ফল,
প্রাপ্ত ফল হারাইলাম পথে॥
কল্পতরুমূলে ছিলাম পাব বলে ফল,
মূল রইল সেথা দেখ হেথা ফলিল ফল,
সুদন বলে জান না রে,
মোক্ষফল কি গাছে ধরে,
যে ফলের লাগিয়ে হরে,
পাগল হলেন শ্মশানেতে॥

পরজবাহার—ঠেকা।

এস রাজমহিষি শুন কথা হেথা।
এমন ত শুনি নাই কথা,
সুধামাখা মধুর কথা,
শুনে যে সরে না কথা॥
যার কথা শুনে মন হরে,
তার রূপ কে কহিতে পারে,
নইলে মনোহরের মন হরে,
সে কি গো সামান্য কথা॥

শুনেছি যে কথা সে ত কথার কথা নয়,
হৃদয়ে পশেছে কথা বল্লে পাছে যায়,
যে ধনীর এমনি ধ্বনি,
না জানি কেমন তিনি,
জ্ঞান হয় নিস্তারিণী জগতে বলে যার কথা।
তুমি বল গোপের মেয়ে কত রূপ ধরে,
কে কেমন রূপসী এস দেখাই তোমারে,
সুদন বলে কও কি কথা,
শুন নাই শ্রীরাধার কথা,
কৃষ্ণ সদা থাকেন তথা,
সেথা কেবল কথার কথা॥

দেওগিরি —ঠিমে-কাওয়ালী।
আমি নই রাধা প্যারী,
আমি গো তার দ্বারের দ্বারী।
আমায় এসে প্রণমিলে ও মা যে লাজে মরি।
তুমি নাকি রাজার রাণী,
নারী চিনতে নার নারী,
ভাসালে দ্বারিকাপুরী
আরও ভাসাবেন কিশোরী॥
বলে বুঝি গোপেরমেয়ে,তাই সামান্য ভেবেছিলে,
তিনি না হলে সানুকূল কেপারে যেতে ও কূলে,
তিনি কুলকুণ্ডলিনী,
জান না গো রাজার রাণী,
তাঁকে দেখতে কত মুনি, রয়েছে ধ্যান ধরি।
আমারে তুমি চিনবে কেন,
আমি রাধার দাসীর দাসী,
এখানে এসেছি নিতে নিজ দাস আর নন্দদাসী,
দাসখত এনেছি বেঁধে,
দেখাব আর সব বেঁধে,
সুদন বলে কাজ কি দেরী,
সাথে আছেন শ্রীহরি॥

দেওগিরি —ঠিমে কাওয়ালী।
কমলিনী আজ এ কি,
কমলে কামিনী দেখি।
চরণকমল নীলকমলে কে দিলে কমলমুখি?
একে ত শ্যাম কালকমল,
জলে ভাসে নয়ন-কমল,
করকমলে চরণ-কমল,
কমলকানন নিরখি॥
কমলাসেবিত কমলপদ গো। সেই কমল আঁখি,
পড়ে তোর চরণকমলে,
ও মা ও মা কল্লে এ কি,
গঙ্গা যার চরণকমলে,
হয়ে ত্রিলোক নিস্তারিলে,
যে দাস পড়ে তোর পায় ধরিল,
তুই কেন তায় ঠেলি সুখী॥
যার নাভিকমলে ব্রহ্মা,
করেন সৃষ্টি স্থিতি,
সে ভাসে আজ মানতরঙ্গে দেখি নে তার স্থিতি,
যে করে সৃষ্টি স্থিতি লয়,
সুদন কয় আজ মানে এই লয়,
প্রলয় কল্লে চাঁদমুখী॥

ভৈরবী, ঠিমে কাওয়ালী।
রাই চেয়ে দেখ চরণপানে,
বসিস নে আর মানকূপাণে।
অলি শিরে করে পদ মত্ত মধুপানে,
বাজে প্রাণে পানে পানে॥
এই ভাল আচরণে হরি চরণে,
কে না দেয় চন্দন তুলসী হরির চরণে,
(প্যারী) যে পদে নিদানে,
সে ত সকলের নিদানে,
কে না জানে মনে মনে॥
[illegible] তোমারি শ্যামকে হারালি মানে,
[illegible]

(প্যারী) সুদন কয়— শ্রীদামের
কথা পড়ে নাকি মনে,
পড়বে মনে কিছু দিনে ॥

ভৈরবী—ঢিমে-কাওয়ালী।
বসিলেন রাই সিংহাসনে, আপন বঁধুয়া সনে।
উভয়ে যুগল হল,
গেল বিচ্ছেদ-হুতাশনে, ললিতা কয় অদশনে ॥

কালাচাঁদের কবে ভানু কত কত চন্দ্র পায়,
রাইকিশোরী চাঁদের মালা চাঁদে চাঁদে মিশায়,
অতুল্য তুলনা রূপ তুল্য ত দেখিনে,
তু শ্যামল রাই বিনে ॥
কোন ধনী বলে ধনি দেও হরির ধ্বনি,
মিলিল মিলিল বামে হের রাই ধনী,
সুদন বলে ও যে রূপ ত্রিলোকে না পায় ধ্যানে,
দন্ত ব্রজবাসিগণে ॥

অক্রুকানের গান সমাপ্ত।